নোবেল বিজয়ী

সল বেলো-র

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং

রূপান্তরঃ বাবুল আলম

BanglaBook.org

নোবেল বিজয়ী কথাসাহিত্যিক

সল বেলো-র অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং

রূপান্তর: বাবুল আলম

আফ্রিকায় এলাম। কেন এলাম? চট করে সে উত্তর দিতে পারব না। তবে টাকার কথা দিয়ে আরম্ভ করতে পারি।
আমি ধনী। বাবার কাছ থেকে পাই তিরিশ লাখ ডলার। কিন্তু আমার চালচলন ভবঘুরের মত।

...জীবনের অর্থ খুঁজতে আফ্রিকায় এল হেণ্ডারসন। তারপর জড়িয়ে পড়ল নানা ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনায়। বন্দি হলো আদিবাসীদের হাতে। শেষ পর্যন্ত কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারল সে? সংগ্রহে রাখার মত একটি বই। প্রাঞ্জল অনুবাদ। টানটান উত্তেজনায় ঠাসা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সল বেলো-র

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং

রূপান্তর ■ বাবুল আলম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3249-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

HENDERSON THE RAIN KING
By Saul Bellow
Trans. by Babul Alam

সাতান্ন টাকা

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

আফ্রিকায় এলাম। কেন এলাম? চট করে সে উত্তর দিতে পারব না। তবে টাকার কথা দিয়ে আরম্ভ করতে পারি।

আমি ধনী। বাবার কাছ থেকে পাই তিরিশ লাখ ডলার। কিন্তু আমার চালচলন ভবঘুরের মত। একবার এক বইয়ে পড়ি, 'The forgiveness of sins is perpetual and righteousness first is not required.' বইটা বাবার। তিনি হাজার হাজার বই রেখে গেছেন। কথাগুলো দাগ কাটে। এরপর বইটা অনেক খুঁজেছি, কিন্তু নাম মনে না থাকায় পাইনি। খুঁজতে খুঁজতে অনেক বই ঘেঁটেছি, পাতা উল্টিয়ে পাই শুধু টাকা। বাবা বই পড়ার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করতেন কাগজের নোট: পাঁচ, দশ, বিশ ডলারের নোট।

এক আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আমি। আমি যদি হেণ্ডারসন বংশের কেউ না হতাম; আমার বাবার ছেলে না হতাম, তাহলে ভার্সিটি আমাকে চ্যাংদোলা করে বের করে দিত।

জন্মের সময় আমার ওজন ছিল চোদ্দ পাউণ্ড। প্রসব করতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছেন আমার জননী। বড় হলাম। আমার দেহের বর্ণনা মোটামুটি এরকম: ছ'ফুট চার ইঞ্চি, আর ওজন দু'শ' তিরিশ পাউণ্ড। দেহের তুলনায় মাথা বড়, এবং চুলগুলো ভেড়ার লোমের মত। চোখ দুটো সন্দেহপরায়ণ, তাই একটু ছোট হয়ে থাকে। নাকটা লম্বা। গুটিসুটি মেরে হাঁটতে পারি না, হাত পা

ছড়িয়ে হৈ-চৈ করতে করতে চলি। বাবার তিন সন্তানের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি।*

বিয়ের সময় বাবাকে খুশি করার জন্যে বেছে নিই আমাদের সমাজের একটি মেয়েকে। নাম ফ্রান্সিস। ও ছিল চোখে পড়ার মত, আর তেমনি উর্বর। ছেলেমেয়ে জন্মায় এক পাল: এডোয়ার্ড, রাইসি, অ্যালিস, আরও দুজন।

যুদ্ধ থেকে ফেরার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আমার। ও এখন সুইটজারল্যাণ্ডে। বিবাহ-বিচ্ছেদে খুশি হই আমি—নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ আসে তাতে। ইতোমধ্যে একজনকে খুঁজে নিই, আর কিছুদিনের মধ্যে বিয়েও হয়ে যায় আমাদের। ওর নাম লিলি। যমজ ছেলে হয় আমাদের।

লিলিকে আমি ফ্রান্সিস-এর চেয়েও বেশি জ্বালাতে থাকি। ফ্রান্সিস ছিল নিস্পৃহ, কিন্তু লিলি তার উল্টো।

আমার খামারের কাছে এক সরাইখানায় একবার এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি আমি। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে আমাকে। লিলি এসে জামিনে ছাড়িয়ে নেয়।

বছর দুয়েক আগে মদের নেশায় ট্রাক্টর থেকে পড়ে পা ভাঙে আমার। তখন বেশ কয়েক মাস ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হয় আমাকে। সে সময় সামনে যাকে পেতাম তাকেই কষে মারতাম ঘুষি, অতিষ্ঠ করে তুলি লিলির জীবন।

একদিন লিলি খেতে ডাকে ওর বান্ধবীদের। আমি ওদের আসরে ঢুকি আমার প্লাস্টার বাঁধা জড়ানো নোংরা পা নিয়ে।

---

* সল বেলো মার্কিন কথাসাহিত্যিক। অক্টোবর, ১৯৭৬ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

BanglaBook.org

মহিলাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে নাক আর গোঁফ মুছে সেই হাত দিয়ে ওদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলি, 'আমি মি. হেণ্ডারসন। আপনারা ভাল আছেন তো?' এরপর লিলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওকেও বলি, 'ভাল আছেন তো?' আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায় ওর বান্ধবীরা।

মহিলারা চলে যাবার পর লিলি চিৎকার করে বলে, 'জিনি, তোমার উদ্দেশ্য কী বল তো?'

আমি ওর সামনে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে প্লাস্টার-করা পা মেঝেতে ঘষতে ঘষতে উচ্চারণ করি, 'চু, চু, চু।'

আমার অমন করার কারণ ছিল। দুর্ঘটনার পর আমি যখন পা প্লাস্টার করে বাড়ি ফিরি, তখন শুনি লিলি কাকে যেন টেলিফোনে বলছে, 'না, তেমন কিছু নয়; আর একটা দুর্ঘটনা; মাঝে মধ্যেই করে থাকে; শরীর শক্ত; সহজে মরবে না।' শুনে ক্ষেপে যাই আমি, নাহলে দুজনে ছিলাম বেশ।

বান্ধবীদের সামনে ওর সঙ্গে অপরিচিতের মত ব্যবহার করে ওকে বোঝাতে চেয়েছি যে বিখ্যাত হেণ্ডারসন বংশের এবং সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি, সে আসলে একজন ভবঘুরে; এবং সে মানে লিলি, আমার সংসারে গৃহিণী নয়, নিছক একজন স্ত্রী মাত্র।

BanglaBook.org

দুই

লিলি আমার চেয়ে বিশ বছরের ছোট। বাবা মারা যাবার পর সে

বিয়ে করে বাল্টিমোর-এর এক ভদ্রলোককে। সে আমাকে বলেছে, ওর স্বামীর অবস্থা ভালই ছিল; কিন্তু ওদের মধ্যে মনের মিল হয়নি, আর বিয়েটা ভাঙে যুদ্ধের সময়; সে সময় আমি ইতালিতে যুদ্ধ করছি।

ওদের বাড়ি ডানবারীতে। ওখানে মায়ের কাছে থাকত সে। এক শীতের রাতে আমি আর ফ্রান্সিস যাই ডানবারীতে, এক পার্টিতে। ওর স্বভাবটা ছিল দার্শনিকদের মত, সিগারেটও খেত প্রচুর। পার্টির মাঝখানে হঠাৎ ওর মনে পড়ে, একটা কাজ তখনিই করা দরকার; যেই ভাবা সেই শুরু তৎপরতার, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে চলে যায় সে, আমাদের কথা একবারও ভাবেনি।

ওই পার্টিতেই লিলির সঙ্গে পরিচয়। ফ্রান্সিসকে ওভাবে চলে যেতে দেখে সে আমাকে ওর গাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়।

গাড়িটা পার্ক করা ছিল তিনশ' গজ উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায়। বরফের ওপর পা চালিয়ে লিলির গাড়ির কাছে পৌঁছাই আমি। ঝলমলে রাত, বরফের পিঠ থেকে ঠিকরে পড়ছিল আলো।

গাড়িটাকে বের করে একটা মোড় নিতেই পিছলে গেল চাকা। ভয়ে, আমাকে জড়িয়ে ধরে লিলি চিৎকার করে, 'ইউজিন'। তখন চাকা পিছলে একেবারে ঘুরে গেছে গাড়িটা।

পথ নির্জন, যতদূর দেখা যাচ্ছে চারদিক জনশূন্য। আমার মাথায় জড়িয়ে আছে লিলির নগ্ন বাহু। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ঘোরালাম ইঞ্জিনের চাবি। থেমে গেল ওটা। আমি ধরলাম স্টিয়ারিং।

আকাশে জোছনা। লিলিকে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি আমার নাম কেমন করে জানলে?'

'সবাই জানে আপনি ইউজিন হেণ্ডারসন।'

কিছুক্ষণ পর সে বলে, 'আপনার বউকে ডিভোর্স করা উচিত।'

'কী বলছ তুমি! মনে রেখো, আমি তোমার বাবার বয়সী।'

আর কোন কথা হয়নি। ওর সঙ্গে দেখাও হয়নি অনেকদিন। দেখা হয় গ্রীষ্মে।

একদিন আমি ডানবারী আসি কাঠ কিনতে। দেখি বাজার করছে লিলি। পরনে সাদা পেশাক, পায়ে সাদা জুতো। সেদিন দম বন্ধ করা ভাপসা বাতাস, যে কোন মুহূর্তে, বৃষ্টি নামতে পারে। বুঝতে পারি, বৃষ্টিতে ভেজার ভয় করছে সে। আমাকে বলে, ওকে পৌঁছে দিতে পারি কিনা?

কাঠে বোঝাই তখন আমার স্টেশন ওয়াগন। গাড়িতে উঠে লিলি দেখাতে থাকে ওর বাড়ি যাবার রাস্তা। কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে পথ ভুলে গেছে। হঠাৎ সত্যি সত্যি নামে বৃষ্টি। আমাকে ডান দিকে মোড় নিতে বলল ও। ওই রাস্তা দিয়ে এগোতেই দেখি, সামনে একটা পুকুর।

গাড়ি ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম ওদের বাড়িতে। ছোট্ট বাড়ি। লিলি বলল, 'আমার মা ক্লাবে ব্রীজ খেলতে গেছেন। টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি, যেন না ফেরেন। টেলিফোনটা আমার শোবার ঘরে।'

যাই ওর শোবার ঘরে। মাকে টেলিফোন করে বলে, 'মা, কিছুক্ষণ বাড়ি এসো না।' এরপর পোশাক খুলতে খুলতে কাঁপা গলায় আমাকে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে ভালবাসি।' লিলির পাশে শুয়ে টের পেলাম, ওর শরীর থেকে ভেসে আসছে গরম রুটির সুবাস।

বসার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন লিলির মা। বেশ কয়েক বছর পর খেলা ছেড়ে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। এটা আমার ভাল লাগেনি। আসলে লিলি চেয়েছে আমার সঙ্গে ওকে যেন ওর মা দেখতে পায়। সেজন্যেই টেলিফোন করে সে।

বুড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলি, 'আমার নাম হেণ্ডারসন।'

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। চুপচাপ থাকেন তিনি, যেন পণ করেছেন আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে যাবেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'আপনার ছেলেকে আমি চিনি।'

'এডোয়ার্ড? একটা লাল এম. জি. চালায়।'

বিদায় নেবার সময় লিলিকে বলি, 'খুব মিষ্টি মেয়ে তুমি। কিন্তু মা-র সঙ্গে এমন করা উচিত হয়নি।'

তখনও সোফায় বসে ছিলেন বৃদ্ধা। মুঠো করে রেখেছেন দুই হাত। কেঁপে কেঁপে উঠছিল চোখের পাতা।

'বিদায়, ইউজিন,' বলে লিলি।

'আজ তাহলে এই পর্যন্ত, মিস সাইমন্‌স,' বলি আমি।

এরপর আমাদের দেখা হয় নিউ ইয়র্কে। ও তখন আলাদা হয়ে গেছে ওর মা-র কাছ থেকে। থাকে বস্তি এলাকায়—হাড্‌সন স্ট্রীটের এক ফ্ল্যাটে। ওখানে গরম পানি পাওয়া যায় না। এলাকাটা মাতালদের স্বর্গ।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম আমি। মুখে মদের গন্ধ; হাতে শুয়োরের চামড়া দিয়ে বানানো হলুদ দস্তানা। হঠাৎ শুনতে পাই: আমার বুকের ভেতর থেকে কে যেন উচ্চারণ করছে, 'আমি চাই। আমি চাই।'

সিঁড়ির শেষ মাথায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল লিলি। ওকে দেখে চকচক করে ওঠে আমার চোখ। বলি, 'লিলি, এই ভাগাড়ে কেমন করে আছ? গন্ধে যে শরীর গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ওপর তলায় ওর ফ্ল্যাট। এখানেও একই অবস্থা—নোংরা, দুর্গন্ধ... ভাগ্যিস লাইট আছে। ওকে বলি, 'তুমি কি নিজেকে এভাবে নষ্ট করে ফেলবে?'

'আমার একটা ছেলে চাই। আর দেরি নয়। কয়েকদিন পরে তিরিশ পেরিয়ে যাব,' বলে লিলি।

'আমাকে কী করতে বলো?'

BanglaBook.org

'আমাদের এক সঙ্গে থাকা উচিত।'

'হঠাৎ?'

'আর তা না হলে এক সঙ্গে মরব।'

এভাবে এক বছর পার হলো। ওর কথায় আমি রাজি হইনি। হঠাৎ একদিন সে বিয়ে করে বসে নিউ জার্সির এক ভদ্রলোককে। নাম হ্যাজার্ড। আমি ফ্রান্সিস আর আমাদের দুই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাই ফ্রান্সে।

সারাদিন আমি চক্কর মারতাম প্যারিস-এর রাস্তায় রাস্তায়; গবলিন ফ্যাক্টরী থেকে পের লাচেস কবরস্থান হয়ে সেণ্ট ক্লাউড পর্যন্ত। মেডিলিন-এর কাছে ঘুরে বেড়াত অসংখ্য বেশ্যা। ওদের কারও কারও দিকে ভাল করে তাকাতাম আমি; কিন্তু কাউকে দেখে ভেতরটা শান্ত হয়নি আমার; অবিরাম শুনতে পেতাম সেই উচ্চারণ—'আমি চাই। আমি চাই।'

লিলির বিয়ের কার্ড পাই আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে, ওর বিয়ের অনেকদিন পর। সঙ্গে একটা ছোট্ট চিঠিও ছিল। মনে হয়, আসতে পারে সে। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি আসে লিলি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমাকে খুঁজছিল সে। দেখা হয় মেট্রো ভাভ্যাঁর কাছে। ট্যাক্সির ভেতর থেকে চিৎকার করে আমাকে ডাকছিল।

'লিলি, কেমন আছ? আসছ কোত্থেকে?'

গাড়িটার দরজা খুলে ফুটপাতে দাঁড়াবার জন্য ছটফট করছিল লিলি। ওকে প্রশ্ন করি, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

ওর হোটেলে যাওয়ার পথে লিলি বলে, 'আমার ছেলেমেয়ে প্রয়োজন। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র পড়ার সময় মনে হলো সব ভুল। পথে গাড়ির দরজা খুলে পালাতে চেয়েছি। কিন্তু আমার বর আমাকে টেনে ধরে চোখে বসিয়ে দেয় একটা ঘুষি। জানো, আমার মা মারা গেছেন।'

'কী? তোমাকে ঘুষি মেরেছে? ব্যাটাকে পেলে হাড়ডি ভেঙ্গে

BanglaBook.org

ফেলব।' ওর চোখে চুমু খাই আমি। পৌঁছলাম হোটেলে। লিলি হোটেল নিয়েছিল কোয়াই ভলটেয়ারে।

ওর সঙ্গে কাটাই সাতটা আনন্দমুখর দিন। কত জায়গায় না ঘুরে বেড়ালাম আমরা দুজন! আমাদেরকে অনুসরণ করত হ্যাজার্ড-এর ভাড়া-করা গোয়েন্দা। আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে ঘুরে বেড়াতাম গির্জায় গির্জায়। লিলি আমাকে খুঁচিয়ে বলত, 'ভেবেছ, আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে, না? কিন্তু আমি পারব না। একটা বিষাদ সবসময় কুঁরে কুঁরে খায় আমাকে। হ্যাজার্ডকে কেন ছাড়লাম, জানো? ওই বিষাদের জন্যে।'

মদ খাওয়া আরম্ভ করলাম আমি। মাতাল অবস্থায় ঘুরে বেড়াতাম শহরের বড় বড় গির্জাগুলোতে। গাড়ি চালাত লিলি।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা যাই বেলজিয়ামে। আবার ফিরে আসি ফ্রান্সে। এভাবে কাটছিল আমাদের দিন। লিলির দুটো গুণ বন্দি করে ফেলেছিল আমাকে। এক: গির্জার সৌন্দর্য; দুই: ওর উৎসাহ, ওর ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা, শব্দের উচ্চারণ, ওর আলিঙ্গন। অনেকবার সে আমাকে শুনিয়েছে, 'জিনি, চলো আমেরিকায় ফিরে যাই। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।' ওকে বলি, 'তুমি যদি আমার পিছু না ছাড় তাহলে আত্মহত্যা করব আমি, উড়িয়ে দেব মাথার খুলি।'

ফ্রান্সিস আর আমার ছাড়াছাড়ি হয় ভেজেলে আসার পর। ঘটনার দিন, সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি, গাড়ির চাকায় পাম্প নেই। আমি হোটেলের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে গালি দিতে আরম্ভ করি। ওরা বন্ধ করে দেয় অফিসে ঢোকার লোহার দরজা। তবে ঝগড়া করে মনটা বেশ হালকা লাগছিল আমার।

গির্জার চারদিকে কিছুক্ষণ ঘুরি লিলির সঙ্গে। কিনি স্ট্রবেরি। রোদ পোহানোর জন্যে উঠি ছাদে। পিঠে রোদ লাগাবার জন্যে ব্লাউজ খোলে লিলি; একটু পরে ছুঁড়ে ফেলে ব্রেসিয়ার; শুয়ে পড়ে আমার কোলে।

BanglaBook.org

বিরক্ত হয়ে বলি, 'কাল থেকে তোমার মাসিক আরম্ভ হয়েছে। এখন তোমার উদ্দেশ্য কী?'

'আগে তো আপত্তি করনি,' বলে লিলি।

'আজ আমার আপত্তি আছে।'

সেই থেকে শুরু হলো ঝগড়া। মেজাজ যখন সপ্তমে উঠল, আমি ক্ষেপে বলি, 'শোনো, তুমি পরের ট্রেনেই প্যারিস যাচ্ছ, এবং একা একা।'

আতঙ্কে সাদা হয়ে যায় লিলির মুখ। বিড়বিড় করে বলে: আত্মহত্যার কথা, প্রেমের কথা। কান্না পায় আমার, ফুঁপিয়ে উঠি।

প্ল্যাটফরমে নামিয়ে দিই ওকে। তখনও ফোঁপাচ্ছিল। বেরিয়ে ছুটি দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে। থামি ভার্মিলিয়ন কোস্টে, বানিউল্‌স-এ।

চিড়িয়াখানায় একটা অক্টোপাস দেখতে পাই আমি। দেখি; নিজের থলথলে মাথাটা কাচের সঙ্গে চেপে ধরে প্রাণীটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মাথাটা কেমন যেন চ্যাপ্টা, রক্তশূন্য, অদ্ভুত! ঠাণ্ডা চোখে লুকিয়ে আছে অদ্ভুত এক ভাষা! হাত-পা কিলবিল করছিল প্রাণীটার; পানির নীচ থেকে ঠেলে উঠছিল বুদ্বুদ।

মনে হলো, আজ আমার জীবনের শেষ দিন।

BanglaBook.org

তিন

এবার আফ্রিকা আসা নিয়ে কিছু বলি।

যুদ্ধ থেকে ফিরি একটা শুয়োরের খামার করার বেখাপ ইচ্ছা

নিয়ে। যুদ্ধে বোমার হাত থেকে বেঁচে যাই শুধু আমি আর নিকি, অথচ দলের মধ্যে আমরাই ছিলাম সবচেয়ে লম্বা। পরে অবশ্য আমি আহত হই মাইনের আঘাতে। সেদিন একটা জলপাই গাছের নীচে শুয়ে ছিলাম আমি আর ও। ওকে বললাম, যুদ্ধের পর কী করবে?

'যদি বেঁচে থাকি, তাহলে পশমের ব্যবসা করব, জানোয়ার পালব।'

'তা হলে আমি একটা শুয়োরের খামার করব,' বলল আমার ঘাড়ের ভূতটা।

যুদ্ধ থেকে ফিরে দখল করলাম কয়েকটা আস্তাবল, আর একটা পুরনো খামার বাড়ি। আস্তাবলগুলো ভরে ফেললাম শুয়োরের পাল দিয়ে, শুয়োরের রাজ্য হয়ে উঠল খামারটা। আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল শুয়োরের গু, খাবার আর ময়লা পানির উৎকট গন্ধ। খেপে গেলেন আমার প্রতিবেশীরা, আমার পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন হেলথ অফিসার ডা. বুলককে। কিন্তু আমি তখন খেপা, ওকে বললাম, 'কোর্টে যান। এ সম্পত্তি হেণ্ডারসনরা দুশো বছর থেকে দখল করে আছে। চালাকি পেয়েছেন?'

ফ্রান্সিসও বিগড়ে যায়। তবে একটি কথাই বলেছিল ও, 'প্লীজ, বাড়িতে ঢোকার রাস্তা থেকে ওগুলোকে সরিয়ে রেখো।'

'দয়া করে ওগুলোকে ঘাঁটিয়ো না। ওরাই এখন আমার বন্ধু।'

কিন্তু কী আশ্চর্য, আমিই একদিন শুয়োর সম্পর্কে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম।

এরপর ধরলাম বেহালা। একদিন গুদাম ঘরে হাতে ঠেকল একটা বাক্স, খুলে দেখি আমার বাবার বেহালাটা পড়ে আছে ওখানে। আমার ভাই ডিক মারা যাবার পর, রাতদিন তিনি ঘরে

BanglaBook.org

বসে থাকতেন আর বাজাতেন বেহালা।

এই সব মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম আমিও শিখব বাজানো। বাক্সের ডালা বন্ধ করে চলে এলাম ৫৭ নম্বর রাস্তার ওপর, এক বেহালা ভাল করার দোকানে। বেহালাটা ঠিক হওয়ার পর তালিম নিতে শুরু করলাম এক বুড়ো হাঙ্গেরিয়ানের কাছে, নাম হ্যাপনই, থাকত বারবিজন প্লাজার কাছে।

একদিন বেহালা বগলে করে যাচ্ছিলাম ৫৭ নম্বর রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ দেখা লিলির সঙ্গে।

'তারপর?' বললাম আমি।

'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'বলো কী, আবার?'

'তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত, পরামর্শ নিতে পারতাম। মনে রেখো, পৃথিবীতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু ব্যাপার কী, বেহালা শিখছ নাকি?'

'ওভাবে কথা বলো না। কী হয়েছে তোমার? আগে নাকটা ঝাড়ো। হ্যাঁ, বলো এখন, তোমার এই স্বামী কোন স্কুলে পড়েছে, আগেরটা তো শুনেছিলাম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর প্রেপ স্কুলের ছাত্র।'

'জিনি, আমার মা মারা গেছেন।'

'খুব দুঃখের কথা। কিন্তু গত বছর ফ্রান্সে তুমি তো বলেছিলে মা মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে সত্যি সত্যি কখন মারা গেলেন?'

'দুমাস আগে। সেবার মিথ্যে বলেছিলাম।'

'কেন বলেছ? মাকে নিয়ে খেলা করো? এগুলো বলা ঠিক?'

'জিনি, সত্যি অন্যায় করেছি। তবে এবারেরটা সত্যি, মা নেই।' চোখের পানিতে টলমল করে উঠল লিলির চোখ। 'একটা

BanglaBook.org

প্লেন ভাড়া করে মার দেহাবশিষ্ট ছিটিয়েছি লেক জর্জ-এর ওপর। এটাই তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল।'

'দুঃখিত। সত্যি, শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। এখন কী করবে?'

'ডানবারীর বাড়িটা বিক্রি করেছি। এখন আছি ভাড়া করা ফ্লাটে। তোমাকে একটা কার্পেট পাঠিয়েছি।'

খামারে ফিরে পেয়েছিলাম ওর পাঠানো কার্পেটটা। বিছালাম বেহালা বাজাবার স্টুডিয়োতে।

এরপর আঠারো মাস চলল আমাদের মেলামেশা। আমরা বিয়ে করলাম। ছেলেমেয়ে হলো।

আবার শুনতে আরম্ভ করলাম সেই কণ্ঠস্বর, 'আমি চাই। আমি চাই।'

চার

এরপর জীবনে ঘটল দুটো বড় রকমের ঘটনা।

বড়দিনের ছুটিতে বোর্ডিং স্কুল থেকে বাড়িতে এল আমার মেয়ে রাইসি। একদিন, ডানবারীতে ওর এক স্কুল-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গেল ও। বান্ধবীর বাড়ি খুঁজে না পেয়ে শহরের অলিগলিতে হাঁটতে হাঁটতে একটা থেমে-থাকা পুরনো ব্যুইক গাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওটার ভেতর এক সদ্যজাত শিশুর কান্না শুনতে পায় ও।

পিছনের সীটে, জুতোর বাক্সে ছিল ওই শিশু। ভীষণ ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

পড়ছিল সেদিন। বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে রাইসি, আর লুকিয়ে রাখে ওর ঘরের কাপড়ের আলমারিতে।

একুশে ডিসেম্বর দুপুরে খাবার টেবিলে বাচ্চাদেরকে শীতের গল্প শোনাচ্ছিলাম আমি। সে সময় ঘুলঘুলি দিয়ে ভেসে এল ওই শিশুটার কান্না। আমি তখনও কিছু জানি না, চমকে উঠলাম সেই কান্না শুনে। যমজ ছেলে দুটোকে বললাম, 'কী ব্যাপার, ওপরের ঘরে বিড়ালের বাচ্চা কাঁদছে মনে হয়?'

আমার দিকে তাকিয়ে কেমন অর্থপূর্ণভাবে হাসছিল লিলি। রাইসি-র দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর চোখে আনন্দের বন্যা। ব্যাপারটায় রীতিমত বোকা হয়ে গেলাম আমি।

নীচের ঘরে বেহালা প্র্যাকটিস করতে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল, রান্নাঘরে চুলোর ওপর সেদ্ধ হচ্ছে একটা বাচ্চার দুধ খাওয়ানোর বোতল। কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না আমি।

এক বিকেলে, লিলি আর রাইসি গেল স্কেটিং করতে। আমি চুপি চুপি উঠলাম আমার মেয়ের ঘরে। খুললাম আলমারির পাল্লা। দেখি, রাইসি-র স্যুটকেসে মোজা আর শেমিজের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে বাচ্চাটা। শিশুটি কালো। কোমরে টার্কিস টাওয়েলের টুকরা। গায়ে লাল পোশাক।

রাতে, বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে চাইলাম লিলির সঙ্গে। শুনে ও বলল, 'জিনি, সত্যি খুশি হলাম। তোমার বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়ার আগ্রহকে প্রশংসা করছি।'

'কী? কী বললে? বাস্তবের সঙ্গে আমার ভাল ধারণা আছে, বুঝলে?'

কিছুক্ষণ পরে চেঁচাতে আরম্ভ করলাম আমি। আমার গলা শুনে ছুটে আসে রাইসি; দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে, আমি বিছানার ওপর একটা খাট প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছি, আর ঘুষি বাগিয়ে লিলিকে ধমকাচ্ছি, চেঁচাচ্ছি। এতে ভয় পায় ও, সাতাশে

BanglaBook.org

ডিসেম্বরে ভেগে যায় শিশুটিকে নিয়ে।

আমি টেলিফোন করলাম বশজিনিকে। ও পেশাদার গোয়েন্দা, আগেও আমাকে কয়েকবার সাহায্য করেছে। কিন্তু ও কাজ আরম্ভ করার আগেই আমাকে টেলিফোন করে রাইসি-র স্কুলের হেডমিসট্রেস। জানায়, হোস্টেলে এসেছে রাইসি, বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রেখেছে ওর রুমে।

লিলিকে বললাম, 'রওয়ানা হও।'

ও রাজি হলো না। শেষে আমাকেই যেতে হলো রাইসি-র স্কুলে। হেডমিসট্রেস বললেন, 'আপনার রাইসি অনেক কাণ্ড করেছে। ওকে আমি স্কুলে রাখতে পারব না।'

'ব্যাপার কী, বলবেন?' জানতে চাইলাম আমি। সেদিন পেটে কিছু মদ ছিল আমার। 'আসলে রাইসি খুব আবেগপ্রবণ মেয়ে। খুবই ভাবুক। কম কথা বলে। সেজন্যেই হয়তো আপনি ওকে...'

'বাচ্চাটা এল কোথা থেকে?'

'ডানবারীতে একটা গাড়ির মধ্যে পেয়েছে।'

'কিন্তু ও তো বলে বাচ্চাটা ওর।'

'আপনার কথায় অবাক না হয়ে পারছি না। তবে জেনে রাখুন, ও আপনার কিংবা আমার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ পবিত্র।'

স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে হলো রাইসিকে। বাড়িতে এসে ওকে বললাম, 'রাইসি, লক্ষ্মী মেয়ে, শোনো, বাচ্চাটাকে ফেরত দিতে হবে। তোমার এখনও বাচ্চা মানুষ করার বয়েস হয়নি। ওর মা ওকে চাচ্ছে।'

ডানবারী থেকে সরকারি লোকজন এসে নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে। সে সময় রাইসিকে দেখাচ্ছিল প্রাণহীন, বিষণ্ন। ওকে বললাম, 'তুমি তো বাচ্চাটির মা নও, তাই না?' শুনে একটা কথাও বলেনি ও, এমনকী ঠোঁটও নাড়েনি। ওকে রেখে এলাম ফ্রান্সিস-এর বোন, ওর খালার কাছে রোড আইল্যাণ্ডে প্রভিডেন্সে।

BanglaBook.org

ওখানেই থাকবে ও।

একা একা ফেরার সময় ট্রেনের মধ্যে আমার ভেতর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। একাকী পেশেন্স খেলার সময় উচ্চকণ্ঠে নিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কাতরাচ্ছিলাম, বারবার তাস পড়ে যাচ্ছিল মেঝেতে।

ডানবারী স্টেশনে আমাকে ধরাধরি করে নামালেন কন্ডাক্টর এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। স্টেশনে রেঞ্চের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে গালাগালি করতে করতে বললাম, 'এটা একটা অভিশপ্ত দেশ।'

স্টেশন মাস্টার আমার পরিচিত, মানুষও ভাল, না হলে আমাকে ধরে নিয়ে যেত পুলিশ। আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লিলিকে টেলিফোন করে ও।

এর পরের ঘটনাটা ঘটল শীতের এক সকালে। নাশতার টেবিলে ভাড়াটেদের নিয়ে আমি ঝগড়া করছিলাম লিলির সঙ্গে। যে বাড়িটা আমরা ভাড়া দিয়েছিলাম সেটা বেশ পুরনো। ঘরগুলোতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় নভেম্বর মাসে শীতে হি হি করে কাঁপছিল ভাড়াটেরা। ওরা তখন একে একে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয়।

যাওয়ার সময় ভাড়াটেরা একটা বেড়াল ফেলে যায়। ওটাকে একদম সহ্য করতে পারছিলাম না আমি নাশতার টেবিলে এই নিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে টেবিলের ওপর ঘুষি মারতে লাগলাম, একসময় উল্টে পড়ল কফির কেতলি।

ভীষণ ভয় পেয়ে লিলি বলল, 'আচ্ছা, মিস লেনক্সকে দেখেছ? এখন তো ওর ডিম আনার কথা।'

মিস লেনক্স বুড়ি, চিরকুমারী, বাতিকগ্রস্থা। থাকে রাস্তার ওপারে। সকালে এসে নাশতা তৈরি করে আমাদের। লিলির কথা শুনে রান্নাঘরে যেয়ে দেখি, মেঝের ওপর মরে পড়ে আছে বুড়ি।

BanglaBook.org

উনুনের ওপর তখনও ফুটছে ডিমগুলো, ঠকঠক করে ধাক্কা খাচ্ছে। আমি বুড়ির স্কার্টে 'বিরক্ত করবেন না' লেখা চিরকুটটা গেঁথে দিয়ে পা বাড়ালাম ওর বাড়ির দিকে।

বাড়ির আঙ্গিনায় একটা প্রাচীন ক্যাটাল্‌পা গাছ। গাছের গুঁড়ি এবং নীচের ডালগুলো হালকা নীল রঙ দিয়ে রাঙানো। ওপরের ডালগুলোতে বুড়ি ঝুলিয়েছিল কয়েকটা আয়না আর পুরনো বাতি। গ্রীষ্মকালে বুড়ি গাছে উঠত বেড়ালকে নিয়ে এবং বসে বসে খেত বিয়ার। দেখলাম, একটা বেড়াল গাছের মাথা থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ঘরে স্তূপ হয়ে ছিল বাক্স, বাচ্চাদের ঠেলাগাড়ি, ঢাউস ঢাউস প্যাকিং কেস, বোতল, বাতি, মাখনের পুরনো বাটি, ঝাড়বাতি, রশি আর ছেঁড়া কম্বলে ভরা থলে, দুধের বোতল খোলার চাবি, ঝুড়ি ভর্তি বোতাম, দরজার নব, দেয়ালে ঝুলছে ক্যালেণ্ডার, পুরনো ফটোগ্রাফ। যেখানে যা পাওয়া যেত সেগুলোকে কুড়িয়ে এনে জমা করা ছিল বুড়ির বাতিক।

আমি ভাবলাম, 'হেণ্ডারসন, মৃত্যু তোমাকে মুছে ফেলবে, একমাত্র আবর্জনা ছাড়া কিছুই থাকবে না।'

বুড়ির জন্যে কান্নাকাটি করল লিলি। জানতে চাইল, 'ওই চিরকুট লেখার অর্থ কী?'

'করোনার না আসা পর্যন্ত কেউ যেন ওকে না ছোঁয়। এটাই আইন। আমি একটু ছুঁয়েছিলাম।'

আমি পানির জগে বুরবন মদ ভর্তি করে ঢক ঢক করে গিললাম। লিলিকেও খানিকটা খেতে বললাম, ও খেল না।

ছোটবেলায় আমি যে বাড়িটাতে নাচ শিখতাম সে বাড়িটা কিনেছিল আমাদের শহরের দাফনকারী ভদ্রলোক। লাশ নিয়ে যাবার জন্যে যখন গাড়ি এল তখন লিলিকে বললাম, 'লিলি, চার্লি আফ্রিকায় যাচ্ছে। সঙ্গে যাবে ওর বউ। ভাবছি, আমিও বেরিয়ে

BanglaBook.org

পড়ব ওদের সঙ্গে।'

এবার আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করল না লিলি। বলল, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয় তোমার যাওয়াই ভাল।'

'ঠিক। আমার একটা কিছু করা দরকার।'

মিস লেনক্স গেল কবরস্থানে, আমি আইডেল ওয়াইল্ডে এসে চড়লাম প্লেনে।

পাঁচ

বয়সে চার্লি আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। ১৯১৫ সালে আমরা এক সঙ্গে নাচ শিখতাম। আমাদের মেজাজটা একই রকমের। তবে ওর টাকা-পয়সার পাল্লাটা আমার চেয়েও ভারী।

চার্লির সাথে আমি আফ্রিকায় পা বাড়াই। মনে আশা ছিল, ওখানে গেলে আমার যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাব। চার্লি ওর বউকে নিয়ে আফ্রিকা যাচ্ছিল ওখানের অধিবাসী আর জন্তু-জানোয়ারের ছবি তোলার জন্যে। যুদ্ধের সময় চার্লি ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করত।

গত বছর কয়েকটা শুয়োরের ছবি তুলে দেয়ার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে আমার খামারে আসতে বলেছিলাম চার্লিকে। ছবি তুলে খামার থেকে বেরিয়ে এসে চার্লি জানাল, বিয়ে করতে যাচ্ছে ও।

দুজনে স্টুডিয়োতে গেলাম এই শুভ সংবাদ উপলক্ষে মদ গিলতে। চার্লি আমাকে ওর বিয়ের বেস্টম্যান হতে অনুরোধ করল। মদ খেয়ে আমরা যখন মাতাল, সে সময় ও আমাকে ওর

BanglaBook.org

সঙ্গে আফ্রিকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। বলে, ওরা ওখানে মধুচন্দ্রিমায় যাচ্ছে।

আমি ওদের বিয়েতে গেছি, বেস্টম্যানও হয়েছি, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কনেকে চুমু দিতে একদম ভুলে গিয়েছিলাম; তখন থেকে ওর বউ আমার শত্রু হয়ে আছে।

আমরা উড়ে এলাম আইডেল ওয়াইল্ড থেকে কায়রোয়। বাসে উঠে দেখতে গেলাম স্ফিংস এবং পিরামিড। তারপর বিমানে চড়ে ঢুকলাম আফ্রিকার অভ্যন্তরে।

আকাশ থেকে আফ্রিকাকে মনে হচ্ছিল মানবজাতির আদি লীলাভূমি। আর নিজেকে মনে হলো হাওয়ায় ভাসমান বীজ। আঁকা-বাঁকা নদীর পানিতে ঠিকরাচ্ছিল সূর্য, যেন চিকচিক করছে তরল ধাতু। অরণ্যগুলোকে চেনার কোন উপায় নেই, মনে হচ্ছিল ওদের উচ্চতা এক ইঞ্চিরও কম হবে।

একটা হ্রদের ধারে তাঁবু গাড়লাম আমরা। সঙ্গে কয়েকজন নিগ্রো অনুচর, ট্রাক আর কিছু মালপত্তর। ওটার পানি খুব সুন্দর। পানিতে মজে আছে জলজ গাছ, শেকড় বালুর ওপর কাঁকড়া। কোথাও কোথাও ঝিম মেরে আছে কুমির। ওরা মুখ হাঁ করতেই কিছু পাখি ওদের খোলা মুখের ভেতর ঢুকে ঠোকরাচ্ছিল ঠোঁট। গাছের মাথায় পালকের মত ফুল ধরেছে। তবে এখানকার মানুষ ভীষণ বিষণ্ন।

তিন সপ্তাহ ধরে চার্লিকে ছবি তোলায় সাহায্য করলাম আমি। নিজেকে ছবি তোলার খুঁটিনাটি ব্যাপারে ডুবিয়ে রাখতে চাইলাম, কিন্তু এত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পারলাম না, আবার ফিরে এল আমার অতৃপ্তি বোধ। এক বিকেল বেলায় নিজের ভেতর শুনতে পেলাম সেই কণ্ঠস্বর বলছে, 'আমি চাই, আমি চাই।'

একদিন চার্লিকে বললাম, 'তুমি কিছু মনে করো না, আমার

BanglaBook.org

মনে হয় আফ্রিকায় তিনজন একসঙ্গে খুব একটা জমছে না।'

'তাই নাকি? কেন?'

'দেখো, তোমার মধুচন্দ্রিমা উপলক্ষে এখানে এসেছি, সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা আমার মনের ভেতর সবসময় আফ্রিকা দেখার বাসনা ছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এখানে আমি ছবি তোলার জন্যে আসিনি। আমার মন অন্যকিছু চাইছে। তুমি আমার কাছে তোমার একটা জীপ বিক্রি করো, আমি কেটে পড়ি।'

'কিন্তু যাবে কোথায়?'

'জানি না। শুধু জানি, যেখানে আছি সেটা আমার জায়গা নয়।'

'জিনি, ঠিক আছে। যেতে চাইলে যাও। তোমাকে বাধা দেব না।'

কেটে পড়লাম। সঙ্গে চার্লির দুজন নিগ্রো অনুচর, আর ওর কাছ থেকে কেনা একটা জীপ। কয়েকদিন চলার পর আরও একজনকে বিদায় দিলাম, সাথে যে থাকল ওর নাম রোমিলেউ। ওর সঙ্গে অনেক আলাপ হলো, শেষে আমার মনের কথা বুঝতে পারল ও।

রোমিলেউ বলল, 'আপনি যদি একেবারে নতুন ধরনের কিছু দেখতে চান, তা হলে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব।'

'এই তো বুঝে ফেলেছ আমি কী চাই। আমি কি এদেশে এসেছি এক ছুকরির চুমু খাওয়া-খাওয়ির ঝগড়া মেটাতে?'

'আমি আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব।'

'গুড। যত দূর হয় ততই ভাল। তা হলে আর বসে থাকা কেন, চলো রওয়ানা দিই।'

BanglaBook.org

আমার মালপত্র আরও কিছু কমিয়ে ফেললাম। বুঝতে পেরেছি জীপটার প্রতি রোমিলেউ-এর লোভ আছে। ওকে বললাম, 'তুমি যদি সত্যি সত্যি আমাকে বহুদূরে নিয়ে যেতে পার, তা হলে জীপটা তোমাকে দান করব।' ও বলল, 'যে জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সেটা আসলেই অনেক দূরে এবং দুর্গম, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।' ওকে বললাম, 'তা হলে তো ভালই হলো। এসো হাঁটতে শুরু করি। জীপটাকে এখানে রেখে যাই, ফেরার পথে তুমি নিয়ে নিও।'

আমরা পৌঁছলাম তালুসি শহরে। এক ঘাসে-ছাওয়া কুঁড়েঘরে জীপটাকে রেখে বেরিয়ে পড়লাম। প্লেনে করে গেলাম বাভেনতাই। প্লেনটা ছিল অত্যন্ত পুরনো। মনে হচ্ছিল পাখা দুটো এখনই খসে পড়বে। পাইলট একজন আরব। ও প্লেন চালাচ্ছিল খালি পায়ে।

আমরা নামলাম পর্বতের কোলে, এক মাঠে। মাঠের কাদা তখন শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। এগিয়ে এল লম্বা লম্বা নিগ্রো রাখাল। ওদের কোঁকড়ানো চুলগুলো তৈলাক্ত। আর ঠোঁট ভীষণ পুরু।

রোমিলেউকে প্রশ্ন করলাম, যে জায়গায় তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ, এটা কী সেই জায়গা?'

'না, সাহেব, না।'

এরপর একটানা সাতদিন হাঁটলাম। এখন যে কোথায় আছি সে সম্পর্কে এতটুকুও ভৌগোলিক ধারণা নেই আমার। অবশ্য আমার জানার কোন দরকারও নেই। আমার ইচ্ছেই ছিল সবকিছু পেছনে ফেলে আসা। আমার গভীর আস্থা এখন এই বুড়ো রোমিলেউ-এর ওপর। সমস্যা একটা, ওর ইংরেজির জ্ঞান খুবই সীমিত। ওর কথা থেকে শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছি, ও আমাকে

BanglaBook.org

আরনেউই নামে এক গোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

ওকে প্রশ্ন করেছি, 'তুমি ওদের চেনো?'

'বহুদিন আগে, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন একবার এখানে এসেছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার বাবা অথবা চাচা,' এভাবেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে রোমিলেউ। অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি, সঙ্গে ওর কে ছিল, বাবা, না চাচা।

হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এলাম, তার চারদিকে পর্বত। জায়গাটিকে মনে হচ্ছিল একটা বিশাল মেঝে। উত্তপ্ত, পরিচ্ছন্ন, শুকনো। জনমানুষের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। আশপাশে গাছপালাও তেমন নেই। পাহাড়গুলো নগ্ন, বৃক্ষহীন, দেখতে অনেকটা সাপের মত। মেঘ জন্ম নিচ্ছিল ওদের কোল থেকে। পাথরের গা থেকে উড়ছিল বাষ্প।

আমরা শুয়ে পড়লে বাতাস এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের মুখ। ওপরে শান্ত নক্ষত্রপুঞ্জ। রাতের পাখি উড়ে যায় তাদের বিশাল দেহ নিয়ে। মাটিতে কান পাতলে শুনতে পাই ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনি। মনে হয় একটা ঢোলের চামড়ার ওপর কান পেতে আছি। হয়তো কোথাও ছুটে চলেছে বুনো গাধা, আর নয়তো দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেব্রা।

এভাবেই পথ দেখিয়ে চলল রোমিলেউ, আর আমি ভুলে গেলাম দিন তারিখ।

সেবার বর্ষায় নিশ্চয় এখানে বৃষ্টিপাত তেমন হয়নি। নদীগুলোতে পানি নেই। ঝোপঝাড়গুলো শুকিয়ে তেতে আছে, দেশলাই ঠুকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। রাতে, আমি আগুন জ্বালাতাম লাইটার দিয়ে। আমার এই লাইটারটা অস্ট্রিয়ার, পলতে বেশ লম্বা। দাম চোদ্দ সেণ্ট।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা মালভূমিতে পৌঁছলাম। রোমিলেউ বলল, এটার নাম হিন্‌চাগারা। বেশ উত্তপ্ত, আর

BanglaBook.org

মাঝখানটা ঢালু। আশপাশে গাছের তলায় রোদের হল্কা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, রঙ জলপাইয়ের মত। গাছগুলো ছোট ছোট, এলো বা জুনিপার গাছের মত।

একদিন সকালে আমরা পৌঁছলাম এক নদীর ধারে। নদীটা বেশ চওড়া, শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে। এরই নাম আরনেউই।

আমরা ভাটির দিকে পা বাড়ালাম। দূর থেকে চোখে পড়ল আরনেউই গ্রাম। কুঁড়েঘরগুলোর ছাদ গোল। মনে হবে ফানেল উপুড় করে বসানো হয়েছে। দেখতে পালকের মত, তবে ভারী। সেই ছাদ দিয়ে উড়ছে ধোঁয়া, উজ্জ্বল, শান্ত।

আরনেউই গোষ্ঠীর মানুষ গো-পালন করে। কয়েকটা হাড়-জিরজিরে গরু আমাদেরকে দেখে চমকে উঠে মাথা নিচু করে ছুটতে লাগল। একদল উলঙ্গ কিশোর-কিশোরী আমাদেরকে ঘিরে চেঁচিয়ে উঠল। ওদের চিৎকারে চাপা পড়ল গরুগুলোর হাম্বা হাম্বা, আর গাছের বিবর্ণ পাতার ভেতর ডানা ঝাপটে উঠল এক ঝাঁক পাখি।

পাখিগুলোকে দেখার আগে, ওদের ডানার ঝাপ্টানিকে ঢিল ছোঁড়ার শব্দ বলে ভুল করলাম। ভেবেছি, ওই পিচ্চি ছেলে-মেয়েগুলো আমাদেরকে আক্রমণ করেছে। আমি হেসে উঠে তাই বকাবকি করছিলাম ওদের। কিন্তু তারপরেই দেখি, পাখা ঝটপট করে আকাশে উড়ছে পাখি।

রোমিলেউ জানাল, আরনেউই গোষ্ঠীর মানুষ গরু-বাছুরকে শুধু গৃহপালিত জন্তু মনে করে না, মনে করে ওদের আত্মীয়। গরুর মাংস ওরা খায় না। এখানে এক একটা গরুকে দেখাশোনার জন্যে দুই তিনজন বাচ্চাকে কাজে লাগানো হয়। হঠাৎ কোন গরুর মেজাজ খারাপ হলে বাচ্চারা তার পিছনে ছুটে ছুটে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বয়স্করা গরুকে আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

BanglaBook.org

আমরা শুকনো নদী ধরে পৌঁছলাম শহরের দেয়ালের কাছে। দেয়ালটা গোবর, কাদা আর কাঁটাগাছ দিয়ে তৈরি। দেখলাম, কিছু বাচ্চা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাকি বাচ্চাগুলো আমাদের খবর রটিয়ে দিতে চলে গেছে শহরে।

রোমিলেউকে বললাম, ছেলেগুলো খুব সুন্দর, তাই না? দেখো, ওদের গোল মাথার ওপর কী চমৎকার পাকানো কোঁকড়া চুল। কারও কারও তো দুধের দাঁত এখনও পড়েনি।' ওরা তখন চেঁচাচ্ছিল আর ভীষণ লাফাচ্ছিল। আমি বললাম, 'রোমিলেউ, ওদের কিছু দিতে পারলে খুব ভাল হত, কিন্তু কিছুই তো সঙ্গে আনিনি। আচ্ছা লাইটার জ্বেলে ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়? ওরা হয়তো পছন্দ করবে।'

আমি বের করলাম অস্ট্রিয়ান লাইটার, বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘোরালাম ছোট্ট চাকা, এক পলকে দাউ দাউ জ্বলে উঠল একটা ঝোপ। শব্দ হলো পট্‌পট্‌, ফুঁসল আগুন, দেখতে না দেখতে ছাই হয়ে মুখ থুবড়ে বালুর ওপর পড়ল ঝোপটা।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি লাইটার হাতে। সাদা সরু গোঁফের মত লাইটারের পলতেটা আমার মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। বাচ্চাগুলো বোবা হয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আমিও ওদের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল ওরা, আর দৌড়াতে লাগল গরুগুলো।

রোমিলেউকে বললাম, 'কী হলো বলো তো? এ তো আমি ওদের ভাল লাগার জন্যেই করেছি।' কিন্তু আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করার আগেই আমাদের দিকে এগিয়ে এল একদল উলঙ্গ মানুষ। ওদের সামনে একজন তরুণী। আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

ব্যাপারটা ভীষণ কষ্ট দিল আমাকে। ভাবলাম, আমি কি

BanglaBook.org

অপরাধ করেছি? স্পষ্ট টের পাচ্ছি, আমার নাক ফুলে উঠে লাল হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটির সঙ্গে অন্যান্যরাও কাঁদছিল। 'ব্যাপার কী, রোমিলেউ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'কী লজ্জা,' গম্ভীরমুখে শব্দগুলো উচ্চারণ করল ও।

সুঠামদেহী তরুণী তখনও কেঁদে চলেছে। ওর বাহু দুটো লতার মত ঝুলছে দুপাশে। শরীর নগ্ন। প্রশস্ত চিবুক বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে স্তনের ওপর।

'কী বললে! লজ্জা? রোমিলেউ, ব্যাপার আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।'

'না, সাহেব, না। আপনি কোনও অপরাধ করেননি।'

'ঝোপটা পোড়ানো ঠিক হয়নি, না?'

'না, সাহেব! সেজন্যে ওরা কাঁদছে না।'

'তা হলে মেয়েটির কোন বিপদ? হয়তো ওর বাড়ির সবাইকে সিংহ মেরে ফেলেছে। ওকে বলো, আমি সাহায্য করতে এসেছি। জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপার হলে ভয় নেই, আমার সঙ্গে বন্দুক আছে।'

আমার দুরবীন লাগানো এইচ অ্যাণ্ড এইচ ম্যাগনাম বন্দুকটা তুলে ওদের দেখালাম আমি। কীভাবে ওটা চালাতে হয় সেটাও দেখালাম।

তবু কেঁদেই চলল সবাই। শুধু বাচ্চারা খুব মজা পেল আমার কাণ্ডে। বললাম, 'রোমিলেউ, কোন লাভ হলো না। হয়তো আমরা এসেছি বলে ওরা অমন করেছে।'

'ওরা ওদের মরা গরুর জন্যে কাঁদছে,' উত্তর দিল রোমিলেউ।

এরপর রোমিলেউ খুব সহজ ভাষায় সবকিছু বুঝিয়ে দিল আমাকে। বলল, এবারের প্রচণ্ড খরায় যে সব গরু মরেছে, ওরা সেগুলোর জন্যে শোক প্রকাশ করছে; ওরা বিশ্বাস করে, ওই খরা

BanglaBook.org

ওদের দোষেই হয়েছে; হয়তো কোন দেবতা ক্ষুব্ধ হয়েছেন; আর আমরা যেহেতু আগন্তুক, তাই ওরা মনে করে ওদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সব অপরাধ স্বীকার করা, এবং আমরা এই দৈব বিপদ সম্পর্কে কিছু জানি কিনা তা খুঁজে দেখা।

বললাম, 'আমি কেমন করে জানব খরা কেন হয়েছে? বৃষ্টি হয়নি তাই খরা হয়েছে। তবে আমি ওদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।' তারপর চেঁচিয়ে ওদের শোনালাম, 'ঠিক আছে, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমরা এখন চুপ করো।' এতে কিছুটা কাজ হলো। রোমিলেউকে বললাম, 'ওদের জিজ্ঞেস করো তো ওরা আমাকে কী করতে বলে? আমি ওদের জন্যে কিছু করতে চাই।'

'সাহেব, আপনি কী করবেন?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করো।'

ওদের প্রশ্ন করতে শুরু করল রোমিলেউ। ওদিকে গভীর গলায় ডাকতে লাগল গরুগুলো। আস্তে আস্তে থেমে গেল জনতার কান্না। এই প্রথম আমি দেখলাম, এখানকার মানুষের গায়ের রঙ একেবারে অন্যরকম। কালো তো বটেই, তবে সে কালো আরও গাঢ় এবং পোড়ানো। হাতের তেলোর রঙ ধোয়া গ্রানাইট পাথরের মত।

রোমিলেউ আমাকে ভিড়ের মধ্যে ফেলে একপাশে সরে গেল একজনের সঙ্গে কথা বলতে। এ সময় আমি আমার শরীরের খুঁতগুলো সম্পর্কে ভাবতে আরম্ভ করলাম। মনে হলো নাকটা ঘোড়ার নাকের মত, আর চোখ দুটো যেন সুড়ঙ্গ।

রোমিলেউ যার সঙ্গে কথা বলছিল সে এল আমার কাছে। কথা বলল ইংরেজি ভাষায়, শুনে তো আমি অবাক। ওর চেহারা দেখে মনে হলে মাতবর গোছের কেউ হবে।

ওর শরীরটা বিশাল, পেশিবহুল। লম্বায় আমার চেয়ে দু'ইঞ্চি বড়। আমার মত থলথলে নয়। অন্যান্যদের মত ও উলঙ্গও নয়। এক টুকরো সাদা কাপড় দিয়ে উরু ঢাকা। কোমরে সবুজ রেশমি

BanglaBook.org

স্কার্ফ। গায়ে ঢিলেঢালা জামা।

আমার সামনে দাঁড়াল গম্ভীর মুখ নিয়ে। ভাবলাম, হয়তো ঝামেলা পাকাতে চাচ্ছে। আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল ও। আস্তে আস্তে মুখের গাম্ভীর্য একটু হালকা হলো ওর। এরপর ফাঁক করল পাণ্ডুর ঠোঁট দুটোকে। বলল, 'আমার নাম ইটেলো। স্বাগতম। সব ভাল তো?'

'কী, কী বললে?' আমি কান খাড়া করে প্রশ্ন করলাম।

'ইটেলো।' ঝুঁকে অভিবাদন জানাল ও।

দ্রুত আমিও ঝুঁকলাম, জানালাম অভিবাদন। ডান কানে আমি কম শুনি, সেজন্যে অভ্যেস হয়ে গেছে শরীরের বাঁ দিকটাকে ফিরিয়ে রাখা, আর পাশ ফিরে কথা শোনার এবং কথা ভাল করে শোনার জন্যে কোন কিছুর ওপর চোখ স্থির করে রাখি। এখনও তাই করলাম।

ভীষণ ঘামছি আমি। রীতিমত বোকা হয়ে গেছি ব্যাপার দেখে। আমি তো নিশ্চিত ছিলাম সভ্য পৃথিবীকে পিছনে ফেলে এসেছি। ভেবেছি, সত্যি সত্যি একটা নতুন জায়গায় পৌঁছেছি। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। ওই তো আমার সামনে অন্তত একজন আছে যে ইংরেজি জানে, অর্থাৎ বাইরের সংস্পর্শে এসেছিল ও। আমার সমস্ত রাগ পড়ল রোমিলেউ-এর ওপর, যেন সমস্ত দোষ ওর।

আমার একটা হাত ওর বুকে চেপে ধরে লোকটা বলল, 'ইটেলো।'

আমিও ওকে অনুসরণ করে বললাম, 'আমার নাম হেণ্ডারসন। সব ভাল তো? বলো, এখানকার ব্যাপারটা কী? সবাই কাঁদছে কেন? আমি না হয় এখান থেকে চলে যাই।'

'না, আপনি আমাদের অতিথি হোন। হয়তো ভেবেছেন, আপনিই প্রথম এখানে এলেন! না, দুঃখিত, আমরা আগেই

BanglaBook.org

আবিষ্কৃত হয়েছি।'

'আমি মনে করি সারা পৃথিবী এখন আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। আমি আবিষ্কারক নই। সে রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আমি এখানে আসিনি। কিন্তু বুঝতে পারছি, তুমি বাইরের পৃথিবীতে গেছ। নাকি এখানে সবাই ইংরেজি জানে?' অনুভব করলাম, ওর গম্ভীর মুখটা আসলে একটা মুখোশ, ভেতরে একজন চমৎকার মানুষ ও, এবং অত্যন্ত অভিজাত। ওর শরীর পিছনের দিকে একটু বাঁকানো, এতেই বোঝা যাচ্ছে ওর হাঁটু এবং পায়ের শক্তি অসীম।

'না, সাহেব। ইংরেজি শুধু আমিই জানি,' উত্তর দিল ও। 'আমি পড়েছি মালিন্দি স্কুলে। তারপর বৈরুত স্কুলে। বহু দেশ ঘুরেছি। ইংরেজি লিখতে পারি না, শুধু বলতে পারি। ওয়ারিরিদের রাজা দাহ্‌ফু ছাড়া চারপাশে আর কেউ ইংরেজি জানে না।'

'তুমি নিজেও কি রাজবংশের কেউ?'

'রানী আমার চাচী। নাম, উইলাটেল। আমার আর এক চাচীর নাম মতাল্‌বা। সে আপনাকে থাকতে দেবে।'

'এটা তোমাদের অনুগ্রহ। তুমি তা হলে রাজকুমার?'

'হ্যাঁ।'

ও জানাল, গত তিরিশ বছরে কোনও সাদা চামড়া এখানে আসেনি।

'দেখুন, রাজকুমার, তা হলে তো আপনারা ভালই আছেন। আমি ইওরোপের অনেক প্রাচীন এলাকায় ঘুরেছি, কিন্তু আপনাদের গ্রামের অর্ধেক প্রাচীনত্বও ওদের নেই। কিন্তু আমি আপনাদের কথা ঢাক-ঢোল পেটানোর জন্যে কিংবা এখানকার ছবি তোলার জন্যে এখানে আসিনি।'

ও আমাকে ধন্যবাদ জানাল। 'মিস্টার হেণ্ডারসন, অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রামে আসুন,' বলল ইটেলো।

আবহাওয়া ছিল মনোরম, শুকনো শুকনো, ঝরঝরে। ঝলমল

BanglaBook.org

করছিল চারদিক। ধুলোও কেমন সুগন্ধে ভরা, মেজাজ হালকা রাখে।

আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল একদল উলঙ্গ রমণী। ওরা সবাই ইটেলো-র বৌ। ওদের হাতের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল গোলাপি পাথরের রঙ। ওই রঙের জন্যেই ওদের হাত আর আঙুলগুলো বড় বড় দেখাচ্ছে।

দেখলাম, কিছু তরুণী দুজন দুজন করে একটা দড়ি নিয়ে খেলছে। মাঝে মাঝে দর্শকরা চিৎকার করছে 'ওহো' বলে। দাঁড়িয়ে থাকা রমণীরা দুই কব্জি একসঙ্গে করে হাত নাড়ছে। এটাই ওদের প্রশংসা জানানোর রীতি। ছেলেরা মুখের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে শিস।

ইটেলো বলল, 'চলুন, রানী উইলাটেল-এর কাছে যাই। হয়তো ওখানেই কিংবা পরে দেখা হবে আমার ছোট চাচী মতাল্‌বা-র সঙ্গে।' এ-সময় দুজন রমণী এল আমাদের কাছে দুটো ছাতা নিয়ে। ছাতাগুলো প্রায় আট ফুট লম্বা, দেখতে স্কোয়াশ ফুলের মত।

মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। দরদর করে ঘাম ঝরছিল আমার। ছাতার ছায়ায় মিছিল করে এগিয়ে চললাম আমরা। নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইটেলো।

একটা খোঁয়াড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, একজন লোক একটা বেশ বড় কাঠের চিরুনি হাতে নিয়ে একটা গরুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্য গরুর মত এটারও ককুদ বেশ বড়। দুই শিংয়ের মাঝখানে ঘন ঝুঁটি। লোকটা ঝুঁটিটাকে আঁচড়ে দিচ্ছিল, আর আদর করছিল গরুটাকে। গরুটাকে সুস্থ মনে হলো না। আর লোকটাও কেমন ডুবে আছে বিষণ্নতায়।

চলার পথে এর চেয়েও করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। দেখলাম, পঞ্চাশ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে।

BanglaBook.org

কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর, মুঠোয় করে ধুলো নিয়ে মাখছে মাথায়। ব্যাপার আর কিছু নয়, ওর গরুটা মারা যাচ্ছে। বৃদ্ধ শিং দুটো ধরে গরুটার কাছে মিনতি করছে সে যেন ওকে ছেড়ে না যায়। কিন্তু তখন প্রায় পরপারে চলে গেছে গরুটা।

ইটেলোকে বললাম, 'রাজকুমার, এর কোনও চিকিৎসা নেই?'

জামার নীচে দুলে উঠল ওর বুক। বলল, 'আমি জানি না।'

এ সময় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার দৃষ্টিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা মস্ত বড় পুকুর। প্রথমে ভাবলাম কোনও ধাতব পাত রোদে চকচক করছে। কিন্তু না, রোদে সত্যি সত্যি ঝিকমিক করছিল পানি।

ইটেলোকে বললাম, 'ব্যাপার কী বলো তো? একদিকে দেখতে পাচ্ছি পানি, আর ওদিকে পিপাসায় ছটফট করে মরছে গরু। পানি কি দূষিত? তা হলে তো বিশুদ্ধ করে নেয়া যায়।'

আমার কথায় ওর কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'দেখো, আমি তোমাদের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু চারপাশে যা হচ্ছে তা দেখে আমার পক্ষে চুপ করে থাকাও অসম্ভব। আমাকে ওই পানির কাছে নিয়ে চলো।'

'বেশ, চলুন।' ওর অনীহা বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

আমি আর ইটেলো ওর স্ত্রীবাহিনি এবং গ্রামবাসীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম পানির কাছে। হাতে তুলে পরীক্ষাও করলাম। শেওলা আর চটচটে কাদা ছাড়া খারাপ কিছু চোখে পড়ল না। পানি ওখানে আছেও প্রচুর। চারদিকে সবুজ পাথরের দেয়াল, তার মাঝখানে পানি। কখনও ওটাকে মনে হচ্ছে চৌবাচ্চা, কখনো বাঁধ। ভাবলাম, নিশ্চয় এর নীচে ঝরনা আছে। কিন্তু পরে শুনলাম পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে একটা ঝরনা পথ।

BanglaBook.org

ওই পথেই পানি এসে জমা হয় এখানে। পানি যাতে রোদে শুকিয়ে না যায় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গোটা চৌবাচ্চা জুড়ে দেখা যাচ্ছে ছনের ছাদ।

দীর্ঘ ভ্রমণের পর, আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কাপড়চোপড় খুলে ওই চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিতে। ওকে বললাম, 'রাজকুমার, এখন বলো, তোমরা এই পানি ব্যবহার করছ না কেন?' কিন্তু কোনও জবাব দিল না ও।

চৌবাচ্চার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি আর ইটেলো, অন্যান্যরা ছিল প্রায় চল্লিশ হাত দূরে। উসখুস করছিল ওরা, মনে হলো গোলমাল বাধাতে চাচ্ছে। ওকে বললাম, 'তোমার লোকজন অমন করছে কেন? পানিতে হয়েছে কী?' কথাগুলো বলে পানিতে তাকাতেই দেখি, পানির নীচটা ভীষণ আন্দোলিত হচ্ছে।

প্রথমে দেখলাম একঝাঁক ব্যাঙাচি, কোনটার লেজ লম্বা, কোনটার ঠ্যাং কেবল গজিয়েছে, তারপর দেখি বিরাট বিরাট নানারকমের ব্যাঙ সাঁতার কাটছে। কারও ঠ্যাং সাদা, কারও সামনের ঠ্যাং খাট।

ইটেলোকে প্রশ্ন করলাম, 'তা হলে এই ব্যাঙের জন্যেই গরুকে ওই পানি খেতে দিচ্ছ না?'

বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল ও। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখানে ওরা এল কোত্থেকে?'

ও জানাল, এ ধরনের জীব আগে কখনও এখানে দেখা যায়নি। মাসখানেক আগে থেকে ওদেরকে চৌবাচ্চায় দেখা যাচ্ছে। আর এটাকেই ওরা ওদের অভিশাপ বলে মনে করছে।

'একে অভিশাপ বলছ? স্কুলে তুমি ব্যাঙের ছবি দেখোনি? এরা খুব নিরীহ প্রাণী।'

'তা হতে পারে।'

'তা হলে তো বুঝতেই পারছ, পানিতে কয়েকটা ব্যাঙ আছে

BanglaBook.org

বলে সে পানি গরুকে খাওয়ানো যাবে না, সেটার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই।'

'এ ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই। এখানে সবাই বিশ্বাস করে, খাবার পানিতে প্রাণী থাকা চলবে না।'

'তা হলে ওগুলোকে তুলে ফেল।'

'না। খাবার পানিতে যে প্রাণী থাকে তাকে ছোঁয়া যায় না।'

'বাজে কথা থামাও। ওগুলোকে আমরা ছেঁকে তুলতে পারি। বিষ ঢেলেও মেরে ফেলা যায়।'

ইটেলো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ওর ঠোঁট, বন্ধ করল চোখ, মুখ দিয়ে শব্দ করল গরগর। এরপর নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল ও।

বললাম, 'রাজকুমার, আমাদের মধ্যে কথা হওয়া দরকার। এভাবে চললে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যাবে এখানকার সমস্ত গরু। বৃষ্টিও আর হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এদিকে তোমাদের দরকার পানি। আর ওই চৌবাচ্চায় জমা আছে সেই পানি।'

ও বলল, 'সাহেব, সবাই খুব ভয় পেয়েছে। কেউ ওই প্রাণী আগে কখনও দেখেনি।'

আমার চোখে চৌবাচ্চার টলটলে পানি হঠাৎ একটা অন্ধকার হ্রদের মত কালো হয়ে উঠল। সত্যি, ওখানে ছিল অসংখ্য ব্যাঙ। ওরা ভাসছিল, লাফাচ্ছিল, ডিগবাজি দিচ্ছিল, যেন ওই পানি ওদের সম্পত্তি, ভেজা শরীর নিয়ে দেয়ালের ওপর উঠে মোটা গলায় ডাকছিল ঘ্যাঙর ঘ্যাং, পিটপিট করছিল ওদের লাল, সবুজ, সাদা চোখগুলো।

BanglaBook.org

ছয়

আরনেউই গোষ্ঠীর মানুষ গরুর মাংস খায় না, শুধু গরুর দুধ পান করেই বেঁচে থাকে। গরুর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কখনও কখনও আচার-অনুষ্ঠান করে তার মাংস খায়। কিন্তু তখনও গরুর মাংস খাওয়াকে ওরা মনে করে মানুষের মাংস খাওয়া। সে সময় ওদের চোখে দেখা যায় পানি। আর এখন, ওদের সেই প্রিয় জন্তুগুলোই প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। তাই ওদের এই বিষণ্ন অবস্থা দেখে আমার অবাক হওয়ার কিছু নেই।

রোদে, চৌবাচ্চার পানিকে কখনও মনে হচ্ছিল সবুজ, কখনও হলুদ, কখনও কালো। তার ওপর ঘুরছিল মাছি। ইটেলোকে বললাম, 'আচ্ছা, তোমরা নাহয় ওদেরকে মারতে চাও না, কিন্তু বাইরের কেউ, যেমন আমি, যদি ওগুলোকে ধ্বংস করি, তাতে আপত্তি আছে?'

ওর মুখ দেখে মনে হলো, এক অলিখিত নিয়মের সামনে বড় অসহায় ও, কিছুতেই আমাকে সমর্থন করতে পারছে না, কিন্তু মনে মনে চাইছে আমি ওদের ওই ব্যাঙের হাত থেকে মুক্তি দিই। আমার কথার উত্তর না দিয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও উচ্চারণ করছিল, 'হায় দুঃসময়!'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে জোরে শ্বাস টেনে ওকে বললাম, 'ঠিক আছে, ইটেলো, ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম আমার নির্দিষ্ট কুঁড়েঘরটির দিকে।

BanglaBook.org

রানীর সঙ্গে দেখা করার আগে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দরকার। যেতে যেতে ওকে বক্তৃতা দিলাম। 'তোমরা কাদেরকে বাঁচাতে চাও? নিজেদেরকে, না গরুগুলোকে, নাকি শুধু আচার-অনুষ্ঠানকে?' আমি বলি, 'নিজেদেরকে বাঁচাও। ব্যাঙের হাতে নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলো না।'

আমার ঘরটা ওদের ঘরের মতই মাটির তৈরি, গোল, ফানেলের মত ছাদ। তিন ফুট পরপর কড়িকাঠ, তার ওপর শুকনো তালপাতা বিছানো। আমি বসে পড়লাম। ইটেলোও বসল আমার মুখোমুখি। মালপত্র খুলতে আরম্ভ করল রোমিলেউ। ছাদের পাতা থেকে শব্দ আসছে। হয়তো পোকামাকড়, পাখি, ইঁদুর নড়ছে, ডাকছে। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগছে। সঙ্গে কয়েক টিন বুরবন মদ এনেছিলাম। কিন্তু একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না গেলার। শুধু ভাবছি এদের সমস্যার কথা, কীভাবে মেরে ফেলা যায় চৌবাচ্চার ব্যাঙগুলোকে। এ সময় মনে হলো ইটেলো আমাকে কী যেন বলতে চাচ্ছে।

ইটেলো বলল, মালিন্দি স্কুলে পড়েছে ও। শহরটা সুন্দর, পূর্ব আরব উপকূলের একটা প্রাচীন বন্দর, দাস ব্যবসার জন্যে কুখ্যাত। ও আর ওর বন্ধু দাহ্ফু, এখন ওয়ারিরি-র রাজা, দুজনে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ থেকে. এরপর লোহিত সাগর পার হয় একটা ভাঙা জাহাজে, তারপর অংশ নেয় রেললাইন বসানোর কাজে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মদীনা পর্যন্ত ওই লাইনটা বসাচ্ছিল তুর্কীরা। ওরা দুই বন্ধু পড়াশোনা করেছে সিরিয়ার এক মিশন স্কুলে। পরে দুজনেই ফিরে আসে নিজেদের জন্মভূমিতে।'

হাসছিল রাজকুমার ইটেলো। দেখলাম, ওর শরীর শক্ত হয়ে উঠছে। হাঁটু ছড়ানো, মাটিতে ভর দিয়ে রেখেছে বুড়ো আঙুল। টের পেলাম, এখনই কিছু একটা ঘটবে।

বললাম, 'ইটেলো, ব্যাপার কী?'

BanglaBook.org

'নতুন অতিথি এলে আমরা তার সঙ্গে কুস্তি করে ঘনিষ্ঠ হই।'

'সত্যি, তোমাদের নিয়মগুলো অদ্ভুত! কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা তো করতে পারো। দেখছ না আমার গায়ে এখন এক বিন্দু শক্তিও নেই।'

'না, তা হয় না।'

'বুঝলাম। মনে হয় তুমিই এখানকার চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর।'

বাইরে হৈ চৈ করছিল বাচ্চারা। ওদের ফুর্তি দেখে কে। ওরা জানে একটু পরেই আরম্ভ হবে কুস্তি। ওকে বললাম, 'দেখো, লড়াই না করেই আমি হার মানতে রাজি আছি। বুঝতেই পারছ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আর তোমার শরীর তো লোহা।'

আমার কথা শুনলই না ও, আমার ঘাড়ে হাত রেখে চেষ্টা করল আমাকে মাটিতে ফেলে দিতে। আমি তো অবাক। বললাম, 'থাক, এরকম করো না। মনে রেখো, শক্তি তোমার চেয়ে কম হলেও আমার ওজন তোমার চেয়ে বেশি।'

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে রোমিলেউ। ওর দিকে তাকালাম, কিন্তু ওর ভাবসাব কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিৎ, সেটাও বুঝতে পারছি না।

এদিকে আমার মাথা থেকে খুলে পড়ল হেলমেট। ওটার ভেতর টেপ দিয়ে আটকানো আছে পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, কাগজপত্র। বের হলো দীর্ঘ দিনের না কাটা আমার মাথার চুল। আমাকে শুইয়ে ফেলল ইটেলো। ওর শক্তি অসীম। চেপে ধরল আমাকে। এরপর চড়ে বসল আমার ওপর।

আমার হাত দুটোকে শক্ত করে রাখলাম আমি। আমাকে টানা-হেঁচড়া করার পুরো স্বাধীনতা দিলাম ওকে। আমাকে উপুড় করে ফেলল ও। আমার মুখ ঢুকে গেল ধুলোর ভেতর। ওদিকে প্রতি টানেই মাটিতে হেঁচড়াচ্ছে পা।

BanglaBook.org

ও বলল, 'কী ব্যাপার, সাহেব। আপনাকে তো লড়তেই হবে।'

'রাজকুমার, আমি সত্যিই লড়ছি,' উত্তর দিলাম আমি।

ও আমার কথা বিশ্বাস করল না। ওর শ্যামলা রঙের বিশাল একটা পা আমার শরীরের নীচে ঢুকিয়ে আমার গলা ঠেসে ধরল। মুখটা আমার মুখের কাছে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী হলো হেণ্ডারসন, চুপচাপ কেন? লাগাও কুস্তি।'

'দেখো, আমি একজন কমাণ্ডো সৈনিক। আমাকে হত্যা করতে শেখানো হয়েছে, কুস্তি করতে নয়। খুব পাকাপোক্ত ট্রেনিং আছে আমার। কিন্তু আমি এখন গোলমাল থেকে সরে থাকতে চাই।'

আমার নাকের ভেতর ঢুকছিল ধুলো। অনেক কষ্টে শ্বাস নিতে নিতে বললাম, 'শোনো, মারাত্মক মারাত্মক কৌশল আমার জানা আছে। তাই বলছি, বন্ধ করো কুস্তি। ব্যাঙ সমস্যার সমাধানে এখন আমাদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগানো উচিৎ।'

তবুও ও আমার গলা ঠাসতে লাগল। আমি তখন ওকে ইশারা করে জানালাম, একটা জরুরি কথা বলতে চাই। বললাম, 'শোনো, আমি আত্মসন্ধানে বেরিয়েছি।' এবার ও আমাকে ছেড়ে দিল।

ছাদের কড়িকাঠ থেকে এ-ঘরের কর্ত্রী অর্থাৎ মতাল্‌বার এক টুকরো নীল কাপড় টেনে নিয়ে মুখ থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আমি তাকালাম ইটেলোর দিকে। ওর চোখ দেখে বুঝতে পারছি, ও আমাকে চিনে ফেলেছে। ও বুঝে গেছে, আমি দুঃখ-কাতর মানুষ। কিন্তু কেউ জানে না, আমার ভেতরের ওই 'আমি চাই' ধ্বনি আমাকে কাহিল করে ফেলেছে, জন্ম দিয়েছে বিষাদ। আর অত্যধিক বিষাদ থেকে বেড়েছে আমার শরীরের ওজন। নাহলে, আমিও একসময় ছিলাম হালকা, দ্রুতগামী।

ওকে বললাম, 'আমার মন বলছে, কেউ কখনও তোমাকে

BanglaBook.org

হারাতে পারেনি।'

'হ্যাঁ।' ওর কথায় প্রকাশ পেল তাচ্ছিল্য।

ও ভেবেছে, আমার শরীর দেখতে প্রকাণ্ড আর ভয়ঙ্কর হলে কী হবে, আমি আসলে দুর্বল এবং মাটির তৈরি রাক্ষসের মত নকল। হয়তো মনে করেছে, আমি একটা কাছিম, উল্টে গেলে নড়াচড়া করতে পারব না।

আমি অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, না, ওর কাছে নিজের মর্যাদা হারানো ঠিক হবে না, আমার ভেতর আনতে হবে গতি, লড়ব ওর সঙ্গে কুস্তি। মাথা থেকে সরালাম হেলমেট, খুললাম টি-শার্ট। 'এসো, রাজকুমার, এবার কুস্তি খেলি।'

উদাস হয়ে বসে ছিল ইটেলো। আমি জামা খোলার সময় হাসছিল ও। কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠল।

দাঁড়াল ও। শরীরটাকে বাঁকিয়ে, হাত দুটোকে দুদিকে বাড়িয়ে দিল সাঁড়াশীর মত। এরপর এগুতে লাগল। আমিও হুবহু একই ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলাম। ঘরের ভেতর ঘুরতে থাকলাম আমরা। শুরু হলো পাঞ্জার লড়াই। এঁকেবেঁকে উঠল ইটেলো-র কাঁধের পেশীগুলো। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ক্রোধ মাথা চাড়া দেয়ার আগেই শরীরের ওজন দিয়ে পরাস্ত করতে হবে ওকে। না হলে ও যদি ওই পেশীর চাপে আমাকে কাবু করে, তাহলে আমার মাথায় রক্ত উঠে আসবে। তখন হয়তো যুদ্ধে শেখা নিষ্ঠুর কায়দাগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হব।

পেট দিয়ে ধাক্কা মারলাম ওকে। পা দিয়ে লাথি চালালাম ওর মুখে। আকস্মিক আঘাতে পড়ে গেল ইটেলো। ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুহাতে ওর চোখ চেপে ধরে সজোরে ঠুকে দিলাম মাথা। ওদিকে ওর হাত দুটোকে ঠেসে ধরলাম হাঁটু দিয়ে। সারাটা সময় এতটুকু নড়াচড়া করল না ও।

আমাকে আমার যুদ্ধে শেখা নিষ্ঠুর কায়দা কাজে লাগাতে হলো

BanglaBook.org

না, এজন্যে নিজেকে ধন্যবাদ দিয়ে ওকে ছেড়ে দিলাম আমি। মুখের রঙ বদলে গেছে ওর। বুঝলাম, ভীষণ রেগে আছে। কোনও কথা বলল না ও। খুলে ফেলল জামা, সবুজ রুমাল। নিঃশ্বাস নিল টেনে টেনে। পেট সেঁটে গেল পিঠের সঙ্গে। দ্বিতীয়বারের জন্যে মুখোমুখি হলাম আমরা।

ঘরের ভেতর কয়েকবার চক্কর খেলাম আমরা। আমি বারবার দেখছিলাম আমার পা দুটোকে। ও দুটোতেই লুকিয়ে আছে আমার দুর্বলতা। ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে। ইটেলো বুঝে গেছে, ওকে জিততে হলে আমাকে ফেলে দিতে হবে মাটিতে। তাহলে আমি আমার ওজন ব্যবহার করার সুযোগ পাব না। আমি তখনও ঝুঁকেই আছি। এবার, হাত দুটোকে কাঁকড়ার মত বাড়িয়ে, এগুতে লাগলাম খুব সতর্কতার সঙ্গে।

হঠাৎ, নিচু হলো ইটেলো, তীব্র গতিতে লাফিয়ে এসে আমার চিবুকের নীচে ওর মাথা ঠেকিয়ে আমার মাথাটাকে আঁকড়ে ধরল। চেষ্টা করতে লাগল আমাকে চিৎ করে ফেলতে।

আমি পড়ে গেলাম, কিন্তু চিৎ হয়ে নয়, উপুড় হয়ে। এত জোরে পড়লাম, মনে হলো নাভি থেকে বুক পর্যন্ত চিরে গেছে। ব্যথাও পেয়েছি প্রচণ্ড। তবুও ঠাণ্ডা রাখলাম মাথা, যেন হুট করে কোনও অঘটন না ঘটিয়ে বসি।

আমার পিঠের ওপর পা ঠেসে ধরল ইটেলো। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসছে আমার, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি, বেরিয়ে পড়ল জিভ। কিন্তু এ সময় সচল হলো আমার হাত। ওর হাঁটুর ওপরে, উরুর মাংসে প্রচণ্ড গতিতে ঢুকিয়ে দিলাম আমার দুই বুড়ো আঙুল। শিথিল হয়ে এল ওর পা। উঠে, ওর মাথায় আক্রমণ করলাম আমি। চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে উপুড় করে ফেললাম ওকে। ওর ঢিলে প্যান্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কোমরের রশি ধরে ওকে আমার মাথার ওপর তুলে আছাড় মারলাম

BanglaBook.org

মাটিতে। একবার, দুইবার। ওর পিঠ একবার ধাক্কা খেল ছাদে। সমস্ত ঘাস খড় এখন ঝরে পড়ছে আমাদের ওপর। দেয়ালে হেলান দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে রোমিলেউ। ইটেলো-র জন্যে ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার। জয় আমার ভেতর জন্ম দিল বিষণ্ণতা।

দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে পড়ে আছে ও। ওঠার কোনও চেষ্টাও করছে না। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কিছু বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ল লিলির কথা। ও বলে, মানুষ হচ্ছে হাড় এবং মাংসের পিণ্ড, যারা শক্তির অহংকার করে তাদের একদিন পতন হবেই।

উঠে বসল ইটেলো। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ধুলো। এরপর আমার পা ওর মাথায় ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মিস্টার হেণ্ডারসন, আমি আপনার পরিচয় পেয়েছি।'

তারপর দাঁড়াল ও ওর মাথা আমার কাঁধে রেখে বলল, 'এখন থেকে আমরা বন্ধু।'

'আমি খুশি হয়েছি।'

BanglaBook.org

সাত

ইটেলো-র মাথায় ধূলা এবং ওর পাশে আমার চলার ভঙ্গি দেখেই জনতা বুঝে ফেলল, আমি জিতেছি। হর্ষধ্বনি দিল ওরা। রমণীরা হাত নাড়ল দুই কব্জি যুক্ত করে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঠোঁট খুলে বন্ধ করল ওদের উল্লাস দেখানোর জন্যে। পুরুষরা মুখে

আঙুল ঢুকিয়ে বাজাল শিস

ইটেলো নিজেও আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে দিতে উল্লাস প্রকাশ করল জনতার সঙ্গে।

রানীর চত্বরে, খড় দিয়ে ঢাকা ছায়ায়, আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল রানী উইলাটেল এবং ওর বোন মতাল্‌বা। রানী বসে ছিল ডালের তৈরি বেঞ্চের ওপর। ওর পিছনে ঝুলছে লাল কম্বল।

আমাকে দেখে হাসল রানী। ওর বাহুর মাংস ঝুলে পড়েছে কনুই পর্যন্ত। মুখে খুব একটা দাঁত নেই। হাসতে হাসতে আমার দিকে বাড়াল একটা হাত। হাতটা একটু খাট। ইটেলো আমাকে ইশারা করে বোঝাল আমিও যেন আমার হাত বাড়িয়ে দিই। আমি তাই করলাম।

রানী আমার হাত নিয়ে চেপে ধরল ওর দুই স্তনের মাঝখানে। আমি অনুভব করলাম ওর হৃৎপিণ্ড; স্পন্দন শান্ত, স্বাভাবিক, পৃথিবীর আবর্তনের মত। ফাঁক হয়ে গেল আমার ঠোঁট, স্থির হয়ে গেল চোখ।

আমিও ওর একটা হাত আমার বুকে চেপে ধরে বললাম, 'আমি হেণ্ডারসন।' হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। বুক ভরে আমি নিলাম নিঃশ্বাস।

রানীর সমস্ত শরীরে রাজকীয় ইঙ্গিত। চুলগুলো ধবধবে সাদা। মুখটা চওড়া। গায়ে শোভা পাচ্ছে কেশরঅলা সিংহের চামড়া। তবে চামড়াটা সামনের দিক থেকে নয়, পিছনের দিক থেকে পরানো হয়েছে ওকে। লেজটা ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে, থাবা দুটিকে নীচ থেকে তুলে এনে গেরো দেয়া হয়েছে পেটের ওপর। কেশরটা কলারের মত জড়িয়ে আছে কণ্ঠ। খরখরে লোমের ওপর চিবুক রেখে বসে আছে রানী। সমস্ত মুখে সুখের দীপ্তি। দেখলাম রানীর একটা চোখ খারাপ, ছানি পড়েছে।

আমি অনেকটা ঝুঁকে অভিবাদন জানালাম ওকে। মাথা

BanglaBook.org

ঝাঁকিয়ে হাসতে আরম্ভ করল রানী। লেজ আর থাবার গেরোর নীচে কেঁপে কেঁপে উঠল ওর পেট।

আমি অনাবৃষ্টি, গরুর মড়ক, ব্যাঙের অত্যাচারের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে জানালাম সহানুভূতি। বললাম, 'আমি আশা করি, আমার এখানে আসায় তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।' আমার কথা অনুবাদ করল ইটেলো। বেশ খুশি খুশি মনে হলো রানীকে, হাসল নিঃশব্দে। সে হাসি জোছনার মত অকৃপণ, অবিরল। আমি বারবার শপথ করে বললাম, তোমাদের এই বিপদ দূর করবই করব।

আমার ব্যাগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। ওগুলোকে উপহার দেব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম রোমিলেউকে বললাম উপহারগুলো বের করতে। প্রথমে ও তুলল একটা প্লাস্টিকের বর্ষাতি। উপহারটা দেখে দুই কব্জি যুক্ত করে হাত নাড়ল রানী, অন্যান্য রমণীদের চেয়ে ওর হাত নাড়া অনেক সুন্দর। আশ্চর্য হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ওর মুখ।

ইটেলো বলল, রানী খুশি হয়েছেন আপনার উপহারে। সেটা অবশ্য আমি ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। ইটেলোকে দিলাম বাইনোকুলার লাগানো কম্পাস।

দেখলাম, মতাল্‌বার ধূমপানের অভ্যেস আছে। ভীষণ মোটা ও। ওকে উপহার দিলাম অস্ট্রিয়ান লাইটার। ওর শরীরের কোথাও কোথাও প্রচুর মেদ জমেছে। ফলে চামড়া টান টান হয়ে গোলাপি দেখাচ্ছিল, বিশেষ করে বুকটা। ওর হাতে মেহেদী মাখানো। চুলে এত নীল রঙ মেখেছে যে ওগুলো খাড়া হয়ে আছে। ওকে দেখে খুব সুখী, আর আদুরে আদুরে মনে হলো আমার। মেদ এবং ঘামে চকচক করছিল ওর চেহারা। মেদের কারণে ঢেউয়ের মত ফুলে উঠেছে চামড়া। গাউনের নীচে চওড়া নিতম্বটাকে মনে হচ্ছে বিশাল একটা সোফা।

BanglaBook.org

মতাল্‌বাও আমার হাত ওর স্তনে রেখে বলল, 'মতাল্‌বা। মতাল্‌বা অহোন্তো।' অর্থাৎ, 'আমি মতাল্‌বা। মতাল্‌বা তোমাকে পছন্দ করে।'

ইটেলোকে বললাম, 'ওকে বলো, আমিও ওকে পছন্দ করি।' আমার কথা অনুবাদ করল ও। এরপর ওকে বললাম, রানীকে বোঝাও, যে বর্ষাতিটা ও গায়ে দিয়েছে সেটা ওয়াটারপ্রুফ। ও রানীকে শব্দটা ওদের ভাষায় অনুবাদ করতে পারছিল না। আমি তখন ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে বর্ষাতির আস্তিন জিভ দিয়ে চাটলাম। কিন্তু রানী বুঝল উল্টো। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চাটতে আরম্ভ করল ও। চাটল আমার কান, দাড়িভর্তি গাল। এরপর ওর নাভির দিকে টেনে নিয়ে গেল আমার মাথা। ইটেলো ইশারা করে আমাকে বোঝাল, আমার এখন কর্তব্য হচ্ছে রানীর পেটে চুমু খাওয়া। ঠোঁট শুকিয়ে নেয়ার জন্যে ঢোক গিললাম আমি। এরপর চুমু খেলাম। ওর শরীরের উত্তাপে ঝাঁকুনি খেল আমার শরীর। এক পাশে সরে গেল সিংহের চামড়ার ঘেরোটা। আমার মুখ পৌঁছল ওর নাভিতে। শুনতে পেলাম রানীর পেট ডাকার শব্দ। মনে হলো বেলুনে চড়ে আমি ভেসে যাচ্ছি উষ্ণ মেঘের রাজ্যে। আমার গোঁফ বিঁধল আমার ঠোঁটে।

ভয় হচ্ছিল হয়তো আরও কিছু করার নির্দেশ পাব। কিন্তু সৌভাগ্য আমার, তেমন কোনও ইঙ্গিত পেলাম না। তাই নিজেকে মুক্ত করলাম জীবনের এই বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে।

আমার দিকে হাত বাড়াল মতাল্‌বা। ওর নাভিতেও চুমু খেতে ইঙ্গিত করল আমাকে। আমি এমন ভান করলাম যেন কিছুই বুঝিনি।

ইটেলোকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, ব্যাপার কী বলো তো? ওদিকে সবাই শোকে জর্জরিত, আর এদিকে তোমার দুই চাচীর মধ্যে দেখছি খালি ফুর্তি করার ইচ্ছে?'

BanglaBook.org

ও বলল, 'ওরা "বিতাহ"।'

'বিতাহ' বলা হয় সেই মানুষকে, যার ভেতরটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। এর চেয়ে উঁচু স্তরও নেই, শ্রেষ্ঠ অবস্থাও নেই। যে 'বিতাহ'র স্তরে পৌঁছয়, সে তখন শুধু নারীই থাকে না, পুরুষের অধিকারও ভোগ করে।

'বিতাহ'র স্তরে রানী উইলাটেল-এর স্থান সবার ওপরে। চারপাশের নারী এবং পুরুষদের মধ্যে অনেকে ওর স্ত্রী, আবার অনেকে স্বামী। ওর স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা প্রচুর। স্ত্রীরা ওকে স্বামী বলে ডাকে, সন্তানরা বাবা মা দুটোই বলে। মতাল্‌বা এখনও 'বিতাহ'র সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়নি।

ইটেলো বলল, 'হেণ্ডারসন, আপনি সৌভাগ্যবান। আমার দুই চাচীই আপনাকে পছন্দ করেছে।'

ওকে বললাম, 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, "বিতাহ" মহিলারাও কি ব্যাঙকে মারতে পারে না?'

গম্ভীর হয়ে গেল ও। মুখ দিয়ে বেরুল, 'না'।

রানী কথা বলতে আরম্ভ করল আমার সঙ্গে। প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করল আমার এখানে আসার জন্যে। আবেগে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। কাঁপছিল মাথা, নিঃশ্বাস নিচ্ছিল ঠোঁট দিয়ে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই থামছে, আর হাসছে। কিন্তু সে হাসিতে ঠোঁট খুলছে না। চকচক করছে চোখ। খেলা করছে কপালের ভাঁজগুলো। তার সঙ্গে ওঠা-নামা করছে মাথার সাদা চুলগুলো।

রানী ইতোমধ্যে বুঝে গেছে, ওর গায়ের বর্ষাতিটা ওয়াটারপ্রুফ। নিজের একজন স্ত্রীকে ডাকল ও। মেয়েটার গলা বেশ লম্বা। রানী ওকে বর্ষাতির ওপর থুথু ছিটিয়ে ঘষে ঘষে দেখতে বলল, ভেতরটা ভিজেছে কিনা। ওর স্ত্রী দেখাল, না, ভেজেনি।

BanglaBook.org

বিস্মিত হলো রানী। সবাইকে ব্যাপারটা ও এবার নিজেই দেখাল, এবং ঘোষণা করল এই আশ্চর্য খবর। 'অহো' বলে হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। শোনা গেল তালি, শিস।

আবার আমাকে আলিঙ্গন করল উইলাটেল। ওর পেটের ওপর চেপে ধরল আমার মুখ। এবার, লেজ আর থাবার গেরোটা ঢুকে গেল ওর বিশাল পেটের ভেতর।

আলিঙ্গন পর্ব শেষ হবার পর এল উপহার দেয়ার পালা। দুই বোন আমাকে দিল চিতাবাঘের চামড়ার বালিশ। আর এক ঝুড়ি ঠাণ্ডা মিষ্টি আলু।

ধীরে ধীরে ভ্রূ তুলল মতাল্‌বা। প্রসারিত হলো ওর চোখ। কাঁপতে আরম্ভ করল নাক। আমাকে ওর ভাল লেগেছে, এগুলো তারই চিহ্ন। আমার হাতটা টেনে নিয়ে ওর ছোট্ট জিভটা বের করে চাটতে লাগল ও।

কিন্তু ইতোমধ্যে আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়েছে রানী উইলাটেল। ওকে মনে হচ্ছিল রহস্যময়ী। চেহারায় নেই কোনও উদ্বেগ। কেমন অচঞ্চল, প্রশান্ত! যেন কোনও বিপদ নেই এ দেশে। কত সুখী সুখী দেখাচ্ছে ওকে। হাসছে।

ইটেলোকে বললাম, 'রাজকুমার, তুমি আমাকে রানীর সাথে ভালভাবে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিতে পারো?'

একটু অবাক হলো ও, 'কথা? কেন, কথা তো বললেন আপনারা।'

'না, এই সব হালকা কথা নয়। আমি ওর সঙ্গে জীবন নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, হেণ্ডারসন। আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। তাই যত কঠিনই হোক আপনার ইচ্ছে রানীকে অনুবাদ করে জানাব।'

আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে মতাল্‌বা আমার একটা হাত ওর

BanglaBook.org

হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। ইটেলোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর উদ্দেশ্য কী?'

'কিছু না। আপনার প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দরী, আর আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে শক্তিমান। আপনি ওর মন জয় করেছেন।'

ভাবতে লাগলাম, রানীর সঙ্গে কীভাবে আলোচনা আরম্ভ করব। ইটেলোকে বললাম, 'বন্ধু, দয়া করে ওকে বলো, ওকে দেখেই আমার আত্মা শান্ত হয়ে গেছে।'

আমার কথা রানীকে অনুবাদ করে শোনাল ইটেলো। হেসে, আমার দিকে ঝুঁকল উইলাটেল। নড়ে উঠল ওর বিশাল শরীর।

'রানী বলছেন, আপনাকেও তাঁর ভাল লেগেছে।'

খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলাম আমি। মতাল্‌বার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম রাজকুমারকে। মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে বললাম, 'তুমি আমার চেয়েও শক্তিমান।'

অভিভূত হয়ে পড়ল ও। অস্বীকার করতে লাগল আমার উক্তি। আমি বললাম, 'ইটেলো, তুমি মহান আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার চাচীকেও ভালবাসি। তোমরা সবাই খুব ভাল। আমার জীবন দিয়ে হলেও ওই ব্যাঙগুলোকে ধ্বংস করবই করব।'

জনতা বুঝল আমি আবেগে পাগল হয়ে গেছি। আবার শিস দিল ওরা। 'সাহেব, চাচী জানতে চাইছেন, আপনার অনুরোধটা কী?' প্রশ্ন করল ইটেলো।

'আমি জানতে চাই, ও আমাকে কী মনে করে?'

ভ্রূ টান করল উইলাটেল। ছানিপড়া চোখে নাচল কৌতুক। দৃষ্টি স্থির রেখে কথা বলল ও। আঙুলগুলো তখন খেলা করছি ওর খাট উরুর ওপর। ইটেলো অনুবাদ করল ওর কথা।

'বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আপনি। আপনি শক্তিমান।

BanglaBook.org

আপনি চিন্তাশীল। আপনার ভেতর "বিতাহ"র কিছু গুণ আছে। আপনি পছন্দ করেন উত্তেজনা। আপনি ভীষণ বিরক্ত। আপনার ভেতর খেপামি আছে। আর আপনার হৃদয়ে আছে যন্ত্রণা।' শুনে, সহানুভূতি দেখানোর জন্যে আমার হাত ধরল মতাল্‌বা।

'হেণ্ডারসন, আপনার নাক দেখে বোঝা যায়, আপনার ক্ষমতা অসীম। রানী জানতে চান, আপনি কেন এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন?'

'আমি এসেছি স্বাস্থ্যের সন্ধানে। মনের এবং দেহের।'

সহানুভূতিতে মাথা নাড়ল রানী। চামড়ার গেরোটা ছেড়ে দিয়ে মুঠো করে ধরল হাত। চোখ ফেরাল চালার দিকে। ওর চুল ছড়িয়ে পড়েছে মাকড়সার জালের মত। বাহুর মেদভর্তি থলথলে মাংসে ঢাকা পড়েছে কনুই। আবার কথা বলল ও।

'একজন শিশুর কাছে এ বিশ্ব অপরিচিত। কিন্তু, সাহেব, তুমি তো শিশু নও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সত্যি কথা বলেছে ও। জীবনে এত শান্তি আর কখনও পাইনি আমি।'

হ্যাণ্ডেল-এর 'ত্রাণকর্তা' থেকে গান গাইতে আরম্ভ করলাম আমি। বিতাহ রমণী, রানী উইলাটেল, ধীরে ধীরে দোলাতে লাগল মাথা, প্রশংসায়। মতাল্‌বার চোখে মুখেও প্রকাশ পেল একই ভাব। ওর কপালের চামড়া উঠতে থাকল ওর খাড়া খাড়া নীল চুলগুলোর দিকে। রমণীরা হাত নাড়ল শব্দ করতে করতে। পুরুষরা বাজাল শিস।

ইটেলো বলল, 'অপূর্ব, বন্ধু আমার।'

রানী বলল, 'গ্রান-তু-মোলানি।'

'মানে?'

'তুমি বাঁচতে চাও। মানুষ বাঁচতে চায়।'

'ঠিক, ঠিক বলেছে। কিন্তু আমি চাই সবাই বাঁচুক। আমি

BanglaBook.org

তোমাদের চৌবাচ্চা থেকে ব্যাঙগুলোকে উৎখাত করবই।'

আমি হেলমেট তুলে সবাইকে অভিবাদন জানালাম, 'গ্রান-তু-মোলানি।'

সবাই হাসতে হাসতে বলল, 'তু-মোলানি।' ঠোঁট চেপে, মেহেদী রাঙানো দুই হাত নিতম্বে রেখে, বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল মতাল্‌বা।

আট

পূর্ব আকাশে উঠেছে পূর্ণ চাঁদ। তার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে মেঘ, তুলোর মত। চাঁদের আলোয় এ অঞ্চলের পর্বতের উচ্চতা মেপে নিলাম আমি। কমপক্ষে দশ হাজার ফুট হবে। চাঁদের আলো ধবধবে কিন্তু সন্ধ্যা আকাশটাকে কেমন হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে। পালকের মত খড়ের চালগুলোকে মনে হচ্ছে আরও বেশি ঘন, ভারী, কোমল।

আমি আর ইটেলো দাঁড়ালাম একটা চালার পাশে। তখনও ওর স্ত্রীরা মেলে ধরে আছে স্কোয়াশ ফুলের মত ছাতা। ওকে বললাম, 'রাজকুমার, আমি ওই চৌবাচ্চার প্রাণীগুলোকে কিছু করতে চাই। আমি ওদের খতম করতে পারব। তোমাকে কোন দায়িত্ব নিতে হবে না, মতামতও দিতে হবে না। আমি নিজ দায়িত্বেই এটা করব।'

'মিস্টার হেণ্ডারসন, আপনি মহান। কিন্তু ভেবেচিন্তে কাজ করবেন।'

BanglaBook.org

'ওখানেই ভুল করেছ। আমি কখনও চিন্তাভাবনা করে কাজ করি না।'

আমাদেরকে ঘরে পৌঁছে দিল ইটেলো। আমি আর রোমিলেউ রাতে খেলাম ঠাণ্ডা মিষ্টি আলু এবং শক্ত গোল বিস্কুট। সেই সাথে কয়েকটা ভিটামিনের বড়ি। সবশেষে হুইস্কি।

রোমিলেউকে বললাম, 'চলো, চৌবাচ্চার ওখানে যাই।' সঙ্গে নিলাম টর্চলাইট। চৌবাচ্চার খড়ের চালায় কাজে লাগবে এটা।

দেখলাম, ব্যাঙগুলো বেশ ফুর্তিতেই আছে এখানে। চৌবাচ্চায় বেশ শ্যাওলা পড়েছে। তার ভেতর মনের আনন্দে লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি করছে সাদা আর সবুজ রঙের পাহাড়ি ব্যাঙগুলো। আমাদের পায়ের কাছে থপথপ করে এল ওরা। দেখতে পেলাম ওদের ভেজা চকচকে চামড়া, সাদা পা, বুদ্বুদের মত চোখ। শুনলাম, ওদের আবেগ জড়ানো কণ্ঠের গান। আমি হেসে ফেললাম।

রোমিলেউকে বললাম, 'বেশ আছে ওরা।'

'সাহেব, আপনি হাসছেন কেন?'

'হাসছি? হাসছি ওদের গান শুনে। ওরা হচ্ছে এক নম্বর গায়ক।'

ব্যাঙগুলোর আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে নেচে উঠল আমার মন। ভাবলাম, কিভাবে ওগুলোকে উৎখাত করব? ছেঁকে তুলব? বিষ ঢালব? কোনটাই যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না।

রোমিলেউকে বললাম, 'বোমা ফাটানো ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। একটা ফাটালেই ব্যস। মরে, ভেসে উঠবে শয়তানের বাচ্চারা। তারপর শুধু তুলে ফেলে দিতে হবে।'

'না, না, সাহেব, তা করবেন না।'

'কী না না করছ। বোকার মত কথা বোলো না। আমি পুরনো সৈনিক, কথা হিসেব করে বলি। চলো, ঘরে ফিরি।'

BanglaBook.org

আমরা ফিরে এলাম আমাদের কুঁড়েঘরে। প্রার্থনা করতে বসে গেল রোমিলেউ। প্রার্থনা শেষে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে। একটু দূরে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম আমি। এমনিতে আমার ভাল ঘুম হয়, কিন্তু আজকের রাত একেবারে আলাদা।

মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক কিছু। ব্যাঙগুলো, এই প্রাচীন জনপদ, ইটেলোর সঙ্গে কুস্তি, গ্রান-তু-মোলানি। ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে উত্তেজিত করে তুলল আমাকে। ঘুম এল না।

ভাবলাম, ব্যাঙগুলোকে মারার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কী? বিস্ফোরক পদার্থের ওপর আমার কিছু জ্ঞান আছে। বুদ্ধি বের করলাম, পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এইচ অ্যাণ্ড এইচ ম্যাগনামের কার্তুজ ভেঙে বারুদ নিয়ে টর্চের খোলে ঢোকালে চমৎকার বোমা হবে।

শুয়ে শুয়ে বোমা বানানোর ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আমার মুখে দেখা দিল হাসি। ব্যাঙগুলো জানে না কী ভয়ঙ্কর বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

ঘুম আসছে না। কিন্তু কালকে যদি বোমা বানাতে হয় তাহলে এখন আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘুমের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে আমি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুম কম হলেও সারাদিন তিরিক্ষি হয়ে থাকে মেজাজ।

এ সময় ঘরে ঢুকল মতাল্‌বা। ও দরজায় দাঁড়াতেই ঢাকা পড়ল জোছনা। বসল আমার পাশে। টেনে টেনে নিল শ্বাস। তুলল আমার হাত। কথা বলতে আরম্ভ করল চাপা গলায়।

আমার হাত টেনে নিয়ে ওর নরম শরীরে বোলাতে লাগল মতাল্‌বা। আমি কিছুই টের পাচ্ছি না, এমন ভান করলাম। কোনও নড়াচড়াও করছি না। ভাবতে লাগলাম, বোমা বানানোর কথা। খুলে ফেললাম টর্চ, বের করে নিলাম ব্যাটারি দুটো। কার্তুজ ভেঙে খোলের ভেতর ঢাললাম বারুদ। সব তো হলো,

BanglaBook.org

কিন্তু বোমা ফাটাব কি করে? ওটা ফাটাতে হবে পানিতে, সমস্যাটা ওখানেই। এমন পলতে লাগাতে হবে, যা পানিতে কাজ করে। অস্ট্রিয়ান লাইটারটা থেকে পলতে খুলে অনেকক্ষণ তেলে ভিজিয়ে রাখলে কাজ হতে পারে, কিংবা মোম মাখানো জুতোর ফিতে।

ওদিকে আমার গা চাটছে মতাল্‌বা। চুমু খাচ্ছে আঙুলে। তখনও ঘুম ভাঙেনি রোমিলেউ-র। বাইরে, গোবর, কাঁটা আর গাছের ডালে জ্বলছে আগুন। আরনেউই-এর মানুষ রাত জাগছে ওদের মুমূর্ষু গরুর পাশে।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে মতাল্‌বা। আদর করছে, চুমু খাচ্ছে আমাকে। আমার আঙুল দিয়ে বুলিয়ে নিচ্ছে ওর শরীর, কখনও রাখছে ঠোঁটে।

আমি বুঝলাম, এই নীলকেশী বিশাল রমণী আমার কাছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। আমি হাত রাখলাম রোমিলেউ-র মুখের ওপর। চোখ মেলল ও। কিন্তু শুয়ে থাকল আগের মতই।

'রোমিলেউ।'

'জ্বী, সাহেব।'

'ওঠো। ঘরে একজন অতিথি এসেছে।'

উঠল ও। আমার কথায় এতটুকু অবাক হয়নি। খোলা দরজা, বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকেছে জোছনার আলো। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদ। কোলের ওপর হাত রেখে বসে আছে মতাল্‌বা।

'ওকে জিজ্ঞেস করো এখানে কেন এসেছে?'

সম্ভাষণ জানিয়ে মতাল্‌বাকে প্রশ্ন করল রোমিলেউ। কথা বলতে আরম্ভ করল মতাল্‌বা। ভীষণ মিষ্টি গলা ওর। গতি কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর।

রোমিলেউ জানাল, মতাল্‌বা চায় আমি ওকে কিনে নিই। ও

BanglaBook.org

জানে কন্যাপণ দেয়ার মত টাকা আমার সঙ্গে নেই, সেজন্যে ও নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কন্যাপণ!

'সাহেব, মেয়েদের পণ দিতে হয়,' বলল রোমিলেউ।

'সে আমি জানি।'

'পণ না দিলে মেয়েরা খাতির করে না।'

'ওকে, আমার ধন্যবাদ জানিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলো। এখন একটু ঘুমোতে না পারলে কালকে ব্যাঙগুলোকে শেষ করতে পারব না।'

রোমিলেউ বলল, মতাল্‌বার কন্যাপণগুলো বাইরে পড়ে আছে, ওর ইচ্ছে আমি একবার ওগুলো দেখে আসি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়ালাম। ঘর ছেড়ে বাইরে গেলাম। দেখি, উপঢৌকনগুলো স্তূপ করে রাখা আছে। পোশাক, অলংকার, ঢোল, অনেক রকম রঙ।

মতাল্‌বা সঙ্গে অনুচর এনেছে। আমাকে দেখে ওরা হর্ষধ্বনি দিল, যেন আমি বিয়ের বর।

মতাল্‌বা বোঝাতে চেষ্টা করল পণগুলো খুবই মূল্যবান। কয়েকটা পোশাক পরে দেখাল ও। সে সময় ওর এক অনুচর বাজাল হাড়ের তৈরি জাইলোফোন।

মতাল্‌বাকে মনে হচ্ছিল রহস্যময়ী। গাউন আর চাদরগুলো কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিতম্ব দিয়ে ঘুরিয়ে আনছিল ও। কখনও আরব রমণীর মত মুখ ঢাকছিল ওড়না দিয়ে। কখনও কাঁকন বাজিয়ে খুলে রাখছিল পোশাকগুলো। পিছন ফিরে কাঁধের ওপর দিয়ে দেখছিল আমাকে। জাইলোফোনের তালে তালে কখনও ঘুরছিল, কখনও দুলছিল।

রোমিলেউকে বললাম, 'ওকে বলো, ও সুন্দরী, ও আকর্ষণীয়া। ওর কনের সাজও অপূর্ব।'

ভেবেছিলাম, মতাল্‌বা চলে যাবে। কিন্তু না, পোশাক পরায়

BanglaBook.org

ওর কোনও ক্লান্তি নেই। সেই সঙ্গে নাচ। বিশাল ওর উরু, নিতম্ব। বিশাল, তবুও সুন্দর। আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাতে লাগল ও।

শেষ হতে চলল রাত। ওর নাচ দেখতে দেখতে উপলব্ধি করলাম, এরই নাম সম্মোহন। এরই নাম কবিতা।

শেষবারের মত মতাল্‌বা ওর জিভ দিয়ে চাটল আমার হাত। সমর্পণ করল নিজেকে, নিবেদন করল কন্যাপর্ণগুলো।

বললম, 'ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। সবাইকে শুভরাত্রি।'

সবাই বলল, 'অ-হো।'

'অহো। গ্রান-তু-মোলানি।'

'তু-মোলানি।'

নয়

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। ঘরের ভেতরটা ভরে আছে আলো-আঁধারিতে। ঝুড়ি থেকে একটা মিষ্টি আলু বের করে নাশতা করলাম। রোমিলেউ তখনও ঘুমিয়ে আছে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত।

মাটিতে বসে, দু'পায়ের মাঝখানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলোকে ছড়িয়ে শুরু করলাম কাজ। কার্তুজ ভেঙে বারুদের গুঁড়ো ঢোকালাম টর্চের খোলে।

কাঁচসহ খুলে ফেললাম বাল্ব। ছিদ্রটা বন্ধ করলাম কাঠের টুকরো দিয়ে। ওটাতে ফুটো করলাম পলতে ঢোকানোর জন্যে।

BanglaBook.org

এরপর এল আসল সমস্যা। পলতে পোড়ার সময়ের ওপর নির্ভর করছে রোমার কার্যকারিতা। শুরু করলাম পরীক্ষা।

লাইটার জ্বালিয়ে পরীক্ষা করলাম কোন্ পলতে পুড়তে কত সময় লাগছে। হঠাৎ দেখি, মতাল্‌বা এসে হাজির। পরনে স্বচ্ছ বেগুনি রঙের পাজামা। মুখের অর্ধেক ওড়নায় ঢাকা। আমার একটা হাত টেনে রাখল ওর স্তনের ওপর।

কথার খৈ ফুটছে ওর মুখে। জাইলোফোনের সুরে এবং শিসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে লাগল ও। নাকি সাঁতার কাটছিল? কাঁপছিল ওর বিশাল মাংসল শরীর। মুখে ছিনালের হাসি। সুর করে ও সবাইকে শোনাল আমাদের দুজনের কথা।

রোমিলেউ বলল, 'এক আছে হেণ্ডারসন, দুজনের শক্তি তার গায়ে। এক বিতাহ নারী তাকে ভালবাসে। কাল রাতে সেই নারী এসেছে তার কাছে।'

জনতা ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, 'তার কাছে এসেছে সে। এবং এনেছে কন্যাপণ...'

সুর করে ওরা শোনাল কন্যাপণের তালিকা, তার ভেতর বিশটা গরুও ছিল। নাম বলা হলো প্রত্যেকটা গরুর, এবং তাদের বংশপঞ্জির। ওরা গাইতে গাইতে প্রশংসা করল কনের রূপের। বলল, কনে বিতাহ এবং রূপবতী। বরেরও গুণগান গাইল ওরা। জানাল, বরের মুখে নানা রঙ, এবং দাড়ি আছে গালে। বরের শক্তির জয়গান করল ওরা, 'ষাঁড়ের মত শক্তি আছে ওর গায়ে।'

শেষ হচ্ছিল না ওদের কোরাস

'হৃদয়ের দরজা খুলে গেছে বরের, ও এখন প্রস্তুত।'

'ও বানাচ্ছে একটা অস্ত্র।'

'একটা অস্ত্র।'

'আগুন দিয়ে।'

'আগুন।'

BanglaBook.org

গাইতে গাইতে মতাল্‌বা ওর হাতে চুমু খেয়ে আমার দিকে মেলে ধরছিল সেই হাতটা। ওর মুখের এবং নাকের চারপাশের রেখায় ফুটে উঠছিল প্রেমের চিহ্ন।

আমি তখন জুতোর ফিতেয় আগুন জ্বালিয়ে ফলাফল পরীক্ষা করছি। তার আগে ফিতেটাকে ভিজিয়েছি লাইটারের তেল দিয়ে। খসে পড়ল এক দলা ছাই। বাহ, কাজ হবে মনে হচ্ছে।

মতাল্‌বার জন্যে আমার দুঃখ হলো। ওর ভালবাসার প্রার্থনায় সাড়া দেয়ার বয়েস আমার নেই। কানের পাশ দিয়ে চামড়ায় পড়েছে ভাঁজ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নাকের ভেতর দেখতে পাই পাকা লোম।

এইসব ভাবতে ভাবতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। শেষে বুঝলাম, জুতোর ফিতেকে দুই মিনিট তেলে ভিজিয়ে নিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাই আমার জুতোর ফিতে খুলে ঢোকালাম কাঠের ওই ছিদ্রে।

রোমিলেউকে বললাম, 'এখন আমি প্রস্তুত।'

'বুঝতে পারছি, সাহেব,' উত্তর দিল ও।

এরপর ওর সঙ্গে অনেক কথা বললাম। কখনও ও উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সাহেব,' কখনও, 'ঠিক, সাহেব, ঠিক,' কখনও, 'ঠিক আছে।'

ওর সাথে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। তখন উঠে দাঁড়ালাম হাতের মুঠোয় বোমাটাকে নিয়ে।

গ্রামবাসী বুঝেছে একটা বিরাট ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছি আমি আজ। ওরা দলে দলে আসছিল হাততালি দিয়ে, গান গেয়ে।

কাপড় বদলে এসেছে মতাল্‌বা। ওর পরনে এখন লাল পোশাক, পশমের তৈরি। নীল চুলে মেখেছে চর্বি। কানে পেতলের বড় রিং। গলায় হাঁসুলির মত পেতলের চাকতি।

ওর অনুচররা ঘোরাঘুরি করছে রঙিন কম্বল গায়ে। রঙচঙে দড়িতে বেঁধে অনেকগুলো গরুকে টেনে আনা হচ্ছিল। গরুগুলো

BanglaBook.org

বেশ দুর্বল। মানুষ চুমু খেল ওদেরকে, জিজ্ঞেস করল কুশল, মনে হলো নিজের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে ওরা। মুরগী দেখতে পেলাম কুমারী রমণীদের হাতে, কাঁধে।

ইটেলো এল। চেহারায় ওর দানা বেঁধেছে শঙ্কা। ডাকলাম, 'রাজকুমার।' কিন্তু গম্ভীর হয়ে আছে ও। এখানকার রীতি অনুযায়ী আমার হাত নিয়ে চেপে ধরল ওর বুকে। জামার ওপর দিয়ে টের পেলাম ওর শরীরের উত্তাপ। আজকে ও পরেছে ঢিলে-ঢালা সাদা পোশাক, সবুজ রেশমি স্কার্ফ।

বোমাটা দেখালাম ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজকুমার, এখানকার মানুষ ব্যাঙ মরার কথা শুনে কিছু বলছে?'

'মি. হেণ্ডারসন, পানি হচ্ছে...' পানির মূল্য বোঝানোর সঠিক শব্দ খুঁজে পেল না ও।

'তা আমি জানি। কিন্তু আমাকে এটা করতেই হবে।'

হেলমেটের ভেতর ঢুকে আমার মাথায় কামড়াতে শুরু করল মাছি। গরুর গা থেকে এসেছে ওগুলো। নিজেকে বললাম, 'এবার তা হলে কাজ আরম্ভ করা যাক।'

বোমাটাকে মাথার ওপর তুলে ধরে সবার আগে চললাম আমি। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে নিলাম লাইটার আছে কিনা। একটা জুতোয় ফিতে নেই বলে সেই পা-টা ঘষে ঘষে টানতে হচ্ছে।

কাঠ-ফাটা রোদের মধ্যে চৌবাচ্চায় পৌঁছলাম আমরা। পাড়ে লতাপাতা, আগাছা ঠেলে একাকি এগিয়ে গেলাম আমি। সবাই দাঁড়িয়ে থাকল দূরে।

পানির দিকে তাকালাম আমি। বাঁ হাতে ধরে আছি বোমা, ডান হাতে লাইটার। পানির ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ, মোটা মাথা, সরু লেজ। ঘুরছে সরু ঠ্যাংঅলা ব্যাঙাচি। কাদায় শরীর ডুবিয়ে আছে বুড়ো ব্যাঙ, পাকা বেতফলের মত চোখ।

BanglaBook.org

আমার চোখের সামনে কাঁপছে আলো। শুকিয়ে আসছে মুখের ভেতরটা। কুঁকড়ে যাচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। টনটন করছে ঘাড়ের রগ।

আমার কানে ভেসে এল আরনেউইবাসীর কোলাহল, প্রত্যাশায় ভরা। গরুর রঙবেরঙের দড়িগুলো হাতে ধরে আছে ওরা।

জনতা আর আমার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মতাল্‌বা। শরীরে ওর জ্বলজ্বল করছে লাল পোশাক। ওকে দেখাচ্ছে পপি ফুলের মত।

বোমার পলতের ধুলো ঝাড়ার জন্যে ফুঁ দিলাম আমি। ঘোরালাম লাইটারের চাকা। আগুন ধরিয়ে দিলাম বোমার পলতেয়, অর্থাৎ আমার জুতোর ফিতেয়। পুড়তে আরম্ভ করল ওটা। খসে পড়ল ওটার টিন লাগানো মাথাটা। ফিতে বেয়ে নামতে শুরু করল আগুন।

বোমাটাকে শক্ত করে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি আমি। রোদের ঝাঁজে অসাড় হয়ে গেছে খোলা জুতোর পা-টা। ফিতেটা পুড়তে বেশ সময় নিল। আগুন নামতে নামতে কাঠের ছিদ্র পার হয়ে ঢুকে গেল বোমার ভেতর।

আমি শক্ত করে ধরে আছি মুঠো। আগুনকে নিভতে দেয়া যাবে না। এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমার কপাল আর অনুমানের ওপর। চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

শুনতে পেলাম, ফিতে পুড়ে বারুদে আগুন ধরার চিড়চিড় শব্দ। এক টুকরো আঠাল ব্যাণ্ডেজ ঢুকিয়ে দিলাম ছিদ্রের ভেতর। নিচু করে দোলাতে দোলাতে ছুঁড়ে মারলাম বোমাটা। খড়ের চালার কোনায় লেগে, একবার পাক খেয়ে পানির মধ্যে টুপ করে পড়ল ওটা।

লাফিয়ে সরে গেল ব্যাঙ। পানিতে মিশে গেল বোমাটার

BanglaBook.org

পতনের চিহ্ন। ঢেউ, শুধু ঢেউ, বৃত্তাকারে বাড়তে বাড়তে পাড়ে এসে পৌঁছল। এরপর দেখতে না দেখতে বদলে গেল দৃশ্য। চৌবাচ্চার মাঝখানে ফুলে উঠল পানি। সেই সঙ্গে ঠেলে উঠল ব্যাঙ।

বিস্ফোরণের সাথে সাথে ছাদ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে আছাড় খেতে আরম্ভ করল কাদা, পাথর, ব্যাঙ, ব্যাঙাচি। পানি ফুঁসে উঠছে স্তম্ভের আকারে। তার ভেতর গিজ গিজ করছে ঠ্যাং, সাদা পেট, ব্যাঙাচির থকথকে শরীর। আমার শরীরও লেপ্টে গেল কাদায়।

আমি চেঁচিয়ে শোনালাম, 'ইটেলো। রোমিলেউ। কেমন লাগছে? আমার কথা তো আগে কেউই বিশ্বাস করোনি।'

কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি কী ভয়ঙ্কর বিপদ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কানে এল মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার। তাকিয়ে দেখি, বিস্ফোরণে উড়ে গেছে চৌবাচ্চার সামনের পাড়টা, স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ব্যাঙসুদ্ধ পানি।

দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে চৌবাচ্চার পানি। ঝিমঝিম করে উঠল আমার মাথা। দুহাতে কান চেপে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম, 'ইটেলো! রোমিলেউ! তোমরা কোথায়? তাড়াতাড়ি এসো, শিগ্‌গির হাত লাগাও।'

আমি শুয়ে পড়ে ঠেকানোর চেষ্টা করলাম পানির স্রোত। সেই সঙ্গে পাথরগুলোকে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম। আমার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল অসংখ্য ব্যাঙ, কোনটা ঢুকে গেল প্যান্টের ভেতর, কোনটা ফিতে খোলা জুতোর মধ্যে।

ওদিকে খেপে উঠল গরুর দল। বাঁধন ছিড়ে ওরা ছুটে আসতে চাচ্ছিল পানিতে। কিন্তু ওই পানি তো দূষিত, তাই কেউই ওদের আসতে দিচ্ছে না। তৃষ্ণায় দাপাতে লাগল গরুগুলো, আর মানুষ কাঁদতে কাঁদতে ওদেরকে শান্ত হওয়ার জন্যে অনুনয় করতে

BanglaBook.org

থাকল।

এদিকে শূন্য হয়ে যাচ্ছে চৌবাচ্চা। আর বেরিয়ে আসা পানি শুষে নিচ্ছে উত্তপ্ত বালু। রোমিলেউ এসে সাহায্য করার চেষ্টা করল আমাকে। কিন্তু ওই পাথরগুলো নড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আমরা কাজ করছিলাম স্রোতের উজানে। নিজেকে স্থির করে রাখতেই আমাদের অবস্থা তখন কাহিল।

সম্পূর্ণরূপে খালি হয়ে গেল চৌবাচ্চা। সব পানি শুষে নিল বালু। দেখলাম, চৌবাচ্চার তলায় পড়ে আছে হলুদ রঙের কাদা, মরা ব্যাঙের স্তূপ। জনতা, কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলল গরুগুলোকে নিয়ে। শুধু থাকল ইটেলো আর মতাল্‌বা।

কাদায় লেপ্টে থাকা শার্টের ভেতর মুখ লুকোলাম আমি। উচ্চারণ করলাম, 'ইটেলো, আমাকে হত্যা করো।'

ওর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি, কখন এসে ও আমাকে ছুরি দিয়ে চিরে ফেলবে। শুনতে পেলাম, মতাল্‌বার ভগ্নহৃদয়ের হাহাকার। পায়ের নিচে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে পানি। ইতোমধ্যে পচতে আরম্ভ করেছে মরা ব্যাঙগুলো।

BanglaBook.org

দশ

মতাল্‌বা কাঁদতে কাঁদতে উচ্চারণ করল, 'আই, ইয়েলি, ইয়েলি।'

রোমিলেউকে প্রশ্ন করলাম, 'ও কী বলছে?'

'বিদায়, চিরদিনের জন্য বিদায়।'

ইটেলো আমাকে বলল, 'মি. হেণ্ডারসন, কিছু বলুন।'

'কেন, আমাকে হত্যা করবে না?'

'না। আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনি আমার বন্ধু। মরতে চাইলে আপনার নিজেই নিজেকে হত্যা করতে হবে।'

টের পেলাম, ধরে এসেছে ওর গলা। বললাম, 'তোমাদের উপকার করার জন্যে আমি আমার নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম। দেখোনি, কতক্ষণ হাতে ধরে রেখেছি বোমাটা। তখন ফাটলেই ভাল হত, টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যেতাম আমি।'

'না। না।' বলল ও।

'ঠিক আছে, ইটেলো। যদি আমার রক্তে তোমার হাত রাঙাতে না চাও, তা হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে।'

'সাহেব, আমরা এখন কী করব?' বিড়বিড় করে বলল রোমিলেউ।

'এখান থেকে আমরা চলে যাব, রোমিলেউ। তা হলে ওদের মঙ্গল হবে। বিদায়, রাজকুমার! বিদায়, প্রিয় রমণী! রানীকে আমার শুভেচ্ছা দিও। আশা ছিল ওর কাছ থেকে জীবনের কথা শুনব। তার যোগ্য আমি নই। তবে ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি তোমাদের সবাইকে। আমি থাকলে তোমাদের চৌবাচ্চাটা মেরামত করে দিতে পারতাম।'

'সেটা না করাই আপনার জন্যে ভাল,' বলল ইটেলো।

আমি ওর কথা মেনে নিলাম। রোমিলেউ কুঁড়েঘরটার দিকে এগিয়ে গেল মালপত্র আনতে।

ধীরে ধীরে আমি বেরিয়ে এলাম ওদের জনপদ ছেড়ে। কোন মানুষ চোখে পড়ল না। এমনকী গরুও না। দেয়ালের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম রোমিলেউ-এর জন্যে।

ও এল। আমরা আবার ধরলাম মরুভূমির পথ। পিছনে পড়ে থাকল আরনেউই। গ্রান-তু-মোলানি সম্পর্কে কোনদিন কিছু আর জানা হবে না আমার।

BanglaBook.org

রোমিলেউ ফিরে যেতে চাচ্ছিল বাভেনতাই-এ। ওকে বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার কথা রেখেছ, এখন আমার জীপটা নিতে পারো। তবে আমি আর আমেরিকায় ফিরতে পারব না। ইটেলো আমাকে হত্যা করেনি। ও মহৎ, ওর কাছে বন্ধুত্বের মূল্য আছে। কিন্তু আমি এখন আমার এই পয়েন্ট থ্রি ফাইভ দিয়ে নিজের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিতে চাই।'

'সাহেব, আপনি কী বলছেন?' ঘাবড়ে গেছে রোমিলেউ।

'রোমিলেউ, তোমাকে হুকুম দেয়ার অধিকার আমার আর নেই। যা ভাল মনে করবে, তাই করতে পার। তবে বাভেনতাই-এ যদি যেতে চাও, তা হলে সেখানে তোমাকে একাই যেতে হবে।'

'আপনি একা একা কোথায় যাবেন, সাহেব?' অবাক হয়ে গেছে ও।

'তা জানি না। তবে একা চলতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। সঙ্গে আমার কিছু খাবার আছে, হ্যাটের ভেতর লুকানো আছে চারটা এক হাজার ডলারের নোট। পথে কোথাও পানি পেয়ে যাব। আমি পোকা-মাকড়ও খেতে পারি। তুমি যদি চাও, তা হলে আমার এই বন্দুকটাও দিতে পারি।'

'না, সাহেব, আপনাকে একা যেতে হবে না।'

'তুমি খুব ভাল, রোমিলেউ। এখন বলো, কোথায় যাব?'

'ওয়ারিরিদের দেশে যাবেন?'

'ওয়ারিরি! ওদের রাজা ইটেলো-র সঙ্গে পড়ত। কী যেন তার নাম?'

'দাহ্ফু।'

'হ্যাঁ, দাহ্ফু। বেশ, চলো।'

দশদিন আমরা একটা মালভূমির ওপর হাঁটলাম, দেখতে অনেকটা হিন্‌চাগারা মালভূমির মত। ষষ্ঠ দিন থেকে পাল্টাল প্রকৃতির

BanglaBook.org

চেহারা। পর্বতের গায়ে দেখতে পেলাম ঘন অরণ্য। পর্বতগুলোর আকৃতিও বিভিন্ন, কোনটার চূড়া সমতল, কোনটা খাড়া, কোনটা স্তম্ভের মত, আবার কতকগুলো দুর্গের মত।

পানি খুঁজে বের করতে রোমিলেউ ভীষণ ওস্তাদ। মাটিতে একটা টিপ দিয়ে বলে দেয় কোথায় নল বসিয়ে টান মারলে উঠে আসবে পানি। ওর চোখে পড়ে কুমড়ো, মিষ্টি শিকড়।

মাঝে মাঝে রাতের বেলায় আমরা গল্প করতে বসি। ও বলে, 'আমার বিশ্বাস, চৌবাচ্চা থেকে পানি খালি হওয়ার পর আরনেউইরা পানি খুঁজতে দেশ ছাড়বে।'

হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা অঞ্চলে এলাম, যেখানে মাকড়সাগুলোর আকার দৈত্যের মত। ফণিমনসার জঙ্গলে ওদের জালগুলো দেখে মনে হয় এক একটা রাডার স্টেশন। এখানকার পিঁপড়েদের চেহারা দেখলে ভয় লাগে। ওদের বাসাগুলো যেন ধূসর ককুদ। এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে উটপাখিগুলো এত জোরে দৌড়ায় যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

রোমিলেউকে একদিন প্রশ্ন করলাম, 'ওয়ারিরিরা যদি জানতে পারে ওদের দেশে কে আসছে, তা হলে ওরা কী করবে?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে ওরা আরনেউইদের মত অত ভাল নয়।'

'তাই নাকি? তুমি কিন্তু ওদেরকে চৌবাচ্চার ঘটনা বোলো না।'

'না, সাহেব, না।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি যে বললে ওরা ভাল মানুষ নয়, ব্যাপারটা কী?'

'ওদের মনে অন্ধকার।'

'তুমি তো দেখছি খাঁটি খ্রিষ্টানের মত কথা বলছ।'

পথ চলতে চলতে হঠাৎ একদিন দেখি, পাহাড়গুলোর আকৃতি

BanglaBook.org

কেমন বদলে যাচ্ছে। যেখানে সেখানে পাথরের চাঙড় চোখে পড়ল। কোথাও কোথাও স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। দশম দিনে ওরকম গোল গোল সাদা পাথরের চাঙড়ের পাশে আমরা দেখতে পেলাম একজন মানুষকে। বিকেলে, সূর্যের লালচে আলোয় আমরা যখন চড়াইয়ে উঠছিলাম তখন ঘটল ঘটনাটি।

পিছনে উঁচু উঁচু পর্বতের ভাঙা চুড়ো আর শৃঙ্গ। সামনে, গোল গোল পাথরের চাঙড়ের ফাঁকে গুল্ম। এই পরিবেশের ভেতর দেখা হলো ওয়ারিরি সম্প্রদায়ের মানুষটির সঙ্গে। পরনে চামড়ার অ্যাপ্রন, হাতে বাঁকা লাঠি। মনে হলো, ওর সমস্ত শরীরটাই যেন জন্তুর চামড়া দিয়ে মোড়া। খোদাই করা চেহারা। মুখটা ছোট, রহস্যময়। সূর্যের রক্তিম আলোতেও ওকে দেখাচ্ছিল কালো।

খুব জোরে ডাকলাম, 'এই যে, এই যে।'

চোখের মত ওর কানটাও বেশ ভেতরে ঢোকানো। রোমিলেউ ওর কাছে জানতে চাইল পথের দিশা। ও ওর ছড়ি তুলে দেখাল কোন্‌দিকে যেতে হবে। আমি হাত তুলে অভিবাদন জানালাম ওকে। কিন্তু ওর চামড়ার চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ফুটল না।

আমরা এগিয়ে চললাম ওর দেখানো পথে; পাহাড়ের ওপরের দিকে, পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে। রোমিলেউকে প্রশ্ন করলাম, 'অনেক দূর যেতে হবে, তাই না?'

'না, সাহেব। লোকটা তো বলল, খুব দূরে নয়।'

মনে আশা জাগল, হয়তো সন্ধেটা কোন জনপদে কাটাতে পারব। দশদিন একটানা পথ চলার পর শরীর এবং মন চাইছে এখন একটা বিছানা, রান্না করা খাবার, নতুন দৃশ্য, ঘটনা। কল্পনা করলাম, মাথার ওপর একটা চালাও পেয়ে গেছি।

কিন্তু যতই সামনে পা বাড়াচ্ছি ততই প্রস্তরসঙ্কুল হয়ে উঠছে পথ। এলোপাতাড়ি পড়ে আছে সাদা পাথর। মনে হলো ওগুলো চুনাপাথর। অর্থাৎ, অনেকদিন পানির ভেতর ছিল ওগুলো। এখন

BanglaBook.org

অবশ্য শুকনো। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট গুহা। ওগুলোর ভেতরে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। দুপুরে ভারি লোভ হলো দু'মিনিট ঘুমিয়ে নেয়ার। কিন্তু সাপের ভয়ে সে আশা বাদ দিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পাহাড়ে উঠছি আমরা। এমন সময় রোমিলেউ-এর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লম্বা করে সামনে পা-টা বাড়িয়েছিল ও, কিন্তু ওটাকে না ফেলে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি ধমক দিলাম, 'এটা কি শোয়ার জায়গা? ওঠো।'

ওর ভেতর ওঠার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। এবং আমি সামনের দিকে চোখ তুলতেই ব্যাপারটা বুঝে গেলাম।

বিশ গজ উপরে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক। তিনজন হাঁটু গেড়ে আমাদের দিকে তাক করেছে বন্দুক। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরও দশজন, ওদের হাতেও বন্দুক। মনে হলো, আমাদেরকে গুলি করতে ওদের কোনও দ্বিধা নেই। আমি তাড়াতাড়ি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভটা ঠেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়ালাম।

আমি ঘটনাটায় বেশ মজা পেলাম, এবং রোমিলেউকে অনুকরণ করে নুড়ির মধ্যে মুখ রেখে শুয়ে পড়লাম।

আমাদের কাছে নেমে এল একজন। অন্যরা বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে থাকল ওর পিছনে। বন্দুকগুলো পুরনো, লম্বা নল আর নকশা করা। গম্ভীরভাবে আমার পয়েন্ট থ্রি ফাইভ, গুলি, ছোরা আর অন্যান্য হাতিয়ারগুলো কেড়ে নিল লোকটা।

ও আমাদেরকে আদেশ করল উঠে দাঁড়াতে। দাঁড়ালাম। আমাদের শরীর তল্লাশি করল ও।

ওরা আমাদেরকে নির্দেশ করল মালপত্তর কাঁধে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে। আরনেউইদের চেয়ে এরা বেশ খাট, গায়ের রঙও অনেক কালো, তবে ওদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। কোমরে রঙচঙে ল্যাঙোট। বেশ ফুর্তির সঙ্গে মার্চ করে এরা।

BanglaBook.org

এক ঘণ্টা চলার পর, উৎসাহ মরে গেল আমার ভেতর। প্রচণ্ড বিদ্বেষ জাগল ওই লোকগুলোর ওপর। মায়া হলো রোমিলেউ-এর জন্যে। গ্লানিতে ভাঁজ পড়ে গেছে ওর মুখটাতে।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'রোমিলেউ, এত ঘাবড়ে যেও না। কী করবে ওরা আমাদের? বন্দী করবে? মুক্তিপণ নেয়ার জন্যে আটকে রাখবে? ক্রুশবিদ্ধ করবে?' কিন্তু আমার কথা ওর কানেই ঢুকল না।

আবার ওকে বললাম, 'ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো তো, ওরা আমাদেরকে ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছে কি না?'

রোমিলেউ একজনকে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা জানতে চাইল। শক্ত হয়ে উঠল লোকটির গালের মাংস, মুখ দিয়ে বেরিয়ে 'হাররররফ'। বেশ বোঝা যাচ্ছে মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। গম্ভীর

তিন মাইল চড়াই হেঁটে এবং হামাগুড়ি দিয়ে পার হও ডাকছে দেখতে পেলাম ওদের শহর। অনেক বড় বড় দা এখানে। কিছু বাড়ি কাঠের। পরে শুনেছি এখানে মা ঝই পাহাড়ের গা থেকে গড়িয়ে পড়ে সাদা পাথর। পাথরগুরকে দখতে বিরাট বাটির মত। এগুলোকে ওরা শহরের অলঙ্কার মনে করে।

লাল দালানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দালানটা প্রাসাদ। তার সামনে গোলাকার পাথরের বাটির ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে ফুল।

আমরা কাছাকাছি যেতেই সটান হয়ে দাঁড়াল দুইজন শান্ত্রী। তবে আমাদেরকে ওদের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না। আমাদেরকে ওরা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল শহরের মাঝখান দিয়ে কতকগুলো কুঁড়েঘরের দিকে।

কুঁড়েঘরগুলোর চালা খড়ের, দেখতে মৌচাকের মত। গোধূলির আলোয় চোখে পড়ল গরু, বাগান, গাছপালা। এখানে যে পানির কষ্ট নেই সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

ওরা আমাদেরকে নিয়ে গেল একটা আঙিনায়, বসতে বলল

BanglaBook.org

বাড়ির দেয়ালের বাইরে মাটির ওপর। বাড়িটার দরোজায় একটা চওড়া সাদা রেখা আঁকা, এর অর্থ এটা একজন রাজ-কর্মকর্তার বাসা।

আমাদেরকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল ওরা। শুধু একজন থাকল পাহারা দেয়ার জন্যে। আঙিনায় ঘুরঘুর করছিল ছয়টা মুরগী, খেলছিল কয়েকটি বাচ্চা। সুর করে কী যেন গাইছিল ওরা। আরনেউইদের বাচ্চাগুলোর মত এরা আমাদের কাছে এল না।

দেখতে দেখতে নামল রাতের ঘোর অন্ধকার। ফিরে গেল বাচ্চা আর মুরগীর দল। আমাদেরকে পাহারা দিতে লাগল ধারী সেই পাহারাদার।

আমি হারিয়ে ফেলছিলাম আমার ধৈর্য। মেজাজও বিগড়ে আকাশে উঠল চাঁদ, কিন্তু অর্ধেক আর ক্ষতবিক্ষত। টা শক্ত বিস্কুট বের করে কামড় বসালাম; তাতেই ঘটল ঙে গেল আমার একটা নকল দাঁত।

বোঝার আগেই বিস্কুটের সঙ্গে চিবিয়ে ফেললাম ভাঙা দাঁতটাও। খোঁচা খেলাম জিভে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল পানি।

আঁতকে উঠে রোমিলেউ প্রশ্ন করল, 'সাহেব, কী হয়েছে?'

লাইটার জ্বালালাম দাঁতের ভাঙা টুকরোটা হাতের ওপর মেলে ধরে ওকে দেখালাম।

বললাম, 'দাঁত ভেঙে গেছে।'

'ব্যথা করছে?'

'না।'

BanglaBook.org

এগারো

থুথু করে মুখের ভেতর থেকে ফেলে দিলাম দাঁতের টুকরোগুলোকে। তখন দেখি, থরথর করে কাঁপছে আমার শরীর। গিললাম এক ঢোক বুরবন হুইস্কি। জ্বালা করে উঠল জিভের কাটা জায়গাগুলো।

এ-সময় রাজপ্রাসাদের দিক থেকে ভেসে এল একটা গম্ভীর গর্জন। রোমিলেউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী, সিংহ ডাকছে নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' উত্তর দিল ও।

একটা সংকেত পেল আমাদের প্রহরী। আমাদেরকে উঠতে বলল ও। ওর আদেশে আমরা ঢুকলাম কুঁড়েঘরের ভেতর। আবার আমাদেরকে বসতে বলল ও।

দুটো টুলের ওপর বসলাম আমরা। মশাল হাতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল দুইজন নেড়া-মাথা রমণী। ওদের মাথাগুলো বিশাল, কিন্তু সুন্দর। ঠোঁট পুরু, চওড়া। ঠোঁট ফাঁক করে হাসল ওরা।

কেঁপে কেঁপে উঠল মশালের আলো। ভেতরে ঢুকল একজন পুরুষ। ওর চুলগুলোকে পরচুলা মনে হলো আমার। দুই মশালের মাঝখানে একটা বেঞ্চের ওপর বসল ও, হাঁটুর ওপর রাখল একটা হাতির দাঁত। অর্থাৎ, সরকারিভাবে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে লোকটা। ওর মণিবন্ধে উড়ছিল চিতাবাঘের লম্বা চামড়া।

BanglaBook.org

আমি ব্যাগ খুলে বের করলাম সিগারেট লাইটার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস। মাটিতে রাখলাম ওগুলোকে। কিন্তু ও দেখেও দেখল না, স্পর্শও করল না।

ওর হাতে দেয়া হলো একটা বিশাল বই। দেখলাম, ওটা একটা মানচিত্রের বই। জিভে আঙুল ভিজিয়ে মানচিত্রের পাতা উল্টিয়ে আমার সামনে মেলে ধরল ও।

রোমিলেউ বলল, 'ও জানতে চাইছে আপনার দেশ কোথায়?'

আমি হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে পড়ে লাইটার আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে খুঁজে বের করলাম উত্তর আমেরিকার ডানবারী, কানেকটিকাট। আমার পাসপোর্টও দেখালাম ওকে। আমার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল নেড়া রমণী দুজন।

রোমিলেউকে বললাম, 'রাজা কোথায়? নাকি ওই ভদ্রলোকই রাজা? ওকে বলো, আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ও উত্তর দিল, 'না, সাহেব, ওকে বলা যাবে না। ও হচ্ছে পুলিশ।'

লোকটা সত্যি সত্যি পুলিশের মতই জেরা করতে লাগল আমাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক কথা জানতে চাইল ও। রোমিলেউ হয়তো ওকে আরনেউই নদীর কথা বলেছে।

লোকটা জানাল, ওয়ারিরিরা খুব শিগ্‌গির একটা উৎসবের আয়োজন করবে। এবং এর দ্বারা যতটুকু বৃষ্টি প্রয়োজন তা নামিয়ে আনবে।

রোমিলেউকে বললাম, 'ওকে জিজ্ঞেস করো তো আমার বন্দুকটা কেন নেয়া হয়েছে, আর কখন ওটাকে ফেরত দেয়া হবে?'

উত্তর পেলাম, 'ওয়ারিরিরা ওদের এলাকায় কোন বিদেশিকে অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে দেয় না।'

বললাম, 'ওকে সাবধান করে দাও, বলো আমার বন্দুকে

BanglaBook.org

টেলিস্কোপ সাইট আছে।'

লোকটা জানতে চাইল, আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী? এভাবে ঘুরে বেড়ানোর কারণ কী?

ওকে জানালাম, ওয়ারিরিদের সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা শুনে দেখতে এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি? তাকে দেখার জন্যে আমি খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আমি তার এক বন্ধুকে চিনি।'

উপেক্ষা করা হলো আমার অনুরোধ। তখন বললাম, 'আমি তার কাছে একটা খবর পাঠাতে চাই। তার বন্ধু ইটেলো আমারও বন্ধু।'

এবারও কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। খিলখিল করে হেসে উঠল মশালধারী রমণী দুজন।

BanglaBook.org

বারো

আমাদেরকে অন্য একটা কুঁড়েঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল সবাই। কিছু খেতেও দিল না ওরা। অনুমান করছি রাত এখন সাড়ে দশটা কিংবা এগারোটা। ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে আমার পেট। ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে গোটা জনপদ। শুনতে পাচ্ছি জন্তু-জানোয়ারের পায়ের শব্দ।

রোমিলেউকে বললাম, 'ওঠো, আগুন জ্বালাই।'

কথাটা গ্রাহ্য করল না ও। বললাম, 'তাড়াতাড়ি কিছু খড়কুটো

যোগাড় করো।'

ভয়ে ভয়ে উঠল ও। বাইরে গেল খড়কুটো আনতে। ও যাওয়ার পর, হ্যাঁচকা টান মেরে চালা থেকে কিছু খড় বের করলাম আমি। নুডলের শুকনো গুঁড়ো মেশালাম পানিতে, বেশ খানিকটা বুরবনও ঢাললাম ওতে।

রোমিলেউ আগুন জ্বালাল দরজার কাছে। কটুগন্ধের জন্যে আমরা ঘরের খুব ভেতরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। মনে হলো ঘরটা যত সব পুরনো জিনিস রাখার গুদাম।

আঁচ খুব বেশি না হওয়ায় স্যুপ ভালমত গরম করতে পারলাম না আমি। সামান্য আঁচ দিয়েই খেয়ে নিলাম ওটাকে। খাওয়া শেষে রোমিলেউ বসল প্রার্থনায়।

ওকে শুনিয়ে বললাম, 'রোমিলেউ, আজ দেখছি খুব মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করছ।' কিন্তু কথাটা শেষ হতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাতরানি। অবশ হয়ে গেল শরীরের ডান দিকটা। ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট। উঠল হেঁচকির পর হেঁচকি। তরল পদার্থের মত নাক দিয়ে উঠে আসছে আতঙ্ক। আগুনের শিখায় হঠাৎ আমার চোখে পড়েছে, দেয়ালের কাছে পড়ে আছে একটা মসৃণ কালো দেহ।

'রোমিলেউ।'

প্রার্থনা বন্ধ করল ও। কিন্তু সাড়া দিল না।

'ঘরে কেউ আছে!'

'না। আপনি আর আমি ছাড়া কেউ নেই।'

'আমি বলছি কেউ আছে। ঘুমুচ্ছে। দাঁড়াও, লাইটারটা বের করি।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে জোরে জোরে ঘোরালাম অস্ট্রিয়ান লাইটারের ছোট্ট চাকাটা। মাথার ওপর আলোটা উঁচু করে ধরে এগিয়ে গেলাম সামনে। দেখলাম, হ্যাঁ, শুয়ে আছে একজন

BanglaBook.org

মানুষ।

রোমিলেউকে প্রশ্ন করলাম, 'লোকটা কি ঘুমিয়ে আছে?'

'না। মরে গেছে,' জবাব দিল ও।

'তা হলে ওরা আমাদেরকে একটা লাশের সঙ্গে ঘুমুতে দিয়েছে। এর অর্থ কী? ওদের মতলব কী, রোমিলেউ?'

'সাহেব!'

ওর সামনে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'শান্ত হও। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।' কিন্তু বললে কী হবে, অনুভব করলাম কঠিন হয়ে গেছে আমার পাকস্থলী।

ওকে আদেশ করলাম লাশটাকে পাশ ফেরাতে। ও রাজি হলো না। তখন লাইটারটা ওর হাত দিয়ে আমি নিজেই মুখ ফেরালাম লাশটা।

দেখলাম, মানুষটা লম্বা। মনে হলো, মরার আগে কোনো উৎকট গন্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ও। এখনও কপালে দেখা যাচ্ছে ভ্রূকুটির কুঞ্চন। মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারলাম না, কেননা শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই।

বললাম, 'রোমিলেউ, লোকটা মারা যাওয়ার বেশিক্ষণ হয়নি। ভাল করে দেখো, কিছু বুঝতে পারো কি না?'

লাশটা উলঙ্গ ছিল। তাই দেখার কিছু ছিল না। রোমিলেউ কিছুই বুঝতে পারল না, বলতেও পারল না।

বললাম, 'রোমিলেউ, ওরা ইচ্ছে করেই এটা করেছে। সেজন্যেই ওখানে এতক্ষণ আমাদেরকে বসিয়ে রেখেছিল ওরা, আর মেয়ে দুটো খিলখিল করে হাসার কারণও এটা। একেই বলে ষড়যন্ত্র। যাও, ওদেরকে বলো, আমি লাশের সঙ্গে ঘুমুতে রাজি নই।'

'কিন্তু কাকে বলব আপনার কথা?'

'যাকে পাবে তাকেই জানিয়ে জিজ্ঞেস করো।'

BanglaBook.org

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরুল রোমিলেউ। এরপর হুঁশ হলো আমার। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে যেয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। বাইরে, ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ। সাহসে বুক বেঁধে গলা উঁচু করে ডাকলাম, 'রোমিলেউ, তুমি কোথায়? ফিরে এসো।'

ও ফিরে আসার পর দু'জনে বসলাম লাশটার পাশে, মাটিতে। ওকে বললাম, 'আমি ওদের এসব চালাকি সহ্য করব না।' এরপর ওকে জানালাম আমার পরিকল্পনা।

'না, সাহেব। না,' প্রতিবাদ করল ও।

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'আমরা বাইরে ঘুমুবো।'

'না। এতে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। আমি লাশটা ওদের ঘাড়েই চাপাব।'

'আপনি কী করতে বলছেন?'

'মন দিয়ে শোনো। ওরা এই লোকটার মৃত্যুর জন্যে আমাদেরকে দায়ী করতে চায়। তখন কেমন লাগবে? এসো, একে ধরো।'

'না, সাহেব, না। আমরা বরং ঘরটা ছেড়ে যাই। বাইরে আমি আপনার বিছানা করে দিচ্ছি।'

'না। আমি লাশটা টেনে রাজপ্রাসাদের সামনে রেখে আসব। আমি বিশ্বাস করি না ইটেলোর বন্ধু তার দেশে কোনো অতিথিকে এমন বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করতে পারে।'

'না, না। ওরা আপনাকে বন্দি করবে।'

'ঠিক আছে, তা হলে ওটাকে অন্য কোথাও রেখে আসব। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু না করে শুধু চুপচাপ বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব?'

BanglaBook.org

'অসম্ভব বলেই অসম্ভব।'

হাত বাড়াল রোমিলেউ। সে হাতের ছায়া পড়ল দেয়ালে। ও বিড়বিড় করে বলল, 'একটা অঘটন ঘটবে দেখছি।'

আমার হাতের মধ্যে লাইটারটা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলার ফলে গরম হয়ে উঠেছে। ফুঁ দিয়ে ওটাকে নিভিয়ে ওকে বললাম, 'এ লাশ এখান থেকে যাবেই, এবং এখনই।'

আমি বাইরে বেরুলাম চারদিকের অবস্থা দেখার জন্যে। মাথার ওপর আকাশটাকে মনে হলো নীল অরণ্য। তার মাঝখানে ফুটে আছে হলুদ চাঁদ। আবার শুনতে পেলাম সিংহের গর্জন।

সবাই ডুবে আছে ঘুমে। ঘুমন্ত মানুষের কুঁড়েঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম আমি। সত্তর হাত হাঁটার পর দেখতে পেলাম রাস্তাটা আর নেই। সমুখে একটা গভীর খাদ। তার শেষপ্রান্তে জ্বলছে আগুন। এ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, 'চমৎকার। লাশটাকে এই খাদেই ফেলে দেব।'

ফেরার পথে মনে হলো লাশটাকে সরাতে গেলে চাঁদের ফুটফুটে আলো কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করবে। বলা যায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ হয়তো আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে। কিন্তু ফেরার পথে বিপদ ঘটাল কয়েকটা কুকুর। একটা কাছে এসে শুঁকে দেখল আমাকে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতেই ভয় পেয়ে সরে গেল ওটা।

কুঁড়েঘরের দরজায় বসে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন নীলাভ মেঘ এসে ম্লান করে দেবে ওই চাঁদটাকে। কিন্তু আমার আশা পূরণ হলো না। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

গলা পর্যন্ত জড়িয়ে নিলাম কম্বল, যাতে শরীরে রক্তের দাগ না লাগে, তা ছাড়া প্রয়োজন হলে লাশটাকে যেন কাঁধে নিয়ে একাই ছুটতে পারি। রোমিলেউ-এর পক্ষে বেশি ভার টানা সম্ভব নয়।

দেয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনলাম লাশটা। দুই কব্জি ধরে পাক মেরে ঘাড়ে তুলে নিলাম ওটাকে। ঠাণ্ডা চিবুকটা চেপে বসল

আমার কাঁধে।

নিজেকে আড়াল করার জন্যে কিছুটা দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করছিল রোমিলেউ। ওকে বললাম, 'পা দুটো ধরো। মানুষ দেখলে তখন না হয় গা ঢাকা দিয়ো।'

আমার কথামত তাই করল ও। এ সময় কাছেই কোথাও যেন ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। তারপর দেখি, ঝোপের ভেতর থেকে লোম খাড়া করে এগিয়ে আসছে ওটা। কুকুরটা বেশ বুড়ো, ঝুলে পড়েছে গলার চামড়া। আমি কষে ধমক মারলাম ওটাকে। প্রথমে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল কুকুরটা। তারপর লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

লাশ কাঁধে নিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছি আমি। ওটার পা দুটো ধরে আছে রোমিলেউ। চলার তালে তালে নড়ে-চড়ে উঠছে লাশটা। হাঁটতে-হাঁটতে খাদের কাছে এসে পড়লাম আমরা। নরম মাটিতে ডুবে যাচ্ছে আমার পা, বালুতে ঢেকে যাচ্ছে বুট। খুলে যাচ্ছে ওগুলোর বাঁধন।

খাদের মুখে পৌঁছতে হলে একটা উঁচু ঢিবির ওপর চড়তে হয়। উঠতে যেয়ে দেখি, বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার। রোমিলেউকে বললাম, 'ভাল করে ধরো। বেশ ভারী লাগছে।'

কিন্তু ভাল করে ধরতে গিয়ে লাশটাকে ঠেলে দিল ও। তাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম আমি। ধুলো-বালিতে দম বন্ধ হবার অবস্থা হলো আমার।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রোমিলেউ, 'ওরা আসছে।'

দেরি না করে লাশটার নীচ থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আর ধাক্কা মেরে খাদের ভেতর ফেলে দিলাম ওটাকে।

হাঁটু গেড়ে আমি মুখ ফেরালাম কারা আসছে দেখার জন্যে। আমার কুঁড়েঘরের কাছে কয়েকটা মশাল দেখতে পাচ্ছি। হয় লাশটা আর নয়তো আমাদেরকে খুঁজছে ওরা।

BanglaBook.org

ভাবলাম, খাদের মধ্যে ঝাঁপ দেব! কিন্তু তা হলে বিপদ বাড়বে। অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে আমাদেরকে। ব্যথায় কনকন করতে আরম্ভ করল মুখের ভেতরের স্নায়ুগুলো।

চাঁদের আলোয় আমাদেরকে দেখতে পেল ওরা। একজন দৌড়ে এল বন্দুক হাতে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো, ও আমাদের ক্ষতি করতে আসেনি। চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে বিনয়, শ্রদ্ধা।

লোকটা রোমিলেউকে জানাল, আজ সন্ধ্যায় যে ভদ্রলোক আমাকে জেরা করেছে সে আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমাদেরকে আবার নিয়ে যাওয়া হলো সেই উঠোনে। সেখান থেকে জেরাকারীর কাছে। দেখলাম, নেড়া রমণী দু'জন ওদের স্বামীর আসনের দুই পাশে জন্তুর চামড়ার ওপর শুয়ে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। একে একে ফিরে এল অনেকগুলো মশালধারী লোক। ওরা সবাই খুঁজতে বেরিয়েছিল আমাদেরকে।

বসতে বলা হলো আমাকে। একটা টুলের ওপর বসলাম আমি। হাত রাখলাম হাঁটুর ওপর। মুখ বাড়িয়ে খাড়া করে রাখলাম কান।

লাশের প্রসঙ্গে কোনো শব্দ উচ্চারণ করল না জেরাকারী। কিন্তু অদ্ভুত কতগুলো প্রশ্ন করল ও। আমার বয়স কত? স্বাস্থ্য কেমন? বিবাহিত কিনা? ছেলেমেয়ে আছে কিনা? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার উত্তরগুলো অনুবাদ করল রোমিলেউ। শুনতে শুনতে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল জেরাকারী।

এরপর প্রশ্ন করল ও, 'দয়া করে আপনার নাম সই করবেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের গতিতে নিজের নাম সই করলাম আমি।

এবার জেরাকারী আরও একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল আমাকে 'দয়া করে আপনার শার্টটা খুলবেন?'

প্রতিবাদ করলাম আমি। জানতে চাইলাম, ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু

BanglaBook.org

কিছু বলতে পারল না রোমিলেউ। চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। চাপা গলায় ওকে বললাম, 'রোমিলেউ, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো শার্ট খুললে হবে টা কী?'

'আমি বলতে পারব না।'

'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

ওকে প্রশ্ন করল রোমিলেউ। কিন্তু কোনো উত্তর দিল না লোকটা। আবার আমাকে শার্ট খোলার অনুরোধ করল ও।

রোমিলেউকে বললাম, 'শার্ট খুলতে পারি, কিন্তু ওকে বলো তারপর আমাকে কি শান্তিতে ঘুমুতে দেবে?'

লোকটা আমার কথা বুঝতে পারল, এবং মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি শরীর থেকে খুলে ফেললাম শার্ট। জেরাকাঠী কাছে এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে আরম্ভ করল আমার দেহ।

ওর দেখা শেষ হলে শার্টটা গায়ে চাপিয়ে রোমিলেউকে বললাম, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, রাজার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি না।'

এবার সাড়া দিল ও। জানাল, 'আগামীকাল রাজা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন এবং আপনার ভাষায় আলাপ করবেন। কাল এখানে খরা থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে বৃষ্টি নামানোর জন্য যে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তার আগেই ভোরবেলায় এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে।'

'তাই নাকি? তা হলে তো এখন একটু ঘুমানো দরকার।'

তখন রাত আর বেশি বাকি ছিল না। তবুও আমার আবেদন মঞ্জুর করল ও। একটু পরেই শোনা গেল মোরগের ডাক। অগভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আমি। আর তখনই দেখলাম, ঘরের ভেতর, দরজার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে গতরাতের সেই মৃতদেহটা।

BanglaBook.org

তেরো

ঘুমিয়ে আছে রোমিলেউ। এক হাত দুই হাঁটুর ভেতর, অন্য হাতটা কোঁচকানো গালের নীচে। লাশের পাশে ওকে ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। বাতাস বেশ উষ্ণ। চারদিকে রঙের সমারোহ।

আজ এখানে উৎসব। ইতোমধ্যে জেগে উঠেছে শহর। ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে মানুষ। কুঁড়েঘরগুলোর বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে দেশি বিয়ারের গন্ধ। শোনা যাচ্ছে মাতালদের হৈ-চৈ। আমার দিকে কেউ চোখ তুলেও তাকাল না।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, একটা কুঁড়েঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে আছে এক বুড়ো। একজন রমণী ওর পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে পা মাড়াচ্ছে। এরপর রমণী ওর ওপর তরল চর্বি ঢেলে মালিশ করল পেট, পাঁজর। মালিশের চোটে কুঁচকে গেল বুড়োর কপাল, ফাঁক হয়ে গেল মুখ।

এ-গলি থেকে ও-গলিতে ঘুরতে লাগলাম আমি। এক জায়গায় চোখে পড়ল, কয়েকজন তরুণী গরুর শিং ঘষে-ঘষে তাতে লাগাচ্ছে রঙ। আর নিজেদেরকে সাজাচ্ছে উটপাখি এবং চিলের পালক দিয়ে। কিছু কিছু পুরুষের চিবুকে ঝুলছে মানুষের চোয়ালের হাড়। সাজানো হচ্ছে পূজার মূর্তিগুলো। তাদের পায়ে নিবেদন করা হচ্ছে ভোগ। শোনা যাচ্ছে ঝুনঝুনির আওয়াজ, ঢোলের আওয়াজ, শিঙ্গার ওঙ্কার, বন্দুকের শব্দ।

BanglaBook.org

দেখি, বাড়তে থাকল বেলা। ফেরার পথে পা বাড়ালাম আমি। ঘরে ঢোকার আগেই আমাদের কুঁড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে রোমিলেউ। ওকে একনজর দেখলেই বোঝা যায় ওর মনের অবস্থা কী।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললাম, 'রোমিলেউ, অহেতুক চিন্তা করো না। রাজার সঙ্গে দেখা হলে তাকে সব কথা জিজ্ঞেস করব। এখন যাও, ঘর থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে এসো।'

এসময় শুনতে পেলাম, মার্চের তালে তালে এগিয়ে আসছে ঢোলের শব্দ। দেখি, দুটো প্রকাণ্ড রাজকীয় ছাতা মেলে ধরে আমার দিকে এগোচ্ছে একদল লোক। ঢোল বাজাচ্ছিল রাজার নারী-সৈনিকরা। বিশাল ওদের দেহ।

একটা ছাতার নীচে মোটাসোটা একজন পুরুষ। পরনে এক প্রস্ত সিল্কের পোশাক। অন্য ছাতাটার নীচে কেউ নেই। অনুমান করলাম, ওই ছাতাটা ওরা আমার জন্যেই নিয়ে এসেছে।

দ্রুত মার্চ করে আসছে ঢোলবাদিকারা। তালে তালে ঘোরানো হচ্ছে ছাতা দুটোকে। কাছে আসতেই বিরাট ছাতাটার নীচ থেকে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক নাম হোরকো। রাজা দাহ্ফুর চাচা। টকটকে লাল রঙের এক প্রস্ত পোশাকটি বগলের নীচ থেকে জড়িয়ে হাঁটু পর্যন্ত পরেছেন। দুই কানে দুটি মহামূল্য পাথর, হয় চুনি কিংবা পদ্মরাগ মণি।

সভ্যজগতের রীতি অনুযায়ী আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। সেই সঙ্গে হাসলেন। মুখ থেকে বেরিয়ে এল জিভ, স্ফীত, তৃপ্ত, বিরাট, রক্তবর্ণে রঞ্জিত, যেন অনেকক্ষণ ধরে লজেন্স চুষেছেন। আমিও তার সাথে পাল্লা দিয়ে হাসলাম।

আমাদেরকে ঘিরে ধরল গ্রামবাসী। ওরাও হাসল আমাদের

BanglaBook.org

সঙ্গে। হোরকো-র চেয়েও প্রবল ওদের হাসি। দেশি বিয়ার পোম্বো গিলে ওরা তখন বেহেড মাতাল।

এসময় এগিয়ে এল হাতকাটা জামা পরা নারী-সৈনিকেরা। মাতাল মানুষগুলোকে দূরে সরিয়ে দিল ওরা। আমার এবং হোরকো-র মাঝখানে থাকার অধিকার ওদের নেই। ওই নারী-সৈনিকদের গায়ে কর্সেটের মত চামড়ার আঁটো জামা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বিশাল, এবং নিতম্ব অবিশ্বাস্য রকমের প্রশস্ত, উঁচু।

আমাকে শূন্য ছাতাটার নীচে ঢোকার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন হোরকো। ভীষণ জমকালো ওই ছাতা। এত দামি জিনিস আমি এর আগে দেখিনি।

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। তখন সকাল আটটার বেশি হয়নি, কিন্তু রোদ উঠেছে প্রচণ্ড। মুখ মুছলাম আমি। চেহারায় ফুটিয়ে তুললাম বন্ধুত্বের ভাব।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি হোরকো। দাহফুর চাচা।'

'আরে, আপনি ইংরেজি জানেন দেখছি। কী সৌভাগ্য আমার। তা আমরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তো?'

নারী-সৈনিকদের কী এক আদেশ দিলেন হোরকো। সঙ্গে সঙ্গে একতালে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ঢোলে ওদের বেজে উঠল মার্চের তাল। ফুরফুর করে ঘুরতে থাকল ছাতা দুটো। ওগুলোর সিল্কের পিঠ থেকে ছিটকে ছিটকে পড়ল সূর্যের রশ্মি।

'রাজপ্রাসাদে চলুন,' বললেন হোরকো।

'বেশ।'

শুরু হলো আমাদের যাত্রা। সামনে পিছনে নারী-সৈনিক। আজ শহরটাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। পথের দু'পাশে ভিড় করে আছে মানুষ। চোখে পড়ল হাজার হাজার হাত, হাজার হাজার চঞ্চল পা। সবার মুখে উৎসবের আনন্দ। ছুটোছুটি করছে

BanglaBook.org

মুরগী, শুয়োর।

বললাম, 'মিস্টার হোরকো, কালকের তুলনায় আজকের দিনটা একেবারে অন্যরকম লাগছে।'

'কাল ছিল দুঃখের দিন। সবাই উপবাস করছিল।'

আমরা গলি ছাড়িয়ে প্রাসাদের দিকে চলেছি একটা রাজপথ ধরে। চোখে পড়ল প্রাসাদের বাঁ দিকে, উঁচু বেদির ওপর ঝুলছে অনেকগুলো মৃতদেহ। পা ওপরে, মাথা নীচে।

আমার মুখে ফুটে উঠল আতঙ্ক। পিছন ফিরে দেখতে চাইলাম রোমিলেউকে। কিন্তু মালপত্তর দিয়ে ঢেকে আছে ওর মুখ। তা ছাড়া মাঝখানে ছিল একদল ঢোলবাদিকা নারী-সৈনিক।

চেঁচিয়ে হোরকোকে বললাম, 'কী ব্যাপার, এত লাশ কেন?'

বিরাট মাথাটা নাড়লেন হোরকো। লাল জিভ বের করে হাসলেন। স্পর্শ করলেন পাথর বসানো কানের লতি। কোনো উত্তর এল না।

আমি আবার বললাম, 'শুনছেন। লাশ। মরা মানুষ।'

আবারও হাসতে লাগলেন হোরকো। ভাব দেখে মনে হলো, আমার কথাগুলো শুনতে পাননি, আর নয়তো বুঝতে পারেননি।

আমরা ইতোমধ্যে প্যারেড করার মাঠ পেরিয়ে চলে এসেছি। শান্ত্রীরা খুলে দিল রাজপ্রাসাদের লাল দরজা।

প্রাসাদ তিনতলা। আছে সিঁড়ি, চারকোনা গ্যালারি। মাটির ওপরের ঘরগুলো একেবারে খোলা, ছোট ছোট খুপরির মত। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ঘরগুলোর নীচ থেকে ভেসে আসছে বন্য জন্তুর গর্জন। এ গর্জন সিংহ ছাড়া অন্য কোনো পশুর মুখ দিয়ে বের হতে পারে না।

প্রাঙ্গণে দুটো ছোট কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। প্রত্যেকটির ভেতরে একটা করে শিংঅলা সাদা মূর্তি। ধবধবে মূর্তি দুটোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা রঙিন রেখা। প্রাসাদের চুড়োতে

BanglaBook.org

উড়ছে রোদে বিবর্ণ পতাকা।

ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, 'কোন্‌দিক দিয়ে রাজার কাছে যাব?'

কিন্তু আমি জানতাম না রাজার কাছে পৌঁছতে হলে কিছু আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন। এখানকার ভব্যতা অনুযায়ী হোরকো-র কর্তব্য হচ্ছে খাবার দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করা, সেই সাথে আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলা।

প্রথমে বেশ ঘটা করে নামানো হলো ছাতা দুটোকে। নারী-সৈনিকরা নিয়ে এল একটা ব্রীজ খেলার টেবিল। লাল আর হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল ওটা। টেবিলের ওপর সাজানো হলো কেতলি, কয়েক ধরনের ডিশ। খাবার এল খেজুর, আনারস, পোম্বো, ঠাণ্ডা মিষ্টি আলু, ইঁদুরের পা। তার সঙ্গে গরম পানি, আর গরুর তাজা রক্তের সঙ্গে দুধ মেশানো এক ধরনের পানীয়।

আমি খেলাম আলু এবং পোম্বো। অত্যন্ত কড়া ওই মদ। পেটে যাওয়ার সাথে সাথে ঝিমঝিম করতে লাগল পা, হাঁটু। ঝোঁকের মাথায় গিলে ফেললাম কয়েক কাপ পোম্বো।

হোরকো তামাক চিবাতে চিবাতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কেতলি থেকে ঢেলে দিলেন গরম পানি। সেদ্ধ করা খড়ের মত স্বাদ ওই পানির। আমি সৌজন্যের খাতিরে চুমুক দিতে শুরু করলাম কাপে।

এভাবে শেষ হলো হোরকো-র সঙ্গে আমার সামাজিকতার পালা। আমাকে উঠতে ইঙ্গিত দিলেন তিনি। চোখের পলকে নারী-সৈনিকের দল তুলে নিল বাসনপত্র, সরিয়ে ফেলল টেবিল, তারপর লাইন হয়ে দাঁড়াল আমাদেরকে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। ওদের বিশাল নিতম্বে দেখতে পেলাম দাগ।

সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। কয়েক ধাপ ওঠার পর বাঁক নিল ওটা। আমরা পৌঁছলাম প্রাসাদের ওপ্রান্তে। একটা

BanglaBook.org

গাছ দেখা গেল এবার। আন্দোলিত হচ্ছিল ওটা, মটমট করছিল ডালগুলো।

দেখি, কয়েকজন লোক বসেছে গাছের ওপর, কয়েকজন নীচে। দড়ি আর কাঠের চাকার সাহায্যে গাছে পাথর তুলছিল ওরা।

হোরকো আমাকে জানালেন, আজ বৃষ্টির জন্যে যে উৎসব হতে যাচ্ছে, এই পাথরগুলোর সঙ্গে সেই বৃষ্টির মেঘের একটা সম্পর্ক আছে। কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। শুধু এটুকু বুঝলাম, এই পাথরগুলো বৃষ্টিবাহী মেঘের প্রতীক।

আমরা পৌঁছলাম তেতলায়। পর পর কয়েকটি প্রশস্ত কিন্তু নিচু ঘর পার হতে হলো আমাদেরকে। প্রত্যেকটা ঘরের চারদিকে পর্দা ঝোলানো আর বিচিত্র রকমের নকশা আঁকা। জানালাগুলো খুবই ছোট। ভাল করে আলো ঢোকে না। ঘরের কোনো কোনো কোনায় কয়েকটা করে বল্লম, কোথাও একটা আসন, কোথাও আবার কিছু জন্তুর চামড়া।

রাজার ঘরের সামনে এসেই বিদায় নিলেন হোরকো। আমার নগ্ন বাহু ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল একজন নারী-সৈনিক

রাজা দাহ্ফুকে দেখার আগেই আমি অনুভব করলাম ঘরের ভেতরে বেশ কয়েকজন রমণী উপস্থিত। আন্দাজ করলাম বিশ-তিরিশ জন হবে। ওরা সবাই নগ্ন। ঘরের বাতাস অত্যন্ত উষ্ণ, ভেসে বেড়াচ্ছে রমণীদেহের মদির ঘ্রাণ। দম বন্ধ হবার অবস্থা হলো আমার।

দরজার কাছে, একটা উঁচু টুলের ওপর বসে আছে এক বুড়ি। মোটাসোটা, পাক ধরেছে চুলে। তার জামাও নারী-সৈনিকদের মত। মাথায় ইতালীয় সৈনিকদের টুপি। রাজার তরফ থেকে আমার সঙ্গে করমর্দন করল ওই বুড়ি।

'কেমন, ভাল তো,' বললাম আমি। মন্থর পায়ে সরে গিয়ে

BanglaBook.org

আমাকে পথ করে দিল রমণীরা।

ঘরের এক প্রান্তে দশ ফুট লম্বা সবুজ রঙের মোটা গদির একটা সোফা। তার ওপর শিথিল শরীর বিছিয়ে পূর্ণ বিশ্রামের আমেজে শুয়ে আছেন রাজা। হাঁটু পর্যন্ত সিল্কের লাল পাজামা। সুন্দর সুঠাম দেহ। গলায় সাদা রুমাল জড়ানো, তাতে জরির কাজ। পায়ে সাদা চটি, ও দুটোতেও একই রকম জরির কাজ। আন্দাজ করলাম, রাজা, লম্বায় ছ'ফুট কিংবা তারও বেশি হবেন।

রমণীরা তার সব রকম সেবা করছে। কেউ কাপড় দিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছে, কেউ বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, একজন পাইপ সাজিয়ে আগুন জ্বেলে টেনে টেনে বের করছে ধোঁয়া।

যন্ত্রের মত পা ফেলে এগিয়ে গেলাম আমি। কিন্তু রাজার কাছে পৌঁছুবার আগেই একটা হাত বাধা দিল আমাকে। একটা টুল রাখা হলো সবুজ সোফার পাঁচ ফুট দূরে। আমি বসলাম ওটাতে।

আমার আর রাজার মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের পাত্র। তার মধ্যে দুটি কঙ্কালের খুলি। গালে গাল ঠেকে আছে ওগুলোর। খুলি দুটোর কপালের হলুদ হাড় থেকে আলো এসে ছিটকে পড়ছে আমার চোখে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুই জোড়া চোখের কোটর, দুটি নাকের গর্ত, এবং চার সারি দাঁত।

'ভয় পাবেন না। আজকের উৎসবে এই খুলি দুটোকে ব্যবহার করা হবে,' বললেন রাজা দাহ্‌ফু।

রাজাকে ভাল করে দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম আমি। এক হাত রাখলাম পেটে, এক হাত বুকে। আমার এই ভঙ্গি দেখে মজা পেলেন রাজা। মাথা তুললেন আরও কিছু দেখার জন্যে।

'কাল বিকেলে আমি আপনার আসার খবর পেয়েছি। তখন থেকে অধীর হয়ে আছি আপনার সাক্ষাতের,' বললেন রাজা।

'আমি আপনার বন্ধু ইটেলো-র শুভেচ্ছা বয়ে এনেছি।'

BanglaBook.org

'কুস্তি হয়েছে ওর সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কে জিতেছে?'

'দু'জনেই।'

'হুঁ। আপনার স্বাস্থ্য দেখে আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

'ইয়োর হাইনেস, আশা করি আপনার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হবে না।'

'না, না। এখানে ওসব নিয়ম নেই। আমি তো একদম শরীর নড়াই না। এমনকী আমার হয়ে আমার সর্দারণী তাতুই অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন করে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার অনেক কাজ। এই এতগুলো স্ত্রীর খেয়াল রাখাও একটা কর্তব্য। আমার জীবন, এমনকী আমার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাও অত্যন্ত জটিল। আচ্ছা, মিস্টার..., একটা কথা জানতে চাই–'

'আমাকে হেণ্ডারসন বলে ডাকবেন,' বললাম আমি।

'মিস্টার হেণ্ডারসন, আপনাকে যে প্রশ্নটা এখন করব তার উত্তর সরাসরি দিলে খুশি হব। এই রমণীরা কেউ ইংরেজি জানে না, অতএব আপনার কথা কেউ বুঝতে পারবে না। বলুন, আমাকে দেখে আপনার হিংসা হয়?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি এই রমণীদের দেখে?'

'ইয়োর হাইনেস, সত্যি কথা বলতে কী, আমিও অনেক রমণীর সংস্পর্শে এসেছি। অবশ্য আপনার মত সবাইকে একসঙ্গে উপভোগ করতে পারিনি, করেছি আলাদা আলাদা ভাবে। তবে আপনাকে হিংসা করি অন্য কারণে। এ রাজ্যের প্রজাদের হৃদয়ের অধিশ্বর হচ্ছেন আপনি। আপনার সেবা করবার জন্যে তারা

BanglaBook.org

সবসময় উদ্‌গ্রীব থাকে।'

'মি. হেণ্ডারসন, আপনার ধারণা সত্যি নয়। যতদিন আমার যৌবন আছে, যতদিন ক্ষমতা আছে ততদিন এরা আমাকে পূজা করবে। কিন্তু যখন আমি দুর্বল হয়ে পড়ব, তখন আমার কী পরিণতি হবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কী হবে?'

'আমার এখনকার এই প্রিয় রমণীরা আমার অক্ষমতার খবর পাঠাবে ওয়ারিরিদের প্রধান পুরোহিত বুনামকে। বুনাম এবং অন্যান্য যাজকরা আমাকে নিয়ে যাবে জঙ্গলে। সেখানে ওরা গলা টিপে হত্যা করবে আমাকে।'

'না। এ অকল্পনীয়।'

'কিন্তু এটাই আমার নিয়তি। যতদিন না মাংস পচে তাতে পোকার জন্ম হয়, ততদিন আমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে পুরোহিত। সেই পোকা ওরা এক টুকরো রেশমি কাপড় দিয়ে মুড়ে নিয়ে আসবে প্রজাদের কাছে। ওদেরকে বলবে, ওই পোকা হচ্ছে তোমাদের মৃত রাজার আত্মা। এরপর পুরোহিত আবার ফিরে যাবে জঙ্গলে। কিছুদিন পর, ও একটা সিংহশাবককে ধরে নিয়ে আসবে প্রজাদের কাছে। ওদেরকে বলবে, পোকা এখন সিংহশাবকে রূপান্তরিত হয়েছে। আরও কিছুদিন পর ওরা প্রজাদের কাছে ঘোষণা করবে, সিংহশাবক এখন নতুন রাজায় রূপান্তরিত হয়েছে। এরপরও আপনি আমাকে হিংসা করবেন?'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি হিংসুক?' বেশ চড়া গলায় বললাম আমি।

রাজার স্ত্রীদের পিছনে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল নারী-সৈনিকরা। আমার গলায় ক্রোধের আঁচ পেয়ে সতর্ক হয়ে নড়েচড়ে উঠল ওরা। রাজা কী যেন উচ্চারণ করে শান্ত করলেন ওদের। এরপর সোফা থেকে মাথা তুলে খাঁকারি দিলেন তিনি। চোখের

BanglaBook.org

পলকে এক নগ্ন সুন্দরী তার মুখের সামনে তুলে ধরল পিকদান। রাজার ভাবসাব দেখে মনে হলো পাইপ থেকে কিছু তামাকের রস ঢুকে গেছে তাঁর গলায়। বিরক্ত হয়ে পাইপটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নগ্ন রমণী সেটা কুড়িয়ে কাপড় দিয়ে মুছতে লাগল পাইপের নল।

হাসি পেল আমার। রাজাকে বললাম, 'ইয়োর হাইনেস, কাল রাতে একটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটেছে। আমার ঘরে একটা লাশ ছিল।'

শুনে অপ্রস্তুত হলেন রাজা। রেগেও গেলেন। 'কী? আমি নিজে এর তদন্ত করব। দয়া করে আপনি আমার প্রাসাদেই আতিথ্য গ্রহণ করুন।'

'ধন্যবাদ।'

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন রাজা দাহ্ফু। 'মি. হেণ্ডারসন, আপনি কেন আমাদের এখানে এসেছেন?'

'নিছক বেড়াতে।'

'আপনি কোন ধরনের ভ্রমণকারী।'

'টুরিস্ট বলে মনে করতে পারেন।'

'কিংবা ভবঘুরে। মি. হেণ্ডারসন, আমি লক্ষ্য করেছি আপনার ভেতর আত্ম-সন্দেহ আছে। এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

রাজার কাছে আমি জানতে চাইলাম, 'ইয়োর ম্যাজেস্টি, কাল যে লোকটা আমাকে জেরা করে করে কাহিল করেছে, সে কে?'

'ওর নাম বুনাম। আমাদের প্রধান পুরোহিত।'

'ইয়োর হাইনেস, আমি শুনেছি আজ আপনি বৃষ্টি নামানোর ব্যবস্থা করছেন। আমার উপস্থিতি হয়তো আপনাদের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার আতিথেয়তার আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করছি। কিন্তু ভাবছি, দুপুরের খাবারের পরই চলে যাব আমরা।'

BanglaBook.org

আমার ভাগার মতলব শুনে মাথা নাড়তে লাগলেন রাজা দাহ্‌ফু। নগ্ন রমণীরা ভাবল আমি রাজাকে উত্তেজিত করছি। আমি ওদের চোখে দেখলাম ঘৃণা।

'না, মি. হেণ্ডারসন। আপনি চলে যাবেন এ আমি ভাবতে পারি না। উৎসবের সময় হয়েছে। আপনি আমার অতিথি হোন।'

একটা বিরাট লাল রঙের ভেলভেটের হ্যাট, পরলেন রাজা। হ্যাটের মাথায় মানুষের দাঁত বসানো। সবুজ সোফা থেকে উঠে একটা চতুর্দোলায় শুয়ে পড়লেন তিনি। আটজন নারী-সৈনিক হলো বাহিকা। চতুর্দোলার দণ্ডটা সামনে ধরল চারজন, পিছনে চারজন।

রাজার অনুরোধে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম আমি। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমরা পৌঁছলাম প্রাঙ্গণে।

হোরকো এসে যোগ দিলেন আমাদের মিছিলে। সঙ্গে সেই ছাতা, নারী-সেনাবাহিনী, এক পাল স্ত্রী, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, আর একদল যোদ্ধা। ছেলে-মেয়েদের হাতে দেখলাম ভুট্টার শিষ, আর যোদ্ধাদের কাঁধে মূর্তি। বিভিন্ন রকমের রঙ দিয়ে লেপ্টানো হয়েছে মূর্তিগুলোকে। এত কুৎসিত মূর্তি আমি এর আগে দেখিনি। কোনটাতে দাঁত ছাড়া কিছু নেই, কোনটাতে আছে শুধু নাক, আবার কোনটাতে কেবলই লিঙ্গ।

নারী-সৈনিকরা কাঁধ থেকে নামাল রাজার চতুর্দোলা। মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। প্রাঙ্গণ ভরে গেল মানুষে। রাজা বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, আরনেউই-রা ভীষণ পানির কষ্টে পড়েছে, তাই না?'

'রাজা, ওদের ভাগ্য ভাল নয়,' উত্তর দিলাম আমি।

'আমরা ওয়ারিরিরা ওই জাতটাকে "নিবাই" বলে ডাকি। এর অর্থ হতভাগা। পুরাণে দেখা যায়, এক সময় আমরা একই জাতি ছিলাম, শুধু ভাগ্যের কারণে আমরা আলাদা হয়ে পড়ি।'

BanglaBook.org

'ওয়ারিরিরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করে?'

'হ্যাঁ। ওয়ারিরিরা হচ্ছে "ইবাই" অর্থাৎ ভাগ্যবান।'

'তা হলে আজ বৃষ্টি হবেই?'

'অবশ্যই।'

মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন রাজার চাচা, হোরকো। প্রাসাদের দেয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসছে তীব্র কোলাহল, প্রচণ্ড ধ্বনি। নারী-সৈনিকরা আবার কাঁধে তুলে নিল চতুর্দোলা। চারদিকে তখন উত্তেজনা, চিৎকার, কোলাহল, ঢোলের নিনাদ।

চিৎকার করে রাজার কাছে জানতে চাইলাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'একটা বিশেষ স্থানে...ময়দানে,' উত্তর দিলেন দাহ্‌ফু।

মাতাল হয়ে উঠেছে জনতা। চারদিকে নারী, পুরুষ আর মূর্তি। বাতাস ফেটে যাচ্ছে শিঙ্গার ধ্বনিতে। মিছিল ঢুকল কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা বড় ময়দানে। বসার জন্যে ওখানে দেখতে পেলাম চার সারি সাদা পাথরের বেঞ্চ। রাজার জন্যে আছে নির্দিষ্ট এলাকা। সেখানে ঝুলছে রঙবেরঙের ফিতা। রাজা, তাঁর স্ত্রীর দল, রাজ-কর্মকর্তা এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও বসলাম নির্দিষ্ট এলাকায়। চারদিকে সটান হয়ে দাঁড়াল নারী-সৈনিকরা।

ছাতা এবং তার দলবল নিয়ে এলেন হোরকো। ঝুঁকে অভিবাদন জানালেন রাজাকে। হোরকো চোখ দিয়ে একটা বিশেষ কাজ করার ইঙ্গিত জানালেন তাঁর ভাইপোকে। রাজার চোখ দেখে মনে হলো তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

একটা ব্রীজ টেবিল নিয়ে এল চারজন নারী-সৈনিক। কঙ্কালের দুটো খুলি রাখা হলো তার ওপর। এই খুলি দুটো কিছুক্ষণ আগে আমি রাজার কক্ষে দেখেছি। ওগুলোর চোখের কোটরে এখন বাঁধা হয়েছে বেশ লম্বা আর গাঢ় নীল রঙের ঝলমলে ফিতা।

BanglaBook.org

টেবিলটা রাখা হলো রাজার সামনে। তিনি ওটার ওপর একবার মাত্র চোখ বোলালেন।

টানটান হয়ে দাঁড়ালেন হোরকো তাঁর থলথলে শরীর নিয়ে। ঘাড় আর চিবুক পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে চর্বি। আমি ঝুঁকে অভিবাদন জানালাম তাঁকে। হাত নাড়লেন তিনি। তখনও তাঁর মাথার ওপরে ঘুরছিল রঙিন ছাতাটা। রাজার বাঁ পাশে বসলেন তিনি। তাঁর পাশে আগের থেকেই বসে ছিল বুনাম।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল একদল নারী-সৈনিক। আকাশের দিকে বন্দুক তুলে গুলি ছুঁড়তে লাগল ওরা। প্রথমে রাজার জন্যে, এরপর তাঁর মৃত পিতা গমিলোর জন্যে এবং একে একে অন্যান্যদের জন্যে। তারপর আমার জন্যেও গুলি ছুঁড়ল ওরা। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, রাজাই আমাকে বললেন।

'ইয়োর হাইনেস, আমার জন্যে গুলি ছুঁড়েছে? আপনি কী ঠাট্টা করছেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

রাজা জানালেন, না, তিনি ঠাট্টা করেননি।

তখন জানতে চাইলাম, 'আমি কি তা হলে উঠে দাঁড়াব?'

'আপনি দাঁড়ালে সবাই খুশি হবে,' উত্তর দিলেন রাজা।

উঠে দাঁড়ালাম আমি। চারদিক ফেটে পড়ল চিৎকার, কোলাহলে। কিন্তু নারী-সৈনিকদের গুলি ছোঁড়ার উত্তরে কী করব আমি? ওদের ভাষা জানি না, তাই কিছু বলতে পারছি না। বন্দুক নেই, তাই গুলি ছুঁড়তেও পারছি না। উপায় না দেখে গর্জন করে উঠলাম ষাঁড়ের মত।

হর্ষধ্বনি দিল জনতা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। উপভোগ করলাম ওদের হর্ষধ্বনি। তারপর বসে পড়লাম।

হঠাৎ দেখলাম, আমাদের সামনে ভূতের মত একটা মূর্তি। একটা পাথরের মুখ হাসলে যেমন দেখাবে তার মুখে সেই হাসি। কোঁচকানো কপাল। রাজার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছিল সে।

BanglaBook.org

তার শরীরে সবুজ রঙের ছুরি দিয়ে ক্ষত তৈরি করছিল একজন। ঝরছিল রক্ত। তখন ক্ষতের ওপর ঘষা হচ্ছিল মাটি। তবুও হাসছিল লোকটা।

'মি. হেণ্ডারসন, এই দৃশ্যে অবাক হবেন না। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষটিকে পুরোহিত পদে উন্নীত করা হচ্ছে। ওই রক্ত খুলে দেবে স্বর্গের দুয়ার,' বললেন রাজা।

হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'চমৎকার।'

আমার কথা শোনার সময় তখন রাজার ছিল না। হোরকো-র ইঙ্গিত পেয়ে গুলি ছোঁড়া হলো সমস্ত বন্দুক থেকে। বেজে উঠল ঢোল। দাঁড়ালেন রাজা। আনন্দধ্বনিতে ফেটে পড়ল জনতা। উৎক্ষিপ্ত হলো প্রশংসা। নারী-সৈনিকরা অভিবাদন জানাল লাল পতাকা নেড়ে। তুলে ধরা হলো রাজার লাল ছাতা।

নিজের আসন ছেড়ে, ময়দানে নেমে মস্ত বড় একটা বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়ালেন রাজা দাহ্‌ফু। বৃত্তের অপরদিকে দাঁড়াল এক দীর্ঘাঙ্গী রমণী। নাভী পর্যন্ত ওর শরীর সম্পূর্ণরূপে নগ্ন। মাথার চুলগুলো পশমের মত, কোঁকড়ানো। ওর মুখে দেখলাম নানারকম ক্ষতের চিহ্ন। দুই কানের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে দুটি ক্ষতের দাগ, একটা নেমেছে নাকের ওপর। মাথা থেকে ওর তলপেট পর্যন্ত পীত এবং সোনালী রঙ দিয়ে রাঙানো।

রমণী বয়সে যুবতী। কিন্তু স্তন দুটো ছোট, এবং হাঁটার সময় ওগুলো কাঁপছিল না। একহারা শরীর। হাতগুলো লম্বা। মুখটি ছোট, সুচালো। ওর পরনেও রাজার মত লাল পাজামা।

দেখলাম, ময়দানের ঠিক মাঝখানে আপাদমস্তক শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক। ওদের চারপাশে ওই যুবতী আর রাজা কঙ্কালের খুলি দুটো নিয়ে মেতে উঠলেন এক খেলায়। ফিতে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে খানিকটা দৌড়ে কাঠের মূর্তিগুলোর ওপর দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে মারলেন খুলি দুটোকে। অনেকটা

BanglaBook.org

উঁচুতে উঠে ও দুটো নেমে আসতেই নিপুণ হাতে ধরে ফেললেন রাজা আর যুবতী।

চারদিক নীরব। থেমে গেছে সমস্ত কোলাহল। এ শুধু খেলা নয়, রীতিমত প্রতিযোগিতা। কেউ যদি খুলি ধরতে না পারে, তা হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চলেছেন রাজা আর যুবতী। রাজা দৌড়াচ্ছেন সিংহের মত, ঝাঁপ দিচ্ছেন, অপূর্ব লাগছে তার প্রতিটি ভঙ্গি। যুবতীকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। লাফানোর সময় এতটুকুও নড়ছিল না ওর স্তনদুটো। মনে হলো ওর স্তনদুটো সত্যি সত্যি সোনা দিয়ে তৈরি। আর ও যখন লাফ দিয়ে উপরে উঠছিল তখন ওকে মনে হচ্ছিল একটা বিশাল পতঙ্গ।

শেষবারের মত যুবতী এবং রাজা খুলি দুটোকে আকাশে ছুঁড়ে আবার লুফে নিলেন। তারপর বগলের ভেতর লুকিয়ে রাখলেন ও দুটোকে। দু'জনেই ঝুঁকে অভিবাদন করলেন জনতাকে। উঠল প্রচণ্ড ধ্বনি, আন্দোলিত হলো লাল পতাকা, কাপড়!

হাঁপাতে হাঁপাতে রাজা ফিরে এলেন তাঁর নিজ আসনে। স্ত্রীর দল দাঁড়িয়ে আড়াল করে ধরল তাঁকে। ওরা তার ঘাম মুছে দিল, ঢিলে করে দিল পাজামার ফিতা, মালিশ করতে লাগল পায়ের পেশী।

ওদিকে আরম্ভ হলো গরু বলি দেয়ার অনুষ্ঠান। উটপাখির পালকপরা একজন পুরোহিত একটা গরুর গলা জড়িয়ে ধরে, মুখটা চেপে উপরে তুলল গলাটা, এবং চোখের পলকে কেটে ফেলল ওটাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ধপাস করে পড়ল গরুটা, বেরিয়ে গেল প্রাণ।

BanglaBook.org

চোদ্দ

শুরু হলো নৃত্য, হৈ-হুল্লোড়, ভেলকিবাজির খেলা। এক বামনের সঙ্গে কুস্তি আরম্ভ হলো এক বুড়ির। বামনটা আঘাত করার চেষ্টা করল বুড়িকে। কুস্তি থামিয়ে আচ্ছা করে বকুনি দিল বুড়ি। তখন একজন নারী-সৈনিক এসে বামনটাকে বগলদাবা করে নিয়ে গেল। হাততালি আর হর্ষধ্বনি দিল দর্শক।

আরম্ভ হলো একটা হুল্লোড়। দু'জন লোক এল চাবুক হাতে নিয়ে। একজন আরেকজনের পায়ে সপাং সপাং করে বাড়ি মারতে মারতে লাফিয়ে উঠতে লাগল।

এভাবে একটার পর একটা করে অনেক রঙ তামাসা হলো, কিন্তু যে জন্য এইসব অনুষ্ঠান, সেই মেঘের চিহ্ন দেখলাম না আকাশে।

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর আমি রাজাকে বললাম, 'অনুষ্ঠান তো হচ্ছে, কিন্তু রোদ তো আগের মতই আছে। বাতাসে আর্দ্রতা বেড়েছে বলেও মনে হচ্ছে না।'

'মি. হেণ্ডারসন, আপাত দৃষ্টিতে আপনার ধারণা সত্য। কিন্তু বৃষ্টি আসবেই,' উত্তর দিলেন রাজা।

'আমার তা মনে হয় না। আপনি আমার সঙ্গে বাজি ধরবেন?'

'চমৎকার। আপনি বাজি ধরতে চান?'

'একশোবার।'

'আমিও রাজি।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ইয়োর হাইনেস। আপনার যা ইচ্ছা।'

'তা হলে কথা দিলেন কিন্তু। এবার বলুন কী বাজি ধরবেন?'

'আপনি যা বলবেন।'

হাত নাড়লেন রাজা দাহ্‌ফু। ঝলসে উঠল তার আঙুলের আংটিতে ছোট ছোট পাথরের মাঝখানে বসানো বিশাল লাল রত্নটা। আমার চোখ আটকে গেল ওখানে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'আংটিটা পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। বেশ সুন্দর।'

'আপনি কী বাজি রাখছেন?'

'আমার কাছে নগদ টাকা আছে। আছে রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা, বন্দুক।'

'এগুলো জিতলে আমার তাতে কী লাভ হবে?'

'দেশে আমার অনেক জিনিস আছে। সেগুলোও বাজি ধরতে পারি।'

'তাই নাকি?'

'বুঝতে পারছি, আমার প্রস্তাব আপনার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমার মতে ব্যক্তিগত কিছু বাজি ধরা উত্তম।'

'আমার কাছে আমার বৌয়ের একটা ছবি আছে, তেলরঙে আঁকা।'

'তা হলে আমার আংটি আর আপনার তেলরঙে আঁকা ছবি বাজি ধরা যেতে পারে। কিন্তু এরকম হলে কেমন হয়, আমি যদি জিতি তা হলে কিছুদিনের জন্যে আপনি আমার অতিথি হবেন?'

'বেশ। কিন্তু কতদিনের জন্যে?'

'সেটা পরে দেখা যাবে।'

আমরা একমত হবার পর দু'জনেই তাকালাম আকাশে। কিন্তু আকাশ আগের মতই নীল, মেঘ শূন্য।

'ইয়োর ম্যাজেস্টি, বেশ জটিল বাজি ধরলাম আমরা,' বললাম

BanglaBook.org

আমি।

ঠিক সে সময় শুনতে পেলাম চিৎকার আর ঝগড়ার আওয়াজ। দেখলাম, ময়দানে হাজির হয়েছে কয়েকজন লোক। ওদের কাঁধ থেকে ঝুলছিল পাখির বিবর্ণ কালো পালক। ভীষণ কুৎসিত ওই পক্ষীমানবগুলো। ময়দানে দাঁড় করানো দেবতাদের মূর্তিগুলোর আবরণ উন্মোচন করতে লাগল ওরা।

মূর্তিগুলোর পা মাড়াল ওরা, ছুঁড়ে মারল ছোট মূর্তিগুলোকে; মূর্তিগুলোর উদ্দেশে মুখ ভ্যাংচাল ওরা, করল বিদ্রূপ। আগের সেই বামনটাকে ওরা বসিয়ে দিল এক দেবী-মূর্তির হাঁটুর ওপর। সে ওর চোখের নীচের পাতা টেনে ধরে বের করে দিল জিভ। হেসে উঠল দর্শক। আরও মেতে উঠল ওরা।

একে একে সবগুলো মূর্তিকে সরিয়ে ফেলতে লাগল ওরা। প্রথমে ধরল ছোট দেবতাদের মূর্তি। নিতান্ত অবহেলায় ওগুলোকে কাত করে ফেলে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেল ময়দানের বাইরে।

এরপর পালক গোঁজা মানুষগুলো এল বড় বড় মূর্তিদের কাছে। ওগুলোকে ধরে টানা-হেঁচড়া করতে লাগল ওরা। কিন্তু এবার বিশেষ সুবিধা করতে পারল না ওরা তখন আহ্বান জানাল জনতাকে।

বিপুল উৎসাহে তাগড়া জোয়ানরা একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়দানে। একেকটা মূর্তিকে ধরে ওরা টানতে টানতে নিয়ে গেল ময়দানের মাঝখানে। কেউ কেউ কোনো কোনো মূর্তিকে পিছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলল, আবার কেউ কেউ ময়দার বস্তার মত তুলে নিল কাঁধে।

প্রায় সবগুলো মূর্তিই সরিয়ে নিয়ে গেল তাগড়া জোয়ানরা। বাকি থাকল ময়দানের সবচেয়ে বড় মূর্তি দুটো। পর্বত দেবতা হাম্‌মাট, আর মেঘদেবী মাম্‌মাহ্‌।

কয়েকজন জোয়ান ও দুটোকে নড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

BanglaBook.org

হাম্‌মাট দেখতে গোল ঢিবির মত; দুটো বিশাল কাঁধ, কপালে বলিরেখা, মাছের লেজের মত গোঁফ। হাম্‌মাটকে স্থানচ্যুত করতে পারল না ওরা। জনতার কাছ থেকে ভেসে এল টিটকিরি। মাথা হেঁট করে চলে গেল ওরা।

ওরা চলে যেতেই ময়দানে ঢুকল একটা লোক। মনে হলো অয়েলক্লথের প্যান্ট পরে আছে ও। হাম্‌মাটকে প্রণাম করল লোকটা। এরপর মূর্তিটার বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল মাথা। তারপর হাম্‌মাটের হাত দুটো শক্ত করে ধরে উপরে তুলতে লাগল। রাজা দাহ্‌ফু ছাড়া সবাই ওর শক্তির তারিফ করতে আরম্ভ করল। আমিও দাঁড়ালাম।

লোকটা হাম্‌মাটকে কাঁধে তুলে কুড়ি ফুট হেঁটে ওটাকে দাঁড় করিয়ে দিল অন্যান্য মূর্তিদের পাশে। এবার ও চোখ ফেরাল একাকী দাঁড়িয়ে থাকা দেবী মাম্‌মাহ্‌-র দিকে।

মাম্‌মাহ্‌ আকৃতিতে হাম্‌মাট-এর চেয়েও বড়। যেমনি স্থূলকায়, তেমনি ভয়াল দর্শন। দাঁড়িয়ে পড়েছে জনতা। উৎসাহ দিচ্ছে লোকটিকে। এমনকী হোরকোও তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সবাই তাকিয়ে আছে বিপুলা মাম্‌মাহ্‌-র দিকে। কাঠ দিয়ে ওর শরীর গড়া। দুটো স্তন আর বিশাল উদরের ভারে ভেঙে আছে হাঁটু। দেবী নিজের উরুতে দু'হাতের আঙুল বিস্তৃত করে ভর দিয়ে আছে। হাত দুটো সুঠাম, সুন্দর।

আমি রাজাকে প্রশ্ন করলাম, 'লোকটার নাম কী?'

'টুরমবো।'

'দেখে মনে হচ্ছে ও দেবীকে সরাতে পারবে না।'

'হ্যাঁ। প্রত্যেক বছর ও হাম্‌মাটকে সরাতে পারে, কিন্তু মাম্‌মাহ্‌কে পারে না।'

'কিন্তু ওর তো পারা উচিত।'

BanglaBook.org

'তা কেমন করে সম্ভব? হাম্‌মাটকে সরাতে ওর সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যায়। অথচ তাকে প্রথমে সরাতেই হবে, না হলে সে পর্বতের ওপর দিয়ে মেঘকে যেতে দেবে না।'

দেবী মাম্‌মাহ্‌র পিছনে দাঁড়াল টুরমবো। দুই হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে নত হলো ও। দেবীর নিতম্বের পাশে দেখা গেল ওর মুখ। মুখে ফুটে উঠেছে কষ্ট আর ভয়ের চিহ্ন।

টুরমবোর দুই হাতের ভেতর নড়তে আরম্ভ করল দেবীমূর্তি। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাম্‌মাহ্‌র চুলের রাশ। কঠিন পরিশ্রম করছে টুরমবো। যেন একটা প্রাচীন গাছকে উপড়ে ফেলার সাধনা করছে ও।

দেবীকে খানিকটা হেলাতে পারল টুরমবো, কিন্তু তাকে শূন্যে তুলতে ব্যর্থ হলো ও। হাতজোড় করে ও এখন স্বীকার করল, এ কাজ করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ওর প্রতি গর্জন করে উঠল জনতা। শুনতে পেলাম, বুনাম উচ্চারণ করল, 'অপদার্থ।'

আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'কী বললেন?' প্রশ্ন করলেন রাজা।

'যদি বিদেশিদের হস্তক্ষেপে কোনো বাধা না থাকে, তা হলে আমি দেবী মাম্‌মাহ্‌-র মূর্তি সরাতে পারি।'

'আপনি সবকিছু ঝোঁকের মাথায় তাড়াহুড়ো করে করতে ভালবাসেন, তাই না, মি. হেণ্ডারসন?'

'হ্যাঁ, রাজা। আমি অস্থির।'

'হুঁ। আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। আপাতত আমি কি আমার শক্তির পরিচয় দেবার অনুমতি পাবো?'

'আগেই বলে রাখছি, ব্যাপারটা কিন্তু অনেক দূর গড়াতে পারে।'

আমি কিছু বলার আগেই রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সত্যি

BanglaBook.org

সত্যি বিশ্বাস করেন, আপনি এ কাজ করতে পারবেন?'

'আমাকে শুধু একবার দেবীর কাছে যেতে দিন। আমি ওকে আলিঙ্গন করতে চাই।'

রাজা অনুমতি দেয়ার আগেই হোরকো-র পাশ থেকে উঠে এল বুনাম। গায়ে ওর চিতাবাঘের ছাল জড়ানো। ওর পিছনে এল ওর দুই স্ত্রী। ওদেরও মাথা কামানো। খুশিতে ঝিকমিক করছিল ওদের ছোট ছোট দাঁত। স্বামীর চেয়ে ওরা অনেক লম্বা এবং মোটা।

রাজার সামনে এসে ঝুঁকে তাকে অভিবাদন জানাল বুনাম। ওর রমণীরাও তাই করল। এরপর ওরা ভাব বিনিময় করতে লাগল রাজার পত্নীদের সঙ্গে। এদিকে বুনাম কী যেন বলে চলল রাজাকে। কথা শেষ করে আবার মাথা নোয়াল ও এবং আমার দিকে তাকাল ইঙ্গিতময় দৃষ্টিতে।

রাজা আমাকে বললেন, 'বুনাম বলছে আপনার আগমন প্রত্যাশিত এবং মঙ্গলজনক।'

'ইয়োর ম্যাজেস্টি, ধন্যবাদ।'

'আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। আপনি আরম্ভ করুন, সবাই আপনার অপেক্ষা করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে শার্ট খুলে বুক মেলে ধরলাম। হাত ঘষলাম মুখে। মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। পরনে খাট প্যান্টটা নিয়ে ময়দানে নামলাম আমি।

দেবীকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে এক পা ভাঁজ করে ওর সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়ালাম আমি। এরপর আমার ভেজা হাতে ধুলো মাখিয়ে প্যান্টে ঘষে ঘষে শুকিয়ে নিলাম। ভেসে আসছে ওয়ারিরিদের তীব্র চিৎকার, ঢোলের গম্ভীর আওয়াজ। কিন্তু কিছুই ঢুকছিল না আমার কানে।

কাছে এসে দেখতে পেলাম, দেবী মাম্‌মাহ্‌-র মূর্তি কত বিশাল! ওর সারা গায়ে চকচকে করে মাখানো হয়েছে তেল। মাছি

BanglaBook.org

হেঁটে বেড়াচ্ছে তেলের ওপর। আমি দেবীর শরীরে হাত রাখতেই উড়ে গেল মাছিগুলো।

আমি দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম মাম্‌মাহ্‌কে। আমার পেট ঠেসে ধরলাম ওর গায়ে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল আমার। বৃদ্ধা মহিলাদের শরীরে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় ঠিক সেরকম গন্ধ পাচ্ছি দেবীর গা থেকে। আমি আমার গাল ঘষলাম ওর কাঠের স্তনের ওপর।

আমার দুই হাঁটু দিয়ে মাম্‌মাহ্‌কে চেপে ধরে বললাম, 'হে দেবী, হে প্রিয়তমা, ওঠো। নিজেকে আর ভারী করে রেখো না।'

কাজ হলো। নড়ে উঠল মাম্‌মাহ্‌। আমি ওকে বেদি থেকে তুলে কুড়ি ফুট দূরে নামিয়ে দিলাম অন্য মূর্তিগুলোর পাশে।

আনন্দে, উত্তেজনায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরল জনতা। দিল হর্ষধ্বনি। গাইল গান। লাফাতে লাগল ফুর্তিতে। মাম্‌মাহ্‌-র পাশে দাঁড়িয়ে সাফল্যের তৃপ্তিতে আনন্দে ভরে গেল আমার ভেতরটাও। হাসতে হাসতে পাশে এসে বসলাম রাজার।

ইংরেজিতে রাজা আমাকে বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, আপনি সত্যিই শক্তিশালী পুরুষ। আমি আপনার প্রশংসা করছি।'

বললাম, 'আমাকে এই দুর্লভ সুযোগ দেয়ার জন্যে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

পনেরো

আমার সম্মানে ওয়ারিরিরা ওড়াল নিশান, বাজাল ঝুমঝুমি, ছোট ছোট ঘণ্টা, একজন উঠল আরেকজনের ঘাড়ে। এদিকে আকাশ ছেয়ে গেল মেঘে। বুনাম দাঁড়াল রাজার আসনের সামনে। ওর দু'হাতে পাতা, মালা, ঘাস। পাশে দাঁড়িয়েছে রাজার নারী-সৈনিকদের সর্দারণী তাতু। ও মাথায় পরেছে অদ্ভুত একটা টুপি। তাতু-র সঙ্গে আছে চামড়ার খাট জামা পরা বেশ কিছু নারী-সৈনিক। সবার পিছনে দেখলাম সেই দীর্ঘাঙ্গীকে, যে রাজার সঙ্গে কঙ্কালের খুলি নিয়ে খেলা করেছিল।

দুইজন রমণীর হাতে দেখলাম মরচেপড়া লোহার দণ্ড, এবং সেগুলোর মাথায় কঙ্কালের খুলি। অন্যান্যদের হাতে ছোট ছোট চাবুক। ঢোল বাদকরা এসে ওদের দলে যোগ দিল।

লক্ষ করলাম, রাজা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কী চায়?'

'মি. হেণ্ডারসন, এবার আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার। যে ব্যক্তি মাম্‌মাহ্‌কে সরাতে পারে তাকে ওয়ারিরিরা তাদের বৃষ্টির দেবতা হিসেবে বরণ করে। আমাদের ভাষায় "সুঙ্গো"। মি. হেণ্ডারসন, আপনি এখন সুঙ্গো। তাই ওরা আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।'

'ইয়োর হাইনেস, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। প্লীজ, আমাকে বিপদে ফেলবেন না।'

BanglaBook.org

'আপনি চিন্তা করছেন কেন? আপনি এখন ওদের চোখে সুঙ্গো। ওরা চাইছে, আপনি সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন।'

'কিন্তু ওরা অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন?'

'ওরা এখন পুকুর এবং কুয়ো পরিষ্কার করার অভিযানে যাচ্ছে। এই অভিযানে ওরা আপনার সঙ্গ কামনা করছে।'

দাঁড়ালাম আমি। শুনতে পেলাম কোলাহল এবং গুঞ্জন। নীচে নামলাম। বুনাম আমার মাথা থেকে খুলে নিল হেলমেট। বুড়ি তাতু প্রথমে খুলল জুতা, এরপর প্যান্ট। আমার পরনে থাকল শুধু জাঙ্গিয়া।

বুনাম আমাকে সাজাতে লাগল পাতার মালা দিয়ে। তখন তাতু আমার শরীর থেকে খুলে ফেলল আমার শেষ বস্ত্র জাঙ্গিয়াটা। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গেলাম আমি। লজ্জা নিবারণ করছে গাছের পাতা।

তেতে উঠছে আমার শরীর। অসাড় হয়ে যাচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শুকিয়ে আসছে মুখ। আমি আমার দুই হাত আর পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতু আমার হাত সরিয়ে দিয়ে তার ভেতর ঢুকিয়ে দিল একটা চাবুক।

তাতু আমাকে পিছন থেকে শক্ত করে ধরে রেখে ঠেলতে লাগল সামনে। চিৎকার করে জনতা বলল, 'সুঙ্গো, সুঙ্গো, সুঙ্গোলে।'

দৌড়াতে আরম্ভ করলাম আমরা। পিছনে ফেলে এলাম রাজাকে, বুনামকে, এরপর পেরিয়ে গেলাম ময়দান, ঢুকলাম শহরের গলির ভেতর। পাথরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল আমাদের পা।

নারী-সৈনিকরা কাঁদতে-কাঁদতে আওড়াচ্ছে মন্ত্র। আমার মুখের ওপর মুখ রেখে চেঁচিয়ে উঠল তাতু। আমিও ওর নির্দেশে জনতার কোরাসে গলা মিলিয়ে চিৎকার করে আওড়ালাম, 'ইয়া-না-বু-নি-হো-নো-মাম্-মাহ্।'

BanglaBook.org

আমাদের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে কঙ্কালের খুলিগুলোও। রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে বুড়ো মানুষ। নারী-সৈনিকরা ওদের পিটনি লাগাতেই ভয়ে ভাগল ওরা।

গোটা শহর চক্কর দিলাম আমরা। সবশেষে দৌড়ুতে লাগলাম ফাঁসিমঞ্চের নীচ দিয়ে। দেখলাম, ওপরে ঝুলছে এক সারি লাশ। বাতাসে দুলছে ওগুলোর মাথা। প্রত্যেকটা লাশকে ঘিরে ধরেছে একপাল শকুন।

রমণীরা থামল একটা বিরাট পুকুরের সামনে। লাফাতে-লাফাতে, মন্ত্র পড়তে-পড়তে ওদের পাশে জড়ো হলো অন্যান্যরা। দশজন রমণী আমাকে পাকড়াও করে ছুঁড়ে মারল পানিতে। পানি উত্তপ্ত, সবুজ। পানিতে দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটা গরু। ওদের শিংগুলো ভীষণ লম্বা।

পুকুরের পানি ছয় ইঞ্চির বেশি গভীর হবে না। তলদেশে নরম কাদার পুরু স্তর। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম তার ভেতর। ভাবলাম, আমাকে হয়তো এখানে কবর দেয়া হবে। কিন্তু না; দেখি, নারী- সৈনিকরা, যারা কঙ্কালের খুলি হাতে দৌড়াচ্ছিল, আমার দিকে নামিয়ে দিচ্ছে লৌহদণ্ড। একটা দণ্ড চেপে ধরতেই আমাকে টেনে তুলল ওরা।

সারা গায়ে কাদা নিয়ে ডাঙ্গায় উঠলাম আমি। শরীর থেকে তখন খুলে গেছে পাতা, ঘাস। এখন লজ্জা নিবারণ করছে কাদার আস্তরণ। নারী-সৈনিকরা ঘোরাতে লাগল চাবুক, খুলি, বন্দুক। আমি, সুঙ্গো, সারা শরীরে কাদা নিয়ে খেপার মত চেঁচাতে লাগলাম, 'ইয়া-না-বু-নি-হো-নো-মাম্-মাহ্।'

আবার আমরা চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগলাম গলির ভেতর দিয়ে। ওদিকে আকাশ ক্রমাগত ভরে উঠছে বৃষ্টির মেঘে। হঠাৎ বইতে শুরু করল উত্তপ্ত, ধোঁয়াটে, শ্বাসরোধকারী বাতাস। ঘন হয়ে উঠল আবহাওয়া।

BanglaBook.org

দৌড়ুতে দৌড়ুতে আমরা ফিরে এলাম ময়দানে। শুনতে পেলাম, রাজা দাহ্‌ফু আমাকে বলছেন, 'মি. হেণ্ডারসন, শেষ পর্যন্ত আপনি বাজিতে হেরেও যেতে পারেন।'

আমরা সবাই দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। রাজা তাতুকে কী যেন নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম আমরা, এক দৌড়ে পৌঁছলাম ময়দানের মাঝখানে। মাথার ওপর তখন বিস্তৃত হচ্ছিল মাম্‌মাহ্‌ আশীর্বাদপুষ্ট মেঝের পুঞ্জ।

দেখলাম, নিজ নিজ আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে জনতা। লাফাচ্ছে ক্ষ্যাপার মত, নাচছে, করছে চিৎকার। সে চিৎকার ছাপিয়ে আমার কানে এসে পৌঁছল সিংহের গর্জন।

আমাকে ঘিরে নাচতে আরম্ভ করল রমণীরা। হায়, কী সে নাচ! চেঁচাতে-চেঁচাতে ওরা আমাকে মারল গোঁত্তা, সেই সঙ্গে ক্রমাগত ধাক্কা। এভাবে আমরা এগিয়ে গেলাম মূর্তিগুলোর কাছে।

নারী-সৈনিকরা ওদের হাতের চাবুক তুলে ছুটে গেল দেবমূর্তিগুলোর দিকে। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবুক মারতে লাগল ওগুলোকে। ছোট ছোট মূর্তিগুলো মার সামলাতে না পেরে দুলতে থাকল, আর বড় মূর্তিগুলো অটলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সহ্য করতে লাগল আঘাত।

মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। তাতু আমাকে টেনে তুলে খাড়া করল। এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মারতে বাধ্য করল মূর্তিগুলোকে।

আমি ওকে বলতে লাগলাম, 'আমাকে মেরে ফেল। তবুও আমাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ো না।'

মাটিতে মুখ গুঁজে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু মাথার পিছনে শুনতে পেলাম চাবুকের শব্দ, সপাং। দেখি, নারী-সৈনিকরা চাবুক দিয়ে শুধু মূর্তিগুলোকেই নয়, এবার ওরা মারতে আরম্ভ করেছে একে অপরকে এবং সেই সঙ্গে আমাকে।

BanglaBook.org

আত্মরক্ষার জন্যে হাঁটুর ওপর বসে হাত দিয়ে চাবুকের বাড়ি ঠেকাতে ঠেকাতে চেঁচাতে লাগলাম আমি। আর তখনই মাথার ওপর গর্জে উঠল বজ্র।

হু হু করে বইতে শুরু করল ঠাণ্ডা বাতাস। চারদিকে হাত-বোমার মত ফেটে পড়তে লাগল বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা। রুপোলী ফোঁটায় ঝিলিক মারল চাবুক খাওয়া মাম্‌মাহ্‌-র মুখ।

এমন বর্ষণ আমি জীবনে দেখিনি। ফেনা উঠছে মাটি থেকে। নগ্ন নারী-সৈনিকরা একে একে আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করল আমাকে।

ঘন বর্ষণে আমার দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেছে জনতা। রাজা দাহ্‌ফুর খোঁজে এগোতে লাগলাম আমি। পথে দেখা হলো রোমিলেউ-র সঙ্গে। আমি ওকে আঁকড়ে ধরলাম। ও আমাকে নিয়ে চলল রাজার আসনের দিকে।

পানিতে পিচ্ছিল হয়ে গেছে ময়দান। বারবার পিছলে যেতে লাগল আমার পা। চতুর্দোলা কাঁধে তুলে রাজাকে নিয়ে যাচ্ছে রমণীরা। বৃষ্টি ঠেকানোর জন্যে চারজন রমণী তার মাথার ওপর ধরেছে চাদর।

গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, 'রাজা! রাজা!'

চাদরের একটা কোণ সরালেন দাহ্‌ফু। দেখলাম, হ্যাট মাথায় শুয়ে আছেন তিনি। বললাম, 'এসব হচ্ছে কী?'

'বৃষ্টি,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন রাজা।

'কিন্তু এ যে বন্যা।'

'মি. হেণ্ডারসন, আপনি আমাদের জন্যে এক বিশাল কর্তব্য সমাপ্ত করেছেন। এর বিনিময়ে আমাদের উচিত আপনাকে কিছু আনন্দ দেয়া।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কাদামাখা শরীর নিয়ে। রমণীর কাঁধে চতুর্দোলায় শুয়ে যেতে যেতে রাজা আমাকে বললেন, 'মি.

BanglaBook.org

হেণ্ডারসন, আপনি বাজি হেরে গেছেন। দেখলেন তো দেবতারা কত জাগ্রত।'

ষোলো

রাজপ্রাসাদের নীচতলায় একটি ছোট্ট ঘরে শুয়ে আছি আমি। শরীর উলঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত। বাইরে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহর। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গায়ে জড়িয়ে নিলাম পশুর ছাল।

আমার ওপরের ঠোঁট ফুলে চওড়া হয়ে গেছে, বেঁকে গেছে নাক, ব্যথাও করছে, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ, কালসিটে পড়েছে চারপাশে।

শোবার জন্যে তৈরি হতে লাগল রোমিলেউ। বসল হাঁটু গেড়ে, জোড় বাঁধল দুই হাত। প্রার্থনা শেষে কম্বলের ভেতর ঢুকল ও। আগের মতই গালের নীচে রাখল একটা হাত।

একটু পরে আমিও তলিয়ে গেলাম ঘুমে। ছাদের কার্নিশ থেকে তখনও ঝরছে বিষণ্ন বৃষ্টি। কানে ভেসে এল সিংহের গর্জন। অঘোরে একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমালাম আমি।

চোখ মেলে দেখি আকাশ পরিষ্কার, স্বচ্ছ। আগেই উঠেছে রোমিলেউ। ঘরে দাঁড়িয়ে আছে দুজন নারী-সৈনিক। আমি হাতমুখ ধুলাম, কামালাম দাড়ি। রমণীরা আমার জন্যে এনেছে নাস্তা, ঘরের কোণে একটা বড় পাত্রে রাখা ছিল ওগুলো। নারী-সৈনিক দুজনকে বাইরে পাঠিয়ে আমি নাস্তা করলাম।

BanglaBook.org

ওরা ফিরে এল কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে। ওগুলো নাকি সুঙ্গোর পোশাক। সবুজ রঙ, সিল্কের তৈরি। পাজামাটা রাজার পাজামার মত। আমার পরনে ছিল শুধু জাঙ্গিয়া, তার ওপর পরে নিলাম পাজামাটা।

একজন নারী-সৈনিক, নাম তাম্‌বা, চিবুকের কাছে দাড়ি আছে ওর, আমার মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে নিয়ে একটা কাঠের চিরুনি দিয়ে আমার চুল সিঁথি করে দিল ও।

তাম্‌বা আমাকে বলল, 'জক্‌সি, জক্‌সি?'

আমি রোমিলেউকে প্রশ্ন করলাম, 'জক্‌সি মানে কী? নাস্তা? বলো আমার খিদে নেই।' আমি ফ্লাক্স খুলে একটু হুইস্কি ঢেলে দিলাম গলায়।

'ওরা আপনাকে জক্‌সি দেখাচ্ছে,' বলল রোমিলেউ।

মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তাম্‌বা। দ্বিতীয় নারী-সৈনিক, নাম ওর বেবু, তাম্‌বার পিঠের ওপর উঠে পা দিয়ে শরীর মালিশ করতে আরম্ভ করল। মালিশ শেষ হওয়ার পর, তাম্‌বার পিঠ থেকে নেমে শুয়ে পড়ল বেবু। এবার ওকে পা দিয়ে মালিশ করতে লাগল তাম্‌বা।

রমণী দুইজন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল জক্‌সির উপকারিতা। চেহারা দেখে মনে হলো মালিশে বেশ আরাম পেয়েছে ওরা। ঝরঝরে হয়ে উঠেছে ওদের শরীর। হাত মুঠো করে বুকে ঠুকে সেটা দেখাল ওরা।

রোমিলেউকে বললাম, 'ওদের বলো, আমি জক্‌সির উপকারিতা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওতে উৎসাহী নই।'

শুনে মাটিতে শুয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল তাম্‌বা আর বেবু। আমার পা নিয়ে ছোঁয়াল ওদের মাথায়।

ওই আনুষ্ঠানিক অভিবাদনের পর এল সর্দারণী তাতু। ও আমাকে নিয়ে যাবে রাজার কাছে। তাতুও আমার পা ঠেকাল ওর

BanglaBook.org

টুপিপরা মাথায়। তাম্‌বা আর বেবু একটা কাঠের থালায় খেতে দিল আনারস। আমি একটা টুকরো জোর করে ঢুকিয়ে দিলাম মুখের ভেতর।

তাতু-র সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমি। আজ আমি যাচ্ছি সামনে, ও পিছনে। আমাকে দেখে কেউ হাসল, কেউ তালি দিল, কেউ আশীর্বাদ করল, কেউ পড়ল মন্ত্র।

ওপরের বারান্দায় উঠে বাইরে চোখ মেলতেই দেখতে পেলাম পর্বতশ্রেণী। পর্বতের পর পর্বত, পর্বতের কোলে পর্বত। রঙ বাদামি। নীচে, চোখ নামাতেই দেখি, আমাকে দেখতে এসেছে বুনাম-এর স্ত্রীরা। ওদের মাথাও ন্যাড়া, ছোট ছোট দাঁত। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা।

আমরা ঢুকলাম রাজার অন্দরমহলে। সোফা শূন্য, রাজা নেই। তবে তাঁর স্ত্রীর দল আছে। কেউ মাদুরের ওপর, কেউ কুশনের ওপর শুয়ে মেতে উঠেছে খোশগল্পে, কেউ আঁচড়াচ্ছে চুল, কেউ কাটছে হাত আর পায়ের নখ। বেশ অন্তরঙ্গ, আলাপমুখর পরিবেশ।

ওদের শুয়ে থাকার ভঙ্গিটা অদ্ভুত। পা দুটোকে টেনে তুলেছে বুকের ওপর, যেন হাড় বলতে ওদের শরীরে কিছু নেই। কামরা থেকে একটা ভাপসা গুমোট গন্ধ উঠছে, যেন মধু আর কয়লার ধোঁয়া মেশানো। রমণীরা কেউই আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। অথচ ওদের আলাপের বিষয় হচ্ছে মাম্‌মাহ্‌ আর শ্বেতাঙ্গ সুঙ্গো।

আমরা একটা নিচু দরজা দিয়ে এই ঘর ছেড়ে পৌঁছলাম রাজার খাসকামরায়। একটা নিচু আসনের ওপর বসেছিলেন রাজা। আসনটার ওপর লাল চামড়া টান টান করে বিছানো। আমার জন্যেও একটা ওরকম আসন আনা হলো।

দেয়ালের এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসল তাতু। রাজার

BanglaBook.org

মুখোমুখি হলাম আমি। আজ তাঁর মাথায় নেই হ্যাট, হাতে নেই কঙ্কালের খুলি। পরনে চাপা পাজামা। পায়ে চটি।

মেঝের ওপর পড়েছিল এক গাদা বই। রাজা পড়ছিলেন। আমাকে দেখে বইয়ের পাতা ভাল করে মুড়ে বইটাকে রাখলেন গাদার ওপর। আমার দিকে তাকালেন দাহ্‌ফু।

রাজা দাহ্‌ফু তাঁর অতীতের কথা শোনাতে লাগলেন আমাকে। তেরো বছর বয়সে তাঁকে পাঠানো হয় লামু শহরে, সেখান থেকে তিনি যান মালিন্দিতে। 'আমাদের সম্প্রদায়ের রাজাকে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এটা নিয়ম, ঐতিহ্য। তাই প্রত্যেক রাজাকে যেতে হয় স্কুলে। একেক যুগে মাত্র একজন পুত্রকে পড়তে পাঠানো হয় লামুতে। সঙ্গে থাকে তার চাচা। পড়া শেষ না করা পর্যন্ত সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে সে।

'আমার সঙ্গে গেছে হোরকো। লামুতে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে নয় বছর। কিন্তু লামু-র লোকজনকে আমার ভাল লাগেনি। আমি তাই ইটেলো-র সঙ্গে চলে যাই মালিন্দি।

'মালিন্দি ছেড়ে আমরা যাই জাঞ্জিবারে। সেখানে এক জাহাজে খালাসির কাজ করতাম আমরা। ভারতবর্ষে আর জাভায় গেছি একবার। এরপর লোহিত সাগরে। পাঁচ বছর পড়েছি সিরিয়ার এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ওখানে আমি ডাক্তারি পড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মারা যায় আমার বাবা, রাজা গমিলো, পড়া বাদ দিয়ে আমাকে ফিরতে হয় দেশে।

'তাঁর সময় হয়েছিল, তিনি চলে গেছেন। আমি রাজা হয়েছি। আমাকে ধরে আনতে হয়েছে সিংহটাকে।'

'কোন্ সিংহের কথা বলছেন আপনি?'

'কেন, কাল যে গল্প শোনালাম। রাজার মৃতদেহ, সে দেহে কীটের জন্ম, কীটের ভেতর রাজার আত্মা, তারপর সিংহশাবক। মনে নেই?

BanglaBook.org

'ওই সিংহশাবককে অরণ্যে ছেড়ে দেয় বুনাম। দুই বছরের মধ্যে রাজার উত্তরাধিকারীকে ধরতে হয় সেই বেড়ে ওঠা সিংহকে।'

'মানে? শিকার করতে হয়?'

'না। তা নয়। জীবন্ত অবস্থায় ধরে সঙ্গে রাখতে হয় সে সিংহকে।'

'আমি তা হলে সেই সিংহের গর্জনই প্রতিদিন শুনতে পাই?'

'না, মি. সুঙ্গো, আপনি অন্য সিংহের গর্জন শুনেছেন। আমি এখনও গমিলোকে ধরতে পারিনি। তাই আমি এখনও রাজা হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাইনি। আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় আছি।

'মি. সুঙ্গো, ইচ্ছে করেই আমি আপনাকে কিছুদিন আমার কাছে রাখতে চেয়েছি। ভেবেছি, আপনার সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করব। এখানকার কারও সঙ্গেই আমি মন খুলে কথা বলতে পারি না। এরা সবাই আমার বিরুদ্ধে।'

'ইয়োর হাইনেস, আপনি তো পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরেছেন। দেখেছেনও অনেক কিছু। আপনার কাছ থেকে আমি আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। বলুন তো আমাকে দেখে আপনার কী মনে হয়?'

'আপনার দেহমন চিৎকার করে বলছে, "মুক্তি। মুক্তি।" '

'হ্যাঁ, রানী উইলাটেলও ওই কথাগুলো বলতে চেয়েছিল। গ্রান-তু-মোলানি ছিল তাঁর ভূমিকা।'

'আরনেউইদের ওই কথাটা আমিও জানি। ওই মহিলাকেও চিনি। সে একজন সার্থক মানুষ। এটা ঠিক গ্রান-তু-মোলানির ভেতর অনেক কিছু আছে, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। মি. সুঙ্গো, জীবনে আরও কিছু দরকার। আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে পারি, সেটা না দেখলে আপনি কখনোই আমাকে বুঝতে

BanglaBook.org

পারবেন না। যাবেন আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'সেটা বলতে পারব না। শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

'নিশ্চয়।'

উঠে দাঁড়ালেন রাজা। তার সঙ্গে তাতু।

সতেরো

একটা দরজা খুলল তাতু; সামনে একটা লম্বা বারান্দা, প্রায় পঞ্চাশ ফিটের মত লম্বা। আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন রাজা। দরজাটা বন্ধ করে আমাকে অনুসরণ করতে লাগল তাতু।

বারান্দার শেষে আরেকটা দরজা। দুহাতে কাঠের ভারী খিলটা তুলল তাতু। খিলের ভারে বেঁকে গেল ওর পা। কিন্তু শরীরে ওর অসাধারণ শক্তি, খোলার ভঙ্গিও নিপুণ। দরজা খুলতেই প্রবেশ করলেন রাজা।

আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। দেখি, একটা সিঁড়ি, নীচে নেমে গেছে। সিঁড়িটা চওড়া, কিন্তু অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কেমন একটা পচা গন্ধ ভেসে আসছে। নাকে লাগতেই দম বন্ধ হবার অবস্থা হলো আমার। রাজা কিন্তু গন্ধ আর অন্ধকার উপেক্ষা করে তরতর করে নামতে লাগলেন।

আমিও নামলাম অন্ধকারে। ডাকলাম, 'রাজা।' কোনও উত্তর এল না। কাঁপছে আমার কণ্ঠস্বর। পিছনে, দরজাটা বন্ধ করে দিল তাতু, আর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল শেষ আলোটুকুও।

BanglaBook.org

এখন আমার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। ক্রমাগত এগিয়ে চললাম আমি। এবার কিছুটা আলো চোখে পড়ল। দেখলাম, সিঁড়িটা শেষ হয়ে আসছে। মাথার ওপরে ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে ঢুকছে সূর্যের আলো।

আলো-আঁধারিতে দেখতে পেলাম, সিঁড়িটার শেষে আরেকটা সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। সিঁড়িটা সরু, এবং ঢালু। নামতে নামতে দেখলাম অনেক জায়গায় ভাঙা। ফাটল দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাটি, সেখানে গজিয়েছে ঘাস।

চিৎকার করে ডাকলাম, 'রাজা! রাজা! ইয়োর হাইনেস, আপনি কোথায়?'

নীচ থেকে কোন উত্তর এল না। ভেসে এল গরম বাতাস, ফুলে ফুলে উঠল মাকড়সার জাল।

খিঁচুনি মারতে লাগল আমার গালের পেশি। অন্ধের মত নীচে নামতে থাকলাম আমি। বাতাস এখানে ঠাণ্ডা হওয়ার কথা, সে জায়গায় ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। জায়গাটা ভরে আছে একধরনের ধূসর হলুদ আলোয়।

একেবারে নীচে এসে পৌঁছলাম আমি। সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো ছিল মাটির। দেয়ালের তলেও মাটি দেখতে পেলাম। আমি এগুতে লাগলাম। ভীষণ গরম লাগছে। মাথার হেলমেট তো বটেই, এমনকী পাজামাটাও অসহনীয় মনে হচ্ছে।

দুদিকে দেয়াল। সামনে চওড়া হতে হতে দেয়াল দুটো সৃষ্টি করেছে একটা গুহা। বাঁ দিকে একটা সুড়ঙ্গ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। ডান দিকের দেয়ালটা অর্ধবৃত্তের মত। দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা দরজা। দরজাটা একটুখানি খোলা। সেখানে দেখতে পেলাম দাহ্‌ফুর একটা হাত।

দরজার ওপারে শোনা যাচ্ছে গরগর শব্দ। তা হলে এটাই সিংহের আস্তানা! এক-আধ ঝলক দেখতে পাচ্ছি পশুটাকে। ভয়ে

BanglaBook.org

স্থির হয়ে গেল আমার শরীর। সিংহ আর আমার মাঝখানে এখন শুধু রাজা দাহ্‌ফুর ব্যবধান।

পশুটার সঙ্গে কথা বলছেন রাজা। কখনও ওয়ারিরি ভাষায়, কখনও ইংরেজিতে। শুনতে পেলাম, 'লক্ষ্মী সোনা, থাম, চুপ কর।'মনে হলো ওটা সিংহী। কোমল কণ্ঠে পশুটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন দাহ্‌ফু।

মাথা না তুলে রাজা বললেন, 'সুঙ্গো, ও জানে আপনি এখানে এসেছেন। ধীরে ধীরে আসতে থাকুন।'

'ইয়োর হাইনেস, আসতেই হবে?'

দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন দাহ্‌ফু। আঙুলগুলো চঞ্চল। হাত নেড়ে আমাকে ডাকলেন রাজা।

এক পা এগুলাম আমি। পায়ে আমার রাবার-সোলের জুতো। দরজার ওপাশে দেখতে পাচ্ছি সিংহীটার স্বচ্ছন্দ চলাচল, হিংস্র চেহারা, টলটলে চোখ, ভারী পা।

আমাকে স্পর্শ করলেন রাজা। আমার হাত চেপে ধরে জড়িয়ে ধরলেন। ফিসফিস করে তাকে বললাম, 'রাজা, আপনি আমাকে এখানে আনলেন কেন?' মোড় নিতে গিয়ে আমার শরীরে ধাক্কা খেল সিংহীটা। ফোঁস করে বাতাস বেরিয়ে গেল আমার নাক দিয়ে।

'সুঙ্গো, নড়াচড়া করবেন না,' বললেন রাজা। এরপর ডাকলেন সিংহীটাকে, 'লক্ষ্মী সোনা, এই দেখ হেণ্ডারসন এসেছে।' রাজার শরীরে শরীর ঘষতে লাগল সিংহীটা।

আমার কোমরের চেয়েও উঁচু সিংহীটা। রাজা হাত রাখলেন ওর গায়ে। খাড়া হয়ে উঠল ওর মুখের প্রত্যেকটা গোঁফ। লোমকূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম আমি।

প্রথমে আমার পিছনে গেল সিংহীটা, এরপর সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে শুঁকল আমার বগল, তরপর ঢুকিয়ে দিল আমার

BanglaBook.org

দুই পায়ের ফাঁকে। ভয়ে, আমার জননযন্ত্র কুঁকড়ে গিয়ে সেঁধিয়ে গেল তলপেটে।

আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তখনও সিংহীটার সঙ্গে কথা বলছেন রাজা। ওর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমার সবুজ পাজামায়। মুখের ভেতর গাল ঢুকে যাচ্ছে আমার, চোখের পাতা খোলার সাহস পাচ্ছি না। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত করছি নিজেকে।

কিন্তু সিংহীটা ওর মুখ সরিয়ে নিল আমার পায়ের ফাঁক থেকে। এবং আবার আরম্ভ করল পায়চারী। রাজা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'হেণ্ডারসন সুঙ্গো, ভয় নেই, ও আপনাক বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করবে।'

'কী করে বুঝলেন?' শুকনো গলায় জানতে চাইলাম আমি।

'আমি ওকে চিনি, ওই হচ্ছে আত্তি,' হাসতে হাসতে বললেন রাজা।

আবার আমার সামনে এল সিংহীটা। এবার আমি ওর চোখ ভালভাবে দেখতে পেলাম। কী বিশাল, টলটলে, যেন ক্রোধের দুটি জ্বলন্ত মার্বেল।

রাজার গা ঘেঁষে ফিরে গেল আত্তি। থলথল করছিল ওর তলপেট। আবার ঘুরে এল ও। মাথা গুঁজে দিল রাজার হাতে। কিছুক্ষণ আদর খেয়ে চলে গেল ঘরটার শেষ মাথায়।

রাজা তার সুরেলা উচ্চারণে ডাকতে লাগলেন, 'আত্তি, আত্তি।' আর আমাকে বললেন, 'আত্তি খুব সুন্দরী, তাই না?' এরপর নির্দেশ দিলেন, 'সুঙ্গো, আপনি আপনার জায়গা থেকে এক চুলও নড়বেন না।'

'দোহাই, রাজা,' বললাম আমি।

কিন্তু রাজা আমার কথা শুনলেন না। ইশারায় দেখালেন, আমার ভয়ের কিছু নেই। আমার কাছ থেকে সরে গেলন তিনি।

BanglaBook.org

এবং আত্তিকে নিয়ে গেলেন ঘরের কোণে, একটা কাঠের বেদির কাছে।

বেদির ওপর বসে রাজা আত্তির মাথাটা তার দুই হাঁটুর মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর চাপড় দিতে লাগলেন ওর গায়ে, চুলকেও দিলেন। পিছনের পায়ের ওপর বসে রাজাকে থাবা মারতে লাগল সিংহীটা। রাজা ওর গোল গোল ছোট্ট কান দুটো ধরে টান দিলেন।

আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম। হেলমেটটা নেমে এসে চোখ প্রায় ঢেকে ফেলল, তবুও হাত তুললাম না আমি। মনে হলো কিছুই দেখছি না, কিছুই শুনছি না, কেউ চেপে ধরেছে গলা, ইন্দ্রিয়ের সব বোধ হারিয়ে গেছে।

কনুইয়ে ভর রেখে বেদির ওপর গা এলিয়ে দিলেন রাজা। সামনের দুই পা বেদির ওপর তুলে দিয়ে তার বুক চাটতে থাকল আত্তি। রাজা একটা পা তুলে দিলেন ওর পিঠে।

ওই দৃশ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মূর্ছা যাবার উপক্রম হলো আমার। রাজা এবার বেদির ওপর শুয়ে পড়লেন। আত্তিও গরগর শব্দ করতে করতে লাফিয়ে উঠল বেদিতে। ওখানে পায়চারি করতে লাগল ও।

মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে আত্তি। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে স্বভাবসুন্দর হিংস্রতা, সেখানে নেই কোন হুমকি, আক্রোশ। তবুও হেলমেটের ভেতর খাড়া হয়ে উঠল আমার চুল।

রাজা আমাকে বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দিন। দরজা খোলা থাকলে আত্তি ঘাবড়ে যায়।'

'নড়াচড়া করা কি আমার ঠিক হবে?' আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলাম আমি।

'ভয় পাবেন না। খুব ধীরে ধীরে যান। আমার কথা ও অমান্য করে না।'

পা টিপে টিপে দরজার কাছে গেলাম আমি। কবাটে পিঠ রেখে

BanglaBook.org

শরীরের চাপে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলাম দরজা।

'এগিয়ে আসুন। এবার একটু তাড়াতাড়ি,' বললেন রাজা। মনে মনে সিংহীটাকে অভিশাপ দিতে দিতে এবং ওর লেজের দিকে দৃষ্টি রেখে সামনে পা বাড়ালাম আমি, কিন্তু ঘরের মাঝামাঝি এসে ভীষণ অসহায় বোধ করলাম।

'আরও, আরও কাছে। ও আপনাকে চিনতে ভুল করবে না,' দুটো আঙুল তুলে বললেন দ্রাহ্ফু।

আমি রাজার কাছে যেতেই তিনি ডান হাত দিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন আর বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন আত্তির মুখ। ভয়ে ভয়ে বসলাম তাঁর পাশে। আতঙ্কে মুখে আমার ঘাম জমতে পারেনি, শুকিয়ে গেছে।

আমার পিছনে দাঁড়াল আত্তি। হাত দিয়ে ওকে বাধা দিলেন রাজা। ও শুঁকতে আরম্ভ করল আমার পিঠ। আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। তখন ফিরে গেল ও। হাসতে হাসতে রাজা বললেন, 'সুঙ্গো, অত ঘাবড়াবেন না।'

'ইয়োর হাইনেস, আমার ভয় লাগছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম আমি।

'আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি আমার ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত, না হলে আপনাকে কখনোই এখানে ডাকতাম না। এখন যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন আর জন্তুটার সৌন্দর্যের প্রশংসা করার চেষ্টা করুন,' আত্তির গলায় হাত রেখে বললেন রাজা।

কথাগুলো বলেই বেদি থেকে লাফিয়ে নামলেন রাজা। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল আত্তিও। দুজনে এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন রাজা। আদেশ দিলেন ওকে। বসল ও। রাজা আবার আদেশ করলেন। পিঠের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে মুখ হাঁ করল আত্তি। গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন রাজা।

এতক্ষণ আত্তির লেজ মেঝের ওপর পড়েছিল একটা ধনুকের

BanglaBook.org

মত। প্রচণ্ড বেগে নাচতে লাগল ওটা। হাত বের করে ওকে দাঁড়াতে বললেন রাজা। দাঁড়াল ও। রাজা ওর পেটের নীচে ঢুকে পা রাখলেন ওর পাছার ওপর। আর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ওর গলা। মুখ তুললেন ওর মুখের কাছে।

ওই অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে আত্তির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন রাজা। আর তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ও। করল গর্জন। এভাবে সারাটা ঘর ঘুরে বেদির কাছে এসে থামল ও, মুখ হাঁ করে বের করল গরগর শব্দ।

সিংহীর গলায় ঝুলে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন রাজা। তাঁকে বললাম, 'আমি জীবনে এতদিন যা দেখিনি আজ তাই দেখলাম।'

রাজা জন্তুটাকে ছেড়ে, হাঁটু দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে, আবার লাফিয়ে উঠলেন বেদির ওপর। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল আত্তিও। ওর ওজনে কেঁপে উঠল বেদি।

আমার কব্জি ধরে আত্তির গায়ের ওপর রাখলেন রাজা। পায়চারি করছিল ও, তাই আমার আঙুলের নীচে পিছলে গেল ওর পশম। মনে হলো আমার হাতের পাঁচটা আঙুল পাঁচটা জ্বলন্ত শিখা হয়ে গেছে, গনগন করে জ্বলছে হাতের হাড়গুলো। কম্পন আরম্ভ হলো বুকে।

'মি. হেণ্ডারসন, ওকে স্পর্শ তো করলেন। এখন বলুন আপনার অনুভূতি কী?' প্রশ্ন করলেন রাজা।

নীচের ঠোঁট কাঁপছিল আমার। দাঁত দিয়ে ওটাকে চেপে ধরে বললাম, 'ইয়োর ম্যাজেস্টি, দোহাই আপনার, একদিনে অনেক হয়েছে, আর নয়।'

'সত্যি, আমি খুব তাড়াহুড়ো করছি। তবে আমি আশা করি আপনি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার জড়তা কাটিয়ে উঠবেন।'

আঙুল শুঁকলাম আমি। সিংহীর শরীরের অদ্ভুত গন্ধ লেগে আছে

BanglaBook.org

ডগায়। রাজা বললেন, 'আমি এবং আত্তি একে অপরকে প্রভাবিত করি। আমার ইচ্ছা, আপনিও আমাদের দলে যোগ দেবেন।'

'ইয়োর হাইনেস, আমার মনে হয়, এই জন্তুটাকে নিয়ে আপনার কিছু করার পরিকল্পনা আছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। পরিকল্পনাটা আপনাকে শোনাব।'

বেদি থেকে উঠে রাজা এগিয়ে গেলেন ঘরের সেই কোণটাতে, যেখানে মাটি থেকে প্রায় আঠারো ফিট ওপরে ঝুলছিল একটা ঝাঁপ। ঝাঁপের ওপাশে সিংহীটার আস্তানা। আত্তিও তাঁর পিছনে পিছনে এগিয়ে চলল।

ঝাঁপটা ফেলার জন্যে দড়ি ধরলেন রাজা, আর আত্তি পায়চারি করতে লাগল আস্তানার মুখে। কখনও দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে, আবার বেরিয়ে আসে। অবশেষে সাবলীল ভঙ্গিতে, মন্থর পায়ে, কান খাড়া রেখে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল ও। হাত থেকে দড়ি ছেড়ে দিলেন রাজা। পাথরের ওপর প্রচণ্ড শব্দ তুলে বন্ধ হলো ঝাঁপ।

ফিরে এসে বেদির ওপর আমার পাশে বসলেন দাহ্‌ফু। তিনি এখন তৃপ্ত, প্রশান্ত। একটু বিশ্রাম নিয়ে মুখ খুললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, এবার বলুন।'

'আপনি বলেছেন আমার সঙ্গে আত্তি-র সম্পর্ক হওয়া দরকার। কেন? আমি কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কথাটা আপনাকে খুলে বলা আমার কর্তব্য। তার আগে জানাই ও এল কীভাবে!

'আমি আত্তিকে ধরেছি এক বছর আগে। ওয়ারিরিরা সিংহ ধরে একটু অন্যভাবে। প্রথমে, ঢুলিরা ঢোল বাজাতে বাজাতে সিংহকে একটা ঘেরের মধ্যে তাড়াতে থাকে। ওই ঘেরটা বিশাল, বেশ কয়েক মাইল তার বিস্তৃতি। মুখটা ভীষণ চওড়া। আর লেজটা খুবই সরু।

BanglaBook.org

'ওখানেই বসানো থাকে ফাঁদ। সেই ফাঁদে ধরা পড়লে রাজা তাকে ধরে। এভাবেই আমি ধরেছি আত্তিকে।

'মি. সুঙ্গো, আপনাকে এবার আসল ব্যাপারটা জানাচ্ছি। আমার পিতা রাজা গমিলো মরার পর যে সিংহে রূপান্তরিত হয়েছেন, সেই সিংহটার নামও গমিলো। আমাকে ধরতে হবে ওই গমিলোকে। তাকে ছাড়া অন্য সিংহকে ধরা আমার জন্যে নিষিদ্ধ, পাপ।

'আত্তিকে ধরে আমি সেই পাপ করেছি। সবাই এর প্রতিবাদ জানায়। বুনাম-এর আপত্তি ছিল অত্যন্ত জোরাল। অনেকেই সমর্থন করেছে তাকে। সেই দলে আছে আমার চাচা হোরকো, রানী মা, এবং আমার কয়েকজন স্ত্রী। ওরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে।

'আপনাকে একটা ব্যাপার জানানো দরকার। ওয়ারিরিরা বিশ্বাস করে, একমাত্র মৃত রাজার আত্মা বহনকারী সিংহটাই ভাল; আর অন্য সিংহগুলো বদ, নোংরা, অনিষ্টকর। সবাই চায়, মৃত রাজার আত্মাধারী সিংহটাকে যেন অন্যান্য সিংহদের সঙ্গে থাকতে না হয়, সেজন্যেই রাজার উত্তরাধিকারীকে দিয়ে তাকে ধরার নিয়ম চালু করা হয়েছে।

'ওয়ারিরিরা বলে, খারাপ মহিলারা বদ সিংহগুলোর সাথে অবৈধ সঙ্গমে মিলিত হয়। তার ফলে যেসব ছেলেমেয়ের জন্ম হয়, তাদেরকে ওরা খুব খারাপ চোখে দেখে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে তার স্ত্রী সিংহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাহলে সেই মহিলার জন্যে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

'আমি দুটো অপরাধ করেছি। এক, আমার মৃত পিতার আত্মাধারী গমিলোকে ধরতে পারিনি। দুই, আত্তিকে ধরে তাকে ছেড়ে দিইনি। কিন্তু যতই গোলমাল পাকানো হোক না কেন আমি আত্তিকে রাখবই।

BanglaBook.org

'মি: সুঙ্গো, আজ আমরা যেখানে এসেছি, সেখানে ওয়ারিরিদের রাজা তার উত্তরাধিকারীকে খুব ছোটবেলা থেকেই নিয়ে আসেন। আমার পিতা আমাকে এখানে নিয়ে আসতেন আমার সিংহ-দাদাকে দেখাতে। ওর নাম ছিল সুঙ্গো।

'এ কারণে ছোটবেলা থেকেই আমার সঙ্গে সিংহের আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। এই সখ্যতা আমি পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাইনি। তাই বাইরে লেখাপড়া শেখার সময় আমি যখন পিতা গমিলোর মৃত্যু সংবাদ পাই, তখন আমার ভেতর সিংহের জন্যে বিরহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, আর আমি বাড়ি ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ি। পৃথিবীর কোন আকর্ষণই আমাকে ধরে রাখতে পারেনি।

'খুব ভাল হত যদি আমি গমিলোকে ধরতে পারতাম। কিন্তু আমাকে ধরা দিল আত্তি। তাই ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারিনি, এবং ছাড়বও না।'

একটু থেমে রাজা বললেন, 'কিন্তু গমিলোকেও ধরতে হবে। ওকে আমি ধরবই।'

'আমি আন্তরিকভাবে আপনার সাফল্য কামনা করি।'

BanglaBook.org

আঠারো

আমি এখন ওয়ারিরিদের সুঙ্গো। একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার দিন। প্রতিদিন সকালে আমাকে সেবা করার জন্যে আসে তাম্‌বা আর বেবু। পা দিয়ে ওরা আমার জকসি করতে চায়। আমি ওদের এই প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করি। ওরা অবাক

হয়, সেই সঙ্গে হতাশও; তখন ওরা একে অপরকে মালিশ করে।

প্রতি সকালে দেখা করি রোমিলেউ-এর সঙ্গে। আমার আর রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ও জানে, সেজন্যে ওকে একটু চিন্তিত দেখায়।

দুপুরে খাওয়ার আগে আসে নারী-সৈনিকরা। ছোট ছোট জামাপরা ওই রমণীরা আমার পায়ের ওপর গড়াগড়ি দিতে দিতে পায়ের ধুলো চাটতে থাকে। এরপর আমার পা তুলে দেয় ওদের মাথায়। চারদিকে তখন শুনতে পাই ঢোলের শব্দ, শিঙ্গার ধ্বনি।

আমি তাড়াহুড়ো করে সবুজ পাজামা পরি, মাথায় চাপাই হেলমেট, আর ক্রেপ সোল জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দিই পা; বাইরে যেয়ে দাঁড়াই। নারী-সৈনিকরা আনে বিশাল রাজকীয় ছাতা, বগলে চেপে বাজায় বাদ্যযন্ত্র। হৈ-চৈ করতে করতে ভৃত্যরা আনে ব্রীজ টেবিল। আমরা খেতে বসি।

সবাই আসে। বুনাম, হোরকো, বুনাম-এর সহকারী, ওর দুই বৌ, আরও অনেকে। বুনাম ওর চকচকে দুটো চোখ দিয়ে দেখতে থাকে আমাকে। হোরকো অনবরত তার পেটের ওপর হাত বোলান, আর কানের লাল পাথর দুটো স্পর্শ করেন।

আমার সামনে সাজানো হয় নানারকম পিঠা, সাদা, গোল, ফোলান। খেতে খেতে দেখি বুনাম-এর কপালে গভীর চিন্তার কুঞ্চন পড়ে। ওকে আর ওর সহকারীকে কেমন রহস্যময় দেখায়।

খাবার পর নারী-সৈনিকরা আমাকে নিয়ে যায় মাম্‌মাহ্‌-র কাছে। বেদির পাশে একটা পাথরের চৌবাচ্চা। সেটার পানিতে আমি পাই পচা লাশের গন্ধ। ওই পানিতে লুকিয়ে আছে সুঙ্গোর অলৌকিক ক্ষমতা।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি মাম্‌মাহ্‌-র পাশে, ওদিকে তাম্‌বা আর বেবু চৌবাচ্চা থেকে পানি তুলে ভরতে থাকে দুটো খোল। সেখান থেকে আমরা একটা বারান্দা দিয়ে রাস্তার দিকে এগোই।

BanglaBook.org

রাস্তায় আমার জন্যে ছাতা আর চর্তুদোলা নিয়ে অপেক্ষা করে কয়েকজন নারী-সৈনিক। ওই ছাতা আর চতুর্দোলার রঙও সবুজ। ওরা আমাকে তুলে নেয় চতুর্দোলায়।

প্রাসাদ থেকে বেরুবার সময় প্রতিদিন শুনতে পাই ভূ-গর্ভ থেকে ভেসে আসা আত্তির গর্জন। শুনে ঘামে জবজবে নারী-সৈনিকরা কেঁপে ওঠে ভয়ে।

চতুর্দোলায় শুয়ে আমি প্রবেশ করি শহরে। ঢোল বাজাতে বাজাতে সঙ্গে আসে একজন ঢুলি। মানুষ তাম্‌বা আর বেবুর সামনে দাঁড়ায় খোলের পানি নেবার জন্যে। মেয়েরা আসে বেশি। ওরা সুঙ্গোর পানি খেয়ে ফলবতী হতে চায়।

একটা বাজারে এসে আমি চতুর্দোলা থেকে নামি। এখানে বিচারের আদালত বসে। গোবরের ওপর একজন হাকিমকে বসে থাকতে দেখি, গায়ে লাল পোশাক, চেহারা অভদ্র।

প্রতিদিন একটা না একটা মামলা লেগেই থাকে। বিবাদীকে বাঁধা হয় একটা খুঁটিতে। ওর মুখে খাড়া করে ঢোকানো থাকে একটা কাঠ, এক মাথা তালুতে, আর এক মাথা জিভের ওপর।

আমি আসতেই বন্ধ হয় মামলার শুনানি। চিৎকার করে জনতা বলে, 'সুঙ্গো। আকি সুঙ্গো।'

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাই। তাম্‌বা আর বেবু আমার হাতে দেয় খোল দুটো। আমি জনতার ওপর পানি ছিটাতে আরম্ভ করি। ওরা সামনে ঝুঁকে পিঠ এগিয়ে দেয় ছিটা নেবার জন্যে। বন্দি বিবাদীও আমার করুণা থেকে বঞ্চিত হয় না।

এভাবে শেষ হয় আমার দিনের কাজ। বিকেলে পড়তে বসি রাজার দেয়া বইগুলো।

একটা দুটো নয় অনেকগুলো বই পড়তে দিয়েছেন দাহ্‌ফু। আমি সবগুলোর পাতাই উল্টে-পাল্টে দেখেছি। নেয়ার সময় ভেবেছিলাম, বইগুলোতে সিংহের ব্যাপারে কিছু লেখা থাকবে; কিন্তু

BanglaBook.org

পাতার পর পাতা ঘেঁটে কোথাও সিংহের নামগন্ধও খুঁজে পাইনি আমি।

এক বিকেলে, বই পড়তে পড়তে হাঁফিয়ে উঠলাম। তাস নিয়ে খেলতে আরম্ভ করলাম পেশেন্স। এমন সময় আমার ঘরে ঢুকলেন রাজার চাচা হোরকো। পিছনে বুনাম। সঙ্গে ওর সেই সহকারী। ঢুকেই ওরা তিনজন একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রবেশ করল চতুর্থ ব্যক্তি, একজন বৃদ্ধা মহিলা। দেখে মনে হলো বৃদ্ধাই আমার প্রধান সাক্ষাৎকারী।

মহিলার গায়ে কুঁচি দেয়া পোশাক; ঝুলে আছে উরু পর্যন্ত। মুখটা গোল, নাকটা সামনের দিকে বাঁকা, ঠোঁট দুটো বড়, দাঁত নেই বললেই চলে।

হোরকো বললেন, 'ইনি দাহ্‌ফুর মা, রানী ইস্‌রা।'

'উনি এখানে এসে আমাকে সম্মানিত করেছেন,' বললাম আমি।

আমার হাত নিয়ে নিজের মাথার ওপর রাখলেন রানী ইস্‌রা। মাথাটা পরিষ্কার করে কামান। আমি আমার মাথা থেকে খুলে ফেললাম হেলমেট। বুনাম-এর সহকারী ওকে কী যেন বলল।

ভক্তিতে গদগদ হয়ে আমি রানীর হাত আমার মাথার ওপর নিয়ে বললাম, 'শ্রদ্ধেয়া রানী, অধম হেণ্ডারসন আপনার খেদমতে হাজির।'

এ সময় আমার চোখে পড়ল, বুনাম আমার খেলার তাস আর বিছানার ওপর খুলে রাখা বইগুলো গভীর মনোযোগের সাথে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওগুলোকে লুকিয়ে রাখলাম। আমি চাই না, রাজার জিনিস ওর চোখ পড়ুক। রোমিলেউকে বললাম, 'রানীকে বলো, তিনি একজন গুণী পুত্রের জননী।'

কিন্তু কথাগুলো বলার সময় রানীর ওপর বিতৃষ্ণা জাগল আমার। মনে হলো তিনি বুনাম-এর সাথে অসৎ সঙ্গে লিপ্ত। কেননা

BanglaBook.org

দাহ্‌ফু আমাকে বলেছিলেন, রাজা দুর্বল হয়ে পড়লে তার প্রাণনাশের দায়িত্ব পড়ে বুনাম-এর ওপর। অর্থাৎ, রানীর স্বামীকে আসলে হত্যা করেছে ওই বুনাম। আর তার সঙ্গেই তিনি আজ দেখা করতে এসেছেন আমার কাছে।

কথা বলতে আরম্ভ করলেন হোরকো। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রশ্নটা শুনেই মেজাজ বিগড়ে গেল আমার। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি দাহ্‌ফুর বন্ধু?'

'হ্যাঁ। একশোবার।'

'আমিও। কী সাংঘাতিক!'

'এসব কথা বলার অর্থ কী?'

আমার কথার ঝাঁজ বুঝতে পেরে বুনাম হোরকোকে কী যেন বললেন। ইস্‌রা কেঁদে বললেন, 'সাসি আই। আই, সাসি, সুঙ্গো।' তারপর আমার হাত ধরে তাতে বার বার চুমু খেতে লাগলেন।

আমার মনে পড়ল মতাল্‌বার চেহারা। এভাবেই হাহাকার করেছিল ও ব্যাঙ মারার আগের রাতে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'রানী, এমন করবেন না। রোমিলেউ, তুমি কথা বলে, রানীকে থামতে বলো। বলো, আমি তার জন্যে সব করতে পারি। জিজ্ঞেস করো, তিনি আমার কাছে কী চান? আমি বুঝতে পেরেছি, ওই লোকগুলো তাঁকে চাপ দিচ্ছে।'

'সাহেব, আপনি ওঁর ছেলেকে বাঁচান,' পিছন থেকে বলল রোমিলেউ।

'ওঁর ছেলেকে বাঁচাব? কার হাত থেকে?'

'ওই সিংহী-ডাইনি আত্তির হাত থেকে।'

'না, রোমিলেউ, এটা মিথ্যে ভয়। এরা অত্যন্ত জঘন্য মানুষ। মানুষকে কবরে না পাঠাতে পারলে এরা সুখ পায় না। রানীকে বলো, তার ছেলে একজন প্রতিভাবান, একজন মহৎ মানুষ।'

BanglaBook.org

কিন্তু আমার কথায় কোনও কাজ হলো না। ওরা আমাকে শোনাল সিংহের কথা। বলল, একমাত্র রাজার আত্মাবহনকারী সিংহটা ছাড়া বাকি সব সিংহের ভেতর বাস করে ডাইনির আত্মা; দাহ্‌ফু তার পিতার বদলে ধরেছে আত্তিকে; গমিলো এখনও বাইরে, এটা খুব অন্যায়।

বুনাম আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, রাজা আমাকে তার তন্ত্র সাধনায় টানার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'ভয় নেই, আমি কখনও তান্ত্রিক হব না।'

হোরকো আমাকে বললেন, 'মি. সুঙ্গো, এখানকার জনসাধারণ ক্ষেপে গেছে। ওদের বিশ্বাস, আত্তি অনেক অশুভ ঘটনা ঘটাচ্ছে। যেসব নারী পূর্বজন্মে তার শত্রু ছিল, তাদের এখন গর্ভপাত হচ্ছে। অনাবৃষ্টিও হয়েছে তার কারণে। আপনি মাম্‌মাহ্‌কে সরিয়ে সেই অভিশাপ দূর করেছেন, সেজন্যেই আপনি ওদের কাছে এত প্রিয়। কিন্তু আপনি সিংহীর আস্তানায় যেয়ে খুব খারাপ কাজ করেছেন। আপনি হয়তো জানেন না, গমিলোকে না ধরা পর্যন্ত রাজার আসন পাকাপোক্ত হবে না। সবাই বিশ্বাস করে, আত্তি দাহ্‌ফুকে নিজের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে, আস্তে আস্তে তাকে অক্ষম করে দিচ্ছে, আর গমিলোকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখছে।'

আমি বললাম, 'একটা সিংহ ছাড়া বাকি সবগুলো সিংহ অশুভ, তা মনে করা ঠিক হবে না। আমার ধারণা, ব্যাপারটা বুঝতে আপনারা কোথাও ভুল করেছেন।'

বুনাম সিংহ বিরোধীদের নেতা। তাই ওকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি। বললাম, 'দেখুন, রাজাকে আপনাদের সমর্থন করা উচিৎ। একজন অসাধারণ মানুষ তিনি, তাছাড়া পণ্ডিত। তিনি আপনাদের কোন ক্ষতি করবেন না।'

ভেবেছিলাম, এ ধরনের কথায় কাজ হবে। কিন্তু না, হলো না।

BanglaBook.org

রানী তখনও ফিসফিস করছেন আমার হাত ধরে। ওদিকে শক্ত হয়ে উঠল বুনাম-এর শরীর। লাফাতে লাগল ওর চকচকে চোখ দুটো। আঙুল তুলে ওর সহকারীকে কী যেন ইঙ্গিত করল।

লোকটা ওর কাপড়ের ভেতর থেকে একটা বস্তু বের করে তুলে ধরল আমার চোখের সামনে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বস্তুটা একটা শুকনো বেগুন; কিন্তু দেখতে পেলাম, ওটা একটা গলা-কাটা মাথা, শুকিয়ে গেছে। বাস্তবে, আমার চোখের সামনে ঝুলতে লাগল একজোড়া শুকনো চোখ, আর একপাটি দাঁত।

জানতে চাইলাম, 'এটা কী?'

উত্তর এল, 'এক ডাইনির মুণ্ডু। অনেকদিন আগে বনের ভেতর ও এক সিংহকে দেহদান করে। বুনাম-এর সহকারী ওকে ধরার পর বিচারে ওকে গলা টিপে মারা হয়। কিন্তু মারা যায়নি ও, আত্তির রূপ ধরে ফিরে এসেছে আবার। এখন দাহ্‌ফুর সঙ্গে বাস করছে এই ডাইনি।'

সাহস করে বললাম, 'জানি না, কেমন করে আপনারা এ ব্যাপারে এত নিশ্চিত হতে পারলেন।'

হোরকো বললেন, 'Ame de Lion. En bas.'

আমি তার কথার একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। দৃষ্টি আমার আটকে রইল শুকনো মুণ্ডুটার নিষ্প্রাণ চোখ দুটোতে।

BanglaBook.org

উনিশ

পরের দিন সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমি।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তার খাসমহলে। আসলে ওটা একটা বাগান। চারকোণে কমলালেবুর গাছ। দেয়ালে ছেয়ে আছে লতা।

ছাতার নীচে, একটা গদিঅলা চেয়ারে বসেছিলেন দাহ্‌ফু। মাথায় ভেলভেটের হ্যাট, তার চারপাশে দাঁত বসানো। তাঁর স্ত্রীরা সবাই ওখানে হাজির। কেউ রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছে, কেউ পাইপ জ্বালাচ্ছে, কেউ ঢালছে মদ। রাজা মদে চুমুক দেয়ার সময় ওরা চারদিকে কাপড় ধরে আড়াল করছিল তাঁকে, যেন পানরত অবস্থায় কেউ দেখতে না পায়।

একটা কমলা গাছের পাশে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে এক বুড়ো। যন্ত্রটা লম্বা, গোড়ার দিকটা গোল। ছড়টা ঘোড়ার লেজের।

আমাকে দেখে রাজা বললেন, 'এই যে, হেণ্ডারসন সুঙ্গো, আসুন, আসুন। এসে ভালই করেছেন। আমরা এখন ফূর্তি করব।'

'ইয়োর হাইনেস, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।'

'তাই নাকি? কিন্তু তার আগে এখানে নাচ হবে।'

'ইয়োর ম্যাজেস্টি, কথাটা আপনাকে বলতেই হবে।'

'নিশ্চয় বলবেন। কিন্তু আগে নাচ। আমার স্ত্রীরা আপনাকে আপ্যায়ন করবে।'

কথাটা শুনে চারদিকে তাকিয়ে একঝাঁক নগ্ন রমণীকে দেখতে পেলাম আমি। রাজা যখন অক্ষম হয়ে পড়বেন, তখন এরাই তাঁকে শ্বাসরোধ করে মারার ব্যাপারে সহায়তা করবে। কথাটা শোনার পর থেকেই ওদের ওপর বিতৃষ্ণা জেগেছিল আমার। তবে এ কথা সত্যি, ওদের অনেকেই অপূর্ব সুন্দরী।

ওদের ছোট ছোট মুখগুলোতে রঙবেরঙের নকশা। শরীরও রাঙানো, অলংকারও পরেছে মনের সাধ মিটিয়ে, আর তেমনি মেখেছে সুবাস। কারও কারও গলায় সোনার মালা, ঝুলছে পা পর্যন্ত। নগ্ন স্তন এবং নগ্ন নিতম্বে ওদেরকে যত সুন্দরী দেখাচ্ছে,

BanglaBook.org

পোশাক পরা থাকলে নিশ্চয় তা মনে হত না।

রাজার সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছিল জিরাফের মত নর্তকী মেয়েটির কাঁধ থেকে ঝুলছে পাতলা ওড়না। বুড়ো বাদকের সঙ্গীতের তালে নেচে উঠল ওর পা, হাওয়ায় উড়তে লাগল ওড়না।

'ইয়োর হাইনেস, কথাটা যে আপনাকে বলতেই হবে,' বেরসিকের মত বললাম আমি।

'হেণ্ডারসন সুঙ্গো, এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নাচ দেখা। ওর নাম মুপি, চমৎকার নাচতে পারে।'

মুপি প্রথমে দুতিনবার দোলা দিল শরীরে। এরপর একটা পা সরাসরি তুলল ওপরে, আবার নামাল! ফের দুলতে লাগল তারপর অন্য পা-টা আগের মত তুলে নামিয়ে নিল। এভাবে চলল পা তোলা আর নামানোর খেলা।

হঠাৎ নাচ থামিয়ে রাজার হাত থেকে পাইপটা নিয়ে তামাকগুলো নিজের উরুতে ঢেলে হাত দিয়ে চেপে ধরল যন্ত্রণায় টলে উঠল ওর শরীর, কিন্তু রাজার চোখ থেকে একবারও নিজের চোখ সরাল না ও।

'মুপি খুব সুন্দর, খুব সুন্দর,' বিড়বিড় করে আমাকে বললেন রাজা।

'ইয়োর হাইনেস, কিন্তু আমার কথাটা...'

'নাহ্, আপনার মত একগুঁয়ে মানুষ আমি দেখিনি। ঠিক আছে, চলুন।'

উঠলেন দাহ্ফু। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রমণীদের মধ্যে দেখা দিল হট্টগোল। ওদের ছুটোছুটি, দৌড়াদৌড়ি, এবং চিৎকারে এক মহাকাণ্ড বেধে গেল। কেউ কেউ কাঁদতে আরম্ভ করল দুঃখে। কেউ কেউ আক্রমণ করল আমাকে।

চিৎকার করে ওরা বলল, 'এসদুদু লেবাহ।' লেবাহ-র অর্থ সিংহ। অর্থাৎ সিংহের কাছে যেতে নিষেধ করছে ওরা। রাজা মৃদু

BanglaBook.org

হেসে হাত নেড়ে শান্ত হতে বললেন ওদের।

রমণীরা ঠিকই অনুমান করেছিল। রাজা আমাকে সিংহের আস্তানার দিকে নিয়ে চললেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি বললাম, 'রাজা, একটু দাঁড়ান। কথাটা আগে বলি।'

'সুঙ্গো, আমি দুঃখিত, আত্তির কাছে আমাকে যেতেই হবে। ওখানে শুনব আপনার কথা।'

'রাজা, আমি নই, আপনিই হচ্ছেন একগুঁয়ে মানুষ। ওই সিংহীটাকে নিয়ে বাজার গরম হয়ে আছে। আপনার চারদিকে এখন বিপদ।'

'গোল্লায় যাক সবকিছু। আমি ওদেরকে ভালভাবেই জানি।'

'ওরা আমাকে একজন মহিলার মুণ্ডু দেখিয়ে বলেছে, পূর্বজন্মে আত্তি ওই মহিলা ছিল।'

থামলেন রাজা দাহ্‌ফু। সামনে, মাটির অভ্যন্তরে, সিংহের আস্তানায় যাওয়ার সেই দরজাটা। দরজা খুলল তাতু। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। তাতু তখনও খিলটা হাতে ধরে আছে; সে সময় রাজা বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, এগুলো হচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টির পুরনো নিয়ম। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।'

'কিন্তু আপনার মা, রানী...'

'মা-র কথা বাদ দিন, সুঙ্গো। আমি জানি, ওরা তাকেও ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। ভেতরে আসুন, তাতু দরজা বন্ধ করবে।'

কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'আসুন।' তখন ভেতরে পা বাড়ালাম আমি। দরজা বন্ধ করল তাতু। অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। শব্দ উঠল; দৌড়ে, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন রাজা।

আমি দ্রুত পা চালিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন, 'এত রেগে আছেন কেন?'

'রাজা, আমি একটা গণ্ডগোলের আভাস পাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'সেটা আমি জানি। আমি গমিলোকে ধরব, তখন দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। গমিলো-র জন্যে আমি নিয়মিত লোক পাঠাচ্ছি। তার সন্ধানও পাওয়া গেছে। যে-কোনদিন ধরা পড়বে ও।'

আবার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন রাজা। তাঁকে অনুসরণ করে চললাম আমি। সিংহীর আস্তানার কাছে পৌঁছুতেই আমাদের পদশব্দে গর্জন করে উঠল আত্তি।

ভেতরে ঢোকার জন্যে প্রস্তুত হলেন দাহ্‌ফু। ভয়ে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। হাঁটু দুটোকে মনে হলো হিমপ্রবাহের দুটো পাথর। খাড়া হয়ে উঠল গোঁফ।

হাত ধরে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন রাজা। প্রথমে রাজাকে আদর করতে দিল আত্তি। তারপর এল আমাকে পরখ করতে। পা শুঁকল, তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে আনল আমার জননযন্ত্রের ওপর। সেখান থেকে মুখ তুলে ঢুকিয়ে দিল আমার বগলের ভেতর, শব্দ করল গরগর।

ফিরে গেল আত্তি। দেয়াল ঘেঁষে সারা ঘরে চক্কর মারতে লাগল ও। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর পিছনে পিছনে হাঁটতে আরম্ভ করলেন রাজা। হঠাৎ 'সাকতা' বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আর দৌড়াতে শুরু করল আত্তি। লাফাতে লাফাতে ওকে ধাওয়া করতে লাগলেন দাহ্‌ফু। আমিও দৌড়াতে লাগলাম রাজার কাছাকাছি থাকার জন্যে।

'সাকতা, সাকতা,' বলে আরও জোরে চেঁচাতে লাগলেন রাজা, দৌড়ের গতিও বাড়িয়ে দিল আত্তি। উল্টোদিকের দেয়ালটা ধরে ছুটতে লাগল ও। তার মানে আমি ওর সামনে পড়ব। ভয়ে রাজাকে ডাকলাম, 'রাজা, ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমার পিছনে আসুন।'

আমার কথা গায়ে মাখলেন না রাজা, তার বদলে আদেশ দিলেন, 'লাফাতে থাকুন।'

BanglaBook.org

আমি মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে তার সামনে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ধরতে পারলাম না রাজাকে। তখন হোঁচট খাওয়ার ভান করে পড়ে গেলাম এক পাশে। চিৎকার করতে লাগলাম পাগলের মত।

আমাকে পড়ে যেতে দেখে আত্তিকে চলে যাবার জন্যে আদেশ করলেন রাজা, 'তানা, তানা, আত্তি।'

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে পাশ ফিরল আত্তি, চলে গেল কাঠের বেদির দিকে। সামনের দুই থাবা তার ওপর বিছিয়ে, একটা পা লম্বা করে জিভ দিয়ে চাটতে লাগল ও।

আমার পাশে বসে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. হেণ্ডারসন, ব্যথা লেগেছে?'

'না, কিন্তু আপনি আমাকে দিয়ে কী করাতে চাইছেন, রাজা?'

'যা আমি করেছি। যা আমার সমস্ত পূর্বপুরুষেরা করেছে। সবাই অনুসরণ করেছে সিংহকে। নিজেদের রক্তের ভেতর প্রবাহিত করেছে সিংহের গুণাবলী। আমার কথা শুনলে আপনিও তা পারবেন।'

নিঃশ্বাস ফেলে, ওঠার প্রস্তুতি নিলাম আমি। কিন্তু বাধা দিলেন রাজা, বললেন, 'উঠছেন কেন, সুঙ্গো?'

'তার মানে, আপনি কী আমাকে বুকে ভর দিয়ে হাঁটতে বলছেন?'

'না, না। বুকে ভর দিয়ে হাঁটে অন্য প্রাণী। আপনি সিংহের মত চার হাত-পায়ে দাঁড়ান!'

রাজা নিজেও চার হাত-পায়ে দাঁড়ালেন। সত্যি তাঁকে সিংহের মত দেখাচ্ছিল। ওদিকে, আত্তি ওর দুই থাবা একসঙ্গে করে মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখতে লাগল আমাদেরকে।

আমিও চার হাত-পায়ে উঠে দাঁড়ালাম, আর সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম সিংহের মত।

BanglaBook.org

রাজা বললেন, 'চমৎকার। এই তো হয়েছে। আপনি এখন সিংহ। মনে মনে আপনার পরিবেশ কল্পনা করার চেষ্টা করুন।'

'ইয়োর হাইনেস, কতক্ষণ আমাকে এভাবে থাকতে হবে?'

'ওসব না ভেবে গর্জন করতে আরম্ভ করুন।'

'গর্জন করলে আত্তি ক্ষেপে উঠবে না তো?'

'না, না। আপনি নিজেকে সিংহ হিসেবে কল্পনা করুন ।'

আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। শুনে রাজা বললেন, 'না, সাহেব, সত্যিকারের গর্জন চাই। কল্পনা করুন, শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কেউ যাতে আপনার শিকারে ভাগ বসাতে না পারে সেজন্যে গর্জন করে আপনি তাকে সাবধান করে দিচ্ছেন। নিন গোঁ গোঁ আওয়াজ দিয়ে আরম্ভ করুন।'

গোঁ-গোঁ করতে শুরু করলাম আমি।

'আরও জোরে, আরও জোরে। দেখছেন না আত্তির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।'

গোঁ-গোঁ করতে করতে গলা সপ্তমে ওঠালাম আমি।

'হ্যাঁ, হয়েছে। হেণ্ডারসন সুঙ্গো, আরও প্রবল গর্জন সৃষ্টি করুন। তারপর আপনার হাত, অর্থাৎ থাবা দিয়ে আক্রমণ করুন। সিংহ হয়ে যান।'

পশু হয়ে গেলাম আমি। ঘর ভরে তুললাম গর্জনে।

'আহ, চমৎকার মি. হেণ্ডারসন। চমৎকার,' উৎসাহে টগবগ করতে করতে বললেন রাজা। ধুলো আর সিংহীর বিষ্ঠায় হাত-পায়ের তালু মাখামাখি করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বজ্র গর্জন করে চললাম আমি।

গর্জন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। পড়ার আগে দেখি, আমার দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে রাজা, আত্তি।

আমাকে পড়ে যেতে দেখে দৌড়ে এলেন রাজা। আমার

BanglaBook.org

শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করে গালে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'প্রিয় বন্ধু, চোখ খুলুন।'

চোখ খুললাম আমি। 'ভাল আছেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমার গর্জন ঠিকমত হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। চমৎকার। আপনি এখন বিশ্রাম নিন। আমি আত্তিকে সরিয়ে নিচ্ছি।'

আত্তিকে আস্তানার মধ্যে বন্ধ করে এসে বেদির ওপর বসে কথা বলতে আরম্ভ করলেন রাজা। বললেন, 'গমিলোকে দেখা গেছে। খুব তাড়াতাড়ি তাকে ধরা হবে।

'মি. সুঙ্গো, গমিলোকে ধরতে পারলে আত্তিকে ছেড়ে দেব। আর বুনাম-এর সঙ্গে বিরোধও মিটিয়ে ফেলব,' আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন রাজা।

বিশ

প্রতিদিন সকালে আমি যাই রাজপ্রাসাদের ভূগর্ভের অন্ধকারে, আত্তির আস্তানায়। রাজা বলেছেন, আমার গর্জন এখনও কিছুটা চাপা।

আমি গর্জন করি; বেদির ওপর বসে, আত্তির পিঠে হাত রেখে সে গর্জন উপভোগ করেন রাজা দাহফু। দশ-বারোটা গর্জন ছাড়ার পর সব গুলিয়ে আসে আমার, অন্ধকার দেখি চোখে। তখন আমাকে বিশ্রাম করার নির্দেশ দেন তিনি।

BanglaBook.org

ওয়ারিরিরা জেনে গেছে প্রতিদিন সকালে আমি কোথায় যাই। ওরা হয়তো আমার গর্জনও শুনতে পায়। সবাই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

বিশ্রাম নিয়ে, দাহ্‌ফুর অনেক তত্ত্বকথা শুনে, আত্তির আস্তানা থেকে উঠে আসি আমি। আমার পিছনে পিছনে আসে রোমিলেউ। ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিই। শুয়ে শুয়ে নিঃশ্বাস ফেলি, কাতরাই। কখনও কখনও স্বপ্ন দেখি, আমি সিংহে রূপান্তরিত হয়ে গেছি।

রোমিলেউ রাজার সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে। ওকে বলি, 'রোমিলেউ, দেখো, রাজা কিন্তু সাধারণ মানুষ নন। মানুষ অহেতুক তাঁকে ভুল বোঝে। তুমি বেশি চিন্তাভাবনা করো না, আমি আর বেশিদিন এখানে থাকব না। গমিলো ধরা পড়লেই আমি চলে যাব।'

ও বলে, 'সাহেব, আপনার সামনে অনেক বিপদ।'

'অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'হ্যাঁ, সাহেব। ওরা হয়তো আপনাকে মেরে ফেলবে।'

'ঠিক বলেছ, রোমিলেউ। আমারও ভয় হচ্ছে। তা হলে এক কাজ করো। আমি আমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখছি। তুমি চিঠিটা নিয়ে বাভেনতাই যেয়ে ডাকে দেবে। তোমারও ফেরার দরকার নেই। জীপটা নিয়ে নিও। আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করো না। কাজ শেষ হলেই আমি বাভেনতাই-এ তোমার সঙ্গে মিলিত হব।'

'ঈশ্বরের দোহাই, একটু তাড়াতাড়ি করবেন।'

পরের দিন রাজাকে বললাম, রোমিলেউ শুনেছে, ওয়ারিরিরা নাকি আমাকে মেরে ফেলবে। বুনাম নাকি সেরকম কথাই বলছে।

বুনামের কথা শুনে হাসলেন দাহ্‌ফু। বললেন, 'মি. সুঙ্গো, গমিলোকে ধরার পর আমি হব সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।'

'মানুষ বলছে গমিলো নাকি সাভানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শিকারও করছে। তা হলে ওকে ধরছেন না কেন?'

BanglaBook.org

'সুঙ্গো, সিংহ সাধারণত নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে যায় না। হ্যাঁ, গমিলো অনেক কাছে এসে গেছে। যে-কোনদিন ওকে ধরা হবে। যাক্, আপনাকে এসব চিন্তা করতে হবে না; যান, বৌকে চিঠি লিখুন।'

রুটিন অনুযায়ী দুপুরে খেতে বসলাম হোরকো আর বুনাম-এর সঙ্গে। নর্তকীদের নাচ দেখে চর্তুদোলায় শুয়ে পড়লাম। নারী-সৈনিকরা ওটাকে কাঁধে তুলে বেরিয়ে পড়ল শহরের উদ্দেশে।

এখনও আমাকে দেখতে আসে মানুষ, তবে আগের চেয়ে কম। আমার পানির ছিটাতেও ওদের আর তেমন আগ্রহ নেই। লাল পোশাক পরা হাকিমটাও আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

ফিরে এসে, বিকেলে চিঠি লিখতে বসলাম লিলিকে।

একুশ

সকালে বিদায় নিল রোমিলেউ। বিষণ্নতায়, ছেয়ে গেল আমার মন। সে সময় এল তাম্‌বা আর বেবু। নিয়মমাফিক মাটিতে শুয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল ওরা, আমার পা নিয়ে ঠেকাল ওদের মাথায়। তারপর উপুড় হয়ে শুলো তাম্‌বা; বেবু ওকে জক্‌সি করে দিল, পা দিয়ে মালিশ করল ওর পিঠ, মেরুদণ্ড, গলা, নিতম্ব। চোখ বন্ধ করে আরামে অস্ফুট ধ্বনি তুলল তাম্‌বা, যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছিল ও। ভাবলাম, আমাকেও একদিন জক্‌সির স্বাদ চেখে দেখতে হবে। তবে আজ নয়, আজ মনটা খুব খারাপ।

আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে বাতাস। হলদে হলদে দেখাচ্ছে

BanglaBook.org

হাম্‌মাট পর্বত। মেঘগুলো সাদা, ভারী। মনে মনে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম আত্তির আস্তানায় যাবার জন্যে। এমন সময় আমার ঘরে এল তাতু। মাথায় ওর ইতালীয় সৈনিকদের পুরনো টুপি। আমি সিংহীর আস্তানায় যাবার জন্যে দাঁড়ালাম। কিন্তু তাতু যা বলল তার অর্থ আমাকে যেতে হবে না, রাজা আসছেন।

'তাতু, ব্যাপার কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিন্তু কিছু বলতে পারল না ও।

তাতু চলে যাবার পর চেহারাটা যথাসম্ভব ভদ্র বানাবার চেষ্টা করলাম। সিংহের আচরণ অনুকরণ করার রেওয়াজ শুরু হবার পর থেকে দাড়ি কামানো ছেড়েছি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনও অনুভব করি না।

মাম্‌মাহ্‌-র চৌবাচ্চায় গিয়ে মুখ, গলা, কান ভাল করে ধুয়ে ফিরে এলাম আমি। ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ালাম, রোদে পানি শুকোবার জন্যে। একটু পরে শুকিয়েও গেল। দেখতে পেলাম, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দুহাত নাড়তে নাড়তে আবার আসছে তাতু।

আমাকে নিয়ে ও গেল একতলায়, রাজার হাওয়া মহলে। গোলাপি রঙের বিশাল সিল্কের ছাতার ছায়ায় চতুর্দোলায় শুয়ে ছিলেন দাহ্‌ফু। হাতে হ্যাট। আমাকে দেখে ওটা নেড়ে ইশারা করলেন। আমি পাশে দাঁড়াতেই হাঁটুতে হ্যাটটা রেখে বললেন, 'বুঝতে পারছেন কিছু?'

'আন্দাজ করছি।'

'হ্যাঁ, আজ আমার সিংহ-দিন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। বুড়ো বলদ দিয়ে যে টোপ পাতা হয়েছিল একটা তরুণ সিংহ সেটা খেয়ে ফেলেছে। ওর চেহারার সঙ্গে গমিলো-র চেহারার মিল আছে।'

BanglaBook.org

'সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে?'

কিন্তু আমার প্রশ্নে কান দিলেন না রাজা, বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, হোপো-তে আপনি আমার পাশে থাকবেন।' কথাটা আমি বুঝলাম না, তবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

আমার জন্যে আনা হলো ছাতা, স্বচ্ছ সবুজ সিল্কের। দণ্ড ধরেছে এক বিশাল রমণী। চতুর্দোলাও নিয়ে এল বাহিকারা।

রাজাকে প্রশ্ন করলাম, 'চতুর্দোলায় শুয়েই কি সিংহ ধরবেন?'

'না। অরণ্যে পৌঁছে আমরা হাঁটব,' উত্তর দিলেন দাহ্‌ফু।

চতুর্দোলায় উঠে শুয়ে পড়লাম আমি। শুরু হলো যাত্রা।

বৃষ্টির সেই উৎসবের দিনের মত আজও মেতে উঠেছে জনতা। বাজাচ্ছে ঢোল, শিঙ্গা, ঝুমঝুমি। শরীরে মেখেছে রঙ; পরেছে পালক, ঝিনুক। উৎসাহে লাফাচ্ছে নেড়া-মাথা রমণীরা। ওরা সবাই চায়, রাজা গমিলোকে ধরে এনে ডাইনি আত্তিকে ছেড়ে দেবেন।

মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। আমরা তোরণ পেরিয়ে, শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। অরণ্যের পাশে এসে বাহিকারা চতুর্দোলা থামাতেই নেমে পড়লাম আমরা। শিকার তাড়াবার দলটাও এসে গেল, ওদের মধ্যে দেখলাম বুনামকে। ওর পাশে ওর সেই সহচর, সারা শরীরে চুন মেখেছে, মনে হচ্ছে একটা শ্বেতমূর্তি।

বুনাম-এর সহচরের ছদ্মবেশ দেখে মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল আমার। অরণ্যের ভেতর, ঘাস এবং পাথর ডিঙিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজাকে প্রশ্ন করলাম, 'ইয়োর হাইনেস, এসবের অর্থ কী?'

'কোন অর্থ নেই,' উত্তর দিলেন রাজা দাহ্‌ফু।

'তা হলে বুনাম-এর সহচর ছদ্মবেশ ধরেছে কেন? ও কি সিংহ শিকারের সময় নিজেকে এভাবে রঙ দিয়ে রাঙিয়ে তোলে?'

'হ্যাঁ। রঙ পূর্ব-লক্ষণের সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাদা হচ্ছে অশুভ সংকেত।'

BanglaBook.org

'তা হলে কি ওরা বলতে চায় আপনার যাত্রা অশুভ?'

'মি. হেণ্ডারসন, আজ আমার জীবনের পরম দিন। কোন পূর্ব-লক্ষণ কিংবা সংকেতকে আজ আমি পরোয়া করি না। আমি যদি গমিলোকে ধরতে পারি তা হলে কারও কিছু বলার থাকবে না।'

আমাদের পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে চলে যাচ্ছে সিংহ খেদানোর দল। গুনতে পারলাম না, ষাট-সত্তর জন হবে। ওদের সঙ্গে আছে শিঙ্গা, বর্শা, ঢোল, আরও অনেককিছু। আমাদেরকে অতিক্রম করার পর ওরা পিঁপড়ের সারির মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল লম্বা লম্বা ঘাস আর পাথরের ভেতর।

ওরা চলে যাবার পর হাঁটা শুরু করলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে আছে বুনাম আর ওর সেই সহচর, এছাড়া আমাদেরকে অনুসরণ করছে তিনজন বর্শাধারী।

'এরা কেন?' রাজাকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'শিকার ধরার ঘেরার ভেতর ওদের সাহায্য প্রয়োজন হবে,' জানালেন রাজা।

অরণ্যের লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছেন রাজা। একমাত্র হাতি ছাড়া এই ঘন আর লম্বা ঘাসের মধ্যে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে যে কোনও হিংস্র পশু। অথচ আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের কাছে কোনও অস্ত্র নেই।

'রাজা, প্লীজ, এক মিনিট দাঁড়ান,' ফিসফিস করে রাজাকে ডাকলাম আমি। প্রথমে রাজা থামলেন না, কিন্তু আমি গলা নামিয়ে ডাকতেই থাকলাম তাঁকে। এবার থামলেন তিনি, আমি দম নিয়ে বললাম, 'আমরা কি অস্ত্র ছাড়াই সিংহ ধরতে যাচ্ছি?'

'আশা করি পশুটা গমিলোই হবে, তাই আমি অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারি না, কেননা পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে আমি হয়তো অস্ত্র চালাতে বাধ্য হব ওর ওপর,' বললেন রাজা।

'তা হলে কী হবে?'

'গমিলো হচ্ছে জীবন্ত রাজা, ওকে মারার অধিকার আমার নেই। এর চেয়ে আমার মৃত্যু ওয়ারিরিদের কাছে অনেক বেশি কাম্য।'

'কিন্তু আমি? আমি কীভাবে আত্মরক্ষা করব?'

'ভয় নেই, সুঙ্গো, আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।'

পা বাড়ালেন রাজা। তাঁকে অনুসরণ করলাম আমি। একটা গোল সাদা পাথরের ওপর আরোহণ করে আমাকেও সেখানে টেনে তুললেন তিনি। বললেন, 'আমরা ঘেরার উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে এসে গেছি।' বলে, আঙুল তুলে দেয়ালটা দেখিয়ে দিলেন দাহ্‌ফু।

দেয়ালটা প্রকৃতির সাহায্যে গড়া। কাঁটাগাছের ঝোপের ওপর ডালপালা আর লতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রায় তিনফুট চওড়া এই দেয়াল। লাল, কালো এবং কমলা রঙের নানারকম ফুল ফুটে আছে ওখানে।

সিংহ শিকার করার ঘেরাটা ত্রিভুজাকৃতির। মুখের দিকটা খোলা, লেজের দিকে ফাঁদ। দক্ষিণের দেয়ালটা একটা দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী।

কাঁটা-ঝোপের উত্তরের দেয়ালের পাশ দিয়ে চলে গেছে পায়ে হাঁটা পথ; ঘাসগুলো চোখা চোখা, হলুদ। পাথরের ওপর থেমে নেমে সেই পথ দিয়ে লেজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন রাজা দাহ্‌ফু।

দেয়ালের প্রান্তে পৌঁছে দেখি, তিরিশ ফুট উঁচুতে একটা মঞ্চ, তার ওপর খড় দিয়ে ছাওয়া একটা ঘর, গুমটি ঘরের মত দেখতে। মঞ্চ থেকে ঝুলছে লতা দড়ি দিয়ে বানানো একটা মই।

মই বেয়ে মঞ্চে উঠলেন রাজা। গুমটি চালার নীচে কিছুক্ষণ পায়চারি করে মইয়ের প্রান্তে ফিরে এসে বললেন, 'উঠতে পারবেন?'

BanglaBook.org

'ওটা আমাদের দুজনের ভার সইতে পারবে?'

'হেণ্ডারসন, উঠুন।'

আমি না ওঠা পর্যন্ত নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল বর্শাধারীরা। তারপর ওরা এগিয়ে গেল সামনের দিকে, এবং ঘেরার কোনায় একটা জায়গা বেছে নিয়ে ওত পাতল। পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে উঠলে তার মোকাবেলা করবে ওরা।

ঘেরার কোণে, দেয়াল দুটোর ওপর থেকে ঝুলছে একটা হুড়কোঅলা দরজা। সিংহ এবং অন্যান্য পশু ঘেরার ভেতর ঢোকার পর, পশুগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে বর্শাধারীরা সিংহটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিয়ে আসবে এই কোণে, তখন ওপর থেকে দরজাটা ফেলে বন্দি করা হবে সিংহটাকে। রাজা নেমে হুড়কো খুলে খুব সহজেই ধরে ফেলবেন ওটাকে। সত্যি, অদ্ভুত। ঘেরার প্রান্তটা যেমন আদিম, তেমনি প্রাকৃতিক, ভরাট, দেখার মত।

আঙুরলতার একটা দড়ির একপ্রান্ত গুমটির মাথার সঙ্গে এবং অন্যপ্রান্ত ওপাশের পাহাড়ের গায়ে আটকানো। লতার তৈরি হলেও ভীষণ শক্ত ওই দড়ি। সেই দড়িতে ঝুলছে সিংহ ধরার খাঁচা।

ওই দড়ির নীচে ঝুলছে দুটো গাছ। ওপরেরটা কাঁটাগাছ। ও দুটোর একদিকের মাথা মঞ্চের মাচার সঙ্গে আর অন্য মাথাগুলো ওই পাহাড়ের গায়ে আটকানো। নীচের গাছটা বেশ সরু, খুব বেশি হলে একটা বেড়াল হাঁটতে পারবে। মঞ্চ ছেড়ে রাজা যেয়ে দাঁড়াবেন ওটার ওপর, তাঁর হাতে থাকবে দড়ি আর খাঁচাটা। সিংহটাকে খেদাতে খেদাতে এখানে আনলে দাহ্‌ফু খাঁচাটাকে ফেলে দেবেন সিংহের ওপর। ধরা পড়বে সিংহ। যেহেতু রাজা ফেলবেন খাঁচা, তাই সিংহ ধরার কৃতিত্ব পাবেন তিনি।

রাজাকে প্রশ্ন করলাম, 'ইয়োর হাইনেস, ওই গাছের ওপর দাঁড়িয়ে সিংহ ধরা হবে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

উত্তপ্ত বাতাসে ভেসে আসছে গাছ-লতা-গুল্মের গন্ধ। আমি পা বাড়ালাম ওই গাছটার দিকে।

'মি. হেণ্ডারসন, কী করছেন?'

'দেখি, বুনামরা কী করছে।'

'না, না, ওখানে যাবেন না।'

আমি তখন ফাঁদটার কাছে পৌঁছে গেছি। খেদার আশপাশটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে, দেয়ালের ওপাশে অরণ্য একটু বেশি গভীর, তার ভেতর একটা ছোট্ট দালান।

'ওখানে কেউ থাকে?' ফিরে এসে প্রশ্ন করলাম আমি।

'না।'

'তা হলে?'

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না রাজা, তার আগেই দাঁড়াতে হলো তাঁকে, আর আমাকে বললেন, 'মি. হেণ্ডারসন, শুনছেন, ওরা হৈচৈ করছে, হয়তো গমিলোকে ওরা তাড়িয়ে নিয়ে আসছে।'

'না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও না। বড় কষ্টকর এই অপেক্ষা।'

আমি আমার হেলমেটের ভেতর থেকে ফিতে দিয়ে আটকানো ওয়ালেটটা বের করে সেখান থেকে লিলি আর আমার ছেলেমেয়েদের ছবিগুলো নিয়ে রাজাকে দেখতে দিলাম। ছবিগুলো দেখে নানারকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করলেন তিনি।

বেশিদূর এগোতে পারল না আমাদের আলোচনা। অনেক কাছে এসে গেছে শোরগোল। পাখিদের ডানার ঝটপটানি এবং চিৎকারে কানে কিছুই ঢুকতে পারছে না। পলায়নরত জন্তুদের আঘাতে কাঁপছে অরণ্যের লম্বা লম্বা ঘাসগুলো। ঘেরার পিছনে লুকিয়ে থাকা বর্শাধারীরা তুলে নিল হুড়কোঅলা দরজাটা। খেদিয়ে

BanglaBook.org

আনা জন্তুরা এখন অনায়াসে ঢুকতে পারবে ভেতরে।

ঘাসের মধ্যে স্রোতের মত পালাচ্ছে ছোট ছোট প্রাণীরা। ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাখি। আমাদের নীচে ছুটোছুটি করছে হরিণের দল। বর্শাধারীদের নির্দেশ দেবার জন্যে মাথা ঝোঁকালেন রাজা।

সে সময় ঘেরার সরু মুখ দিয়ে প্রবেশ করল চারটি ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণ—তিনটি মেয়ে, একটা পুরুষ। ওরা পার হয়ে যেতেই দলে দলে ঢুকতে লাগল ছোট ছোট জীবজন্তু। একটা হায়েনাও ঢুকল। এবং আমাদের দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বাদুড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল। আমি ওর গায়ে থু থু ছিটালাম।

'সিংহ, ওই যে সিংহ,' উল্লাসে চিৎকার করলেন রাজা। আমি তার আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলাম, একশো গজ দূরে প্রচণ্ড গতিতে আন্দোলিত হচ্ছে ঘাস, অনেকটা জায়গা নিয়ে।

'ওটা কি গমিলো?' হারামজাদা তা হলে এসে গেছে! 'রাজা, আমি নিশ্চিত, আপনি ওকে ধরতে পারবেন।' আমি আনন্দে একটা খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

'মি. হেণ্ডারসন, উঠবেন না। উঠবেন না।' চিৎকার করে উঠলেন দাহ্ফু। তাঁর চোখে-মুখে গনগন করছে ক্রোধ। বসে পড়লাম আমি।

ফাঁদ ঝোলানোর দড়িটার ওপর মাথা রেখে রাজা এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিলেন; ধীরে ধীরে এবার তার গেরো খুলতে লাগলেন। মাথা থেকে ছুঁড়ে মারলেন টুপি।

ঢোল, করতাল, শিঙ্গার কান-ফাটানো ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসছে খেদাড়ের দল। এলোপাতাড়ি ছোঁড়া হচ্ছে বন্দুকের গুলি, তীরের ঝাঁক।

'ওই যে, মি. হেণ্ডারসন, দেখেছেন, ওগুলো কেশর না?' দণ্ডের ওপর ঝুঁকলেন রাজা, হাতে খাঁচার দড়ি। যে কোন মূহূর্তে ভারসাম্য

BanglaBook.org

হারিয়ে পড়েও যেতে পারেন।

আমার কানে ভেসে এল প্রচণ্ড এক গর্জন। নীচে তাকালাম আমি। চোখে পড়ল প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর, খেপা সিংহের মুখ, কেশরে ঢাকা। সমস্ত মুখে অসংখ্য কুঞ্চন, ফুলে ফুলে উঠছে হত্যার বন্য আক্রোশে। হুঙ্কার দিচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে চওড়া কপাল; রক্তের লোভে দাপাচ্ছে জিভ। আমার শরীরে লাগছে সিংহটার নিঃশ্বাস, গরম, তাজা।

নামানো হয়েছে হুড়কোঅলা দরজাটা। সিংহটা এখন ঘেরার মধ্যে বন্দি। আমাদের মঞ্চের নীচে ছুটে এল ও। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারতে লাগল মাচানের খুঁটিতে। ও কি গমিলো? ভাবলাম আমি। শুনেছি, বুনাম গমিলোকে অরণ্যে ছেড়ে দেয়ার আগে ওর কানে চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

সিংহটাকে তীর ছুঁড়ছে ওয়ারিরিরা। ওগুলোকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে ও, কামড়ে ধরতে চাচ্ছে কোন কোনটাকে। পঞ্চাশ জন বর্শাধারী বর্শা তুলে দাঁড়াল ওর সামনে, আর পিছন থেকে আরম্ভ হলো পাথরের বর্ষণ। পাথরের আঘাতে বিকৃত হয়ে গেল ওর প্রশস্ত মুখ। লালচে হলুদ কেশরে ঢাকা মাথাটাকে বার বার ঝাঁকাতে লাগল ও।

হাত থেকে দড়ি আলগা করলেন দাহ্‌ফু। দোল খেল খাঁচাটা, নেমে গেল একটু নীচে। পাথর আর খাঁচাটা নজরে পড়ল সিংহটার; পাথরগুলোকে থাবা মারার জন্যে লাফিয়ে উঠল ও, কিন্তু ব্যর্থ হলো ওর প্রচেষ্টা।

বাদকের দল চিৎকার করে দাহ্‌ফুকে বলল, 'ইয়েনিতুলেবাহ।' কিন্তু সেদিকে কান দিলেন না তিনি, খাঁচাটার উপর চোখ রেখে শক্ত হাতে ধরে রাখলেন দড়িটাকে।

বাদক দলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বুনাম-এর সহকারী। কিছুটা এগিয়ে বর্শার গোড়া দিয়ে সিংহটার কপালে খোঁচা মারল ও।

BanglaBook.org

মাচানের খুঁটিতে ধাক্কা খেল সিংহটা; মড়মড় শব্দ করে বেঁকে যেতে লাগল খুঁটিগুলো।

আর একবার একঝাঁক পাথর ছোঁড়া হলো ওকে লক্ষ করে। ওকে তাড়িয়ে ঝুলন্ত খাঁচাটার নীচে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওয়ারিরিরা। খাঁচার দড়ি আরও একটু ছেড়ে দিলেন রাজা।

পিছনের পায়ে ভর দিয়ে গর্জন করতে করতে লাফিয়ে উঠল সিংহটা খাঁচা ধরার জন্যে। জালের ফাঁকে আটকে গেল ওর থাবা। ও থাবা খোলার আগেই ওর মাথার ওপর খাঁচাটা ছেড়ে দিলেন রাজা। কিন্তু ওটাকে ঠিকমত ফেলতে পারলেন না তিনি।

সিংহের শুধু মাথাটাই আটকা পড়েছে জালে; সামনের থাবা দুটো জাল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আছে, আর শরীরের পিছনের দিক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যুদ্ধ করছে ও, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে; ওর কান-ফাটানো গর্জনে কাঁপছে ঘেরা। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল বাদক দল।

আমি রাজার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু তিনি তখন তাকিয়ে আছেন নীচে; দেখছেন, জালে জড়ানো সিংহটার মুখ, ওর কেশরে-ঢাকা উদর, থাবা, বগল।

'ইয়োর হাইনেস, ও কি গমিলো?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

আমি রাজার কথা বুঝতে পারলাম না। ওদিকে গর্জন করে চলেছে সিংহটা, মরিয়া হয়ে ছুড়ছে পা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর বিশাল থাবার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা ধারাল নখ। কেউই ওর কাছে ঘেঁষতে পারছে না, অথচ ও গমিলো কিনা সেটা জানতে হলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওর কান।

এবার আমি বুঝতে পারলাম রাজার উক্তি। বললাম, 'এখন কারও উচিত সিংহটার পা বেঁধে ফেলা।' কিন্তু তখনও জানতাম না কত বিপদে পড়েছেন রাজা দাহ্‌ফু। সিংহটা মৃত রাজা গমিলো

BanglaBook.org

হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ওকে ধরার সমস্ত কাজ রাজাকেই করতে হবে, এখানে আর কারও কিছু করার অধিকার নেই।

নীচে দাঁড়ানো বুনাম হাতির দাঁতের তৈরি একটা ছড়ি তুলে রাজাকে কী যেন সংকেত দিল। মঞ্চের কোণে সরে এসে দড়িটা টানতে আরম্ভ করলেন রাজা। তিনি চাচ্ছেন খাঁচাটাকে তুলে সিংহটাকে পুরোপুরি তার ভেতরে নিয়ে আসতে।

থেমে গেছে ঢাক-ঢোল-শিঙ্গার ধ্বনি, প্রস্তর নিক্ষেপ। দড়ি টানছেন রাজা। কিন্তু খাঁচার জালে আটকে আছে সিংহটার সামনের থাবা।

টান পড়ছে দড়িতে; একদিকে রাজার ভার, অপরদিকে সিংহের প্রচণ্ড টানে ছিঁড়ে গেল দড়ি। টলে উঠলেন দাহ্‌ফু, ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন নীচে।

সিংহের ধারাল নখে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গড়াতে গড়াতে দূরে সরে গেলেন রাজা দাহ্‌ফু। আমিও পড়ে গেলাম মাচান থেকে। এবং আরও দূরে টেনে আনলাম রাজাকে। ছিঁড়ে গেছে তাঁর পোশাক, ফিনকি দিয়ে ঝরছে রক্ত।

'কে? সুঙ্গো?' বললেন রাজা। অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাঁর চোখের মণি। তাঁর ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়ার জন্যে জামা খুলে ফেললাম আমি।

'পারলাম না, হেণ্ডারসন,' অস্ফুট স্বরে বললেন রাজা।

'এমন কথা কেন বলছেন? আমরা আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যাব, সালফার পাউডার দিয়ে বেঁধে দেব আপনার ক্ষতস্থান।'

'না, তা আর হবার নয়। ওরা কেউ আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে না। ওটা কি গমিলো?'

গমিলো-র নাম শুনতেই খোঁচা খেলাম আমি, ছুটে গেলাম সিংহটার দিকে, কপিকল আর দড়ি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম ওর গায়ে। জালের ভেতর তখনও গর্জন করছিল ও, ছুঁড়ছিল সামনের

BanglaBook.org

পা দুটো। আমি ক্ষিপ্র গতিতে বেঁধে ফেললাম ওর গোটা শরীর।

এবার বুনাম এসে পরীক্ষা করল সিংহটার কান, তারপর ওর সহচরের কাছে কী যেন চাইল ও, সঙ্গে সঙ্গে ওর সহচর ওর হাতে তুলে দিল একটা বন্দুক। বন্দুক হাতে নিয়ে নলটা সিংহের কপালে ঠেকিয়ে গুলি করল বুনাম। দেখতে না দেখতে পশুটার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'না, ওটা তা হলে গমিল্লো নয়,' বললেন রাজা। বেশ খুশি-খুশি দেখাল তাঁকে। 'হেণ্ডারসন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, আত্তির যেন কোন ক্ষতি করা না হয়।'

'ইয়োর হাইনেস, আপনি এখনও রাজা।'

'না, হেণ্ডারসন। এখানেই আমাকে মরতে হবে।'

আমি রাজার ওপর ঝুঁকে আমার কান এগিয়ে দিলাম তাঁর মুখের কাছে। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, জড়িয়ে যাচ্ছিল কথা। 'সুঙ্গো, আপনাকে দুটো কথা জানানো দরকার। প্রথম রাতে আপনি যে মৃতদেহটি দেখেছিলেন, সেটা ছিল প্রাক্তন সুঙ্গোর। কারণ, এ-বছর সে মাম্‌মাহ্‌র মূর্তি সরাতে পারেনি। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। সুঙ্গো হচ্ছে রাজার উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ আমি মারা গেলে আপনি হবেন রাজা।'

রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর হাত। দুর্বল হাতে তিনি তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল রাখলেন তাঁর গলার ওপর। 'ইয়োর হাইনেস, আমি বসব আপনার সিংহাসনে? এ আপনি কী বলছেন?'

চোখ খুলতে পারলেন না রাজা, নেতিয়ে-পড়া মুখে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। আর্তনাদ করে উঠলাম আমি, 'ইয়োর হাইনেস, কথা বলুন।'

খুলে দেয়া হলো ঘেরার লেজ। ওয়ারিরিরা তুলে নিল রাজা দাহ্‌ফুকে। আমরা চলতে আরম্ভ করলাম ওই দালানটার দিকে যেটাকে আমি মঞ্চের ওপর থেকে দেখেছিলাম। পথেই মারা

BanglaBook.org

গেলেন রাজা।

দালানটা পাথরের তৈরি। দুটো কাঠের দরজা। দুটোই মাত্র কামরা। একটাতে নামানো হলো রাজার লাশ। অন্যটাতে ঢোকানো হলো আমাকে, এবং আমি কিছু বোঝার আগেই বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

বাইশ

মেঝের ওপর উবু হয়ে হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়ে বসে আছি আমি। চলে গেছে ওরা। পাশের ঘরে রাজার লাশ। অনুভব করছি আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এ ব্যথা অসহ্য, মর্মান্তিক।

হঠাৎ দেখি ধীরে ধীরে মেঝে থেকে খাড়া হয়ে উঠছে একটা শরীর। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে? কে ওখানে?'

সাড়া নেই। দেখলাম চুলভর্তি একটা প্রকাণ্ড মাথা, ধুলোমাখা লম্বা লম্বা পা, হাত নেড়ে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করছে। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'রোমিলেউ?'

'হ্যাঁ, সাহেব।'

রোমিলেউকে ওরা যেতে দেয়নি। আমার চিঠি নিয়ে ও শহর ছাড়ার আগেই ওরা ওকে আটক করে। অর্থাৎ আমি সিংহশিকারে যাবার আগেই বুনাম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমার বর্তমান ঠিকানা বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে।

'রোমিলেউ, রাজা মারা গেছেন,' বললাম আমি।

আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল ও। এভাবে কেটে গেল

BanglaBook.org

রাত। ভোরে বুনাম-এর সহচর আমাদের জন্যে নিয়ে এল সেদ্ধ মিষ্টি আলু। এখন ও আমাদের রক্ষক।

সারাদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে অনেকে এল, ওদের আচরণ কেমন অদ্ভুত লাগল। রোমিলেউকে বললাম, 'রাজা বলেছিলেন, তিনি মারা গেলে আমি রাজা হব।'

'ওরা আপনাকে ইয়াসি বলে সম্বোধন করছে!'

'আমাকে কি ওই বিশাল স্ত্রীবাহিনীর স্বামী হতে হবে?'

'সাহেব, আপনার সেটা পছন্দ হচ্ছে না?'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হলো, নাকি আমাকে চাঙা করে তুলতে চাচ্ছ? জানো, আমার বয়স এখন ছাপ্পান্নর কাছাকাছি। আমার স্ত্রীরা আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে কাঁপতে থাকব আমি। যাক সে কথা, আমি এখানে থাকছি না। তুমি হয়তো জানো না, রাজার মৃত্যু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়।'

চমকে উঠল রোমিলেউ। 'সাহেব, কী বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার। এখন হয়তো ওরা বলবে আত্তিকে রাজপ্রাসাদে রাখার জন্যেই তাঁকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে। কিংবা তিনি নিজেই তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেছেন। আমাদের এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবতে হবে। চিন্তা করে দেখতে হবে এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি? আমাদের হাতে কিছু আছে?'

'একটা ছুরি আছে,' বলল রোমিলেউ। ছুরিটা বের করে আমাকে দেখাল ও, ওর শিকারের ছুরি।

ছুরিটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, 'চমৎকার।'

'এটা দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজও চলবে।'

'আমি বুনাম-এর প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু প্রতিশোধ মানেই তো বিলাসিতা, সেক্ষেত্রে আমাকে হতে হবে চালাক, সাবধান। রোমিলেউ, আমাকে ধরো, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছি

BanglaBook.org

না। আচ্ছা, রাজার ঘরে কী হচ্ছে?'

দেয়ালের কাছে গেলাম আমরা, চোখ বোলাতে বোলাতে আবিষ্কার করলাম একটা ছোট্ট ছিদ্র। ঘরের ছাদ নিচু হওয়ায় আমি হামাগুড়ি দিলাম আর রোমিলেউ আমার পিঠে উঠে ছুরি দিয়ে খুঁড়তে আরম্ভ করল ছিদ্রটা।

নীরবে কাজ করছে রোমিলেউ। খুঁড়ছে তো খুঁড়ছেই, আঙুল দিয়ে সরাচ্ছে ঝুরঝুরে পাথরের টুকরো, ওগুলো ঝরে পড়ছে আমার ওপর। হঠাৎ কাজ থামিয়ে ছিদ্রটায় চোখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে ও বলল, 'সাহেব, আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'কী দেখতে পাচ্ছো, রোমিলেউ?'

উত্তর দিল না ও, নেমে পড়ল আমার পিঠ থেকে। আমি দাঁড়িয়ে পিঠ থেকে ময়লা ঝেড়ে চোখ ঠেকালাম ছিদ্রে। দেখতে পেলাম রাজার শব, চামড়া দিয়ে ঢাকা, মুখ দেখা যাচ্ছে না, ওটাও চামড়া দিয়ে ঢাকা, কোমর এবং পা লতা দিয়ে জড়ানো।

রাজার লাশকে পাহারা দিচ্ছে বুনাম-এর সহচর। একটা টুলে বসে আছে ও। ওর পাশে দুইটি ঝুড়ি, মিষ্টি আলুতে ভর্তি। একটা ঝুড়ির হাতলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে সিংহশাবক। খুব বেশি হলে দুই থেকে তিন সপ্তাহ বয়স হবে।

রোমিলেউকে বললাম, 'শোনো, এবার আমাদের মাথা খাটাতে হবে, ঘাবড়ালে চলবে না। ইতোমধ্যে সিংহশাবকও ধরেছে ওরা। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো ওরা খুব দ্রুত এগোচ্ছে, এখন আমাদেরকেও খুব দ্রুত এগোতে হবে। আমাকে ওরা রাজা বানাবে, তাই আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইবে না, আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে হবে।'

'সাহেব, আপনি কী করতে চান?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাকে অভিনয় করতে হবে আমি রাজা পদের জন্যে

BanglaBook.org

আগ্রহী। তারপর দেখা যাক রাতে কী করা যায়। আমার মনে হয় না ওই নারী-সৈনিকরা সারা রাত বসে থাকবে।'

রোমিলেউ কথা বলার আগেই দরজা খোলার শব্দ হলো, ঘরে ঢুকলেন হোরকো। মুখে হাসি, আচরণ আগের চেয়েও অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক। আমাকে ইয়াসি বলে সম্বোধন করলেন তিনি।

'কেমন আছেন, মি. হোরকো?'

কপালে তর্জনী রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে আমাকে প্রণাম করলেন হোরকো। বললেন, 'আপনি এখন রাজা। রোই হেণ্ডারসন। ইয়াসি হেণ্ডারসন। আপনি আর সুঙ্গো নন।'

'হ্যাঁ। অবশ্যই। এটা একটা বড় সম্মান। কিন্তু আমরা এখান থেকে কখন যাব?'

তার কথা ভাষান্তর করে রোমিলেউ জানাল, 'যতক্ষণ না রাজার মুখ থেকে পোকা বের হয়। সেই পোকা রূপান্তরিত হবে সিংহশাবকে, এবং ওই শাবক হবে রাজা, ইয়াসি। খুব বেশি হলে তিন-চার দিন।'

'তার বেশি নয়,' বললেন হোরকো। 'আপনি রাজার স্ত্রীদের বিয়ে করতে পারবেন।' আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওদের সংখ্যা সাতষট্টি।

আবার আমাকে আনুষ্ঠানিক সম্মান দেখিয়ে চলে গেলেন হোরকো। রোমিলেউকে বললাম, 'আমরা আজ রাতেই এখান থেকে যাচ্ছি।'

'সাহেব, কেমন করে?'

'রাতে তুমি চিৎকার করতে থাকবে। বলবে, ইয়াসিকে সাপ কামড় দিয়েছে। তখন বুনাম-এর সহচর নারী-সৈনিক দু'জনকে নিয়ে আমাদেরকে দেখতে আসবে। তুমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে; দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওই পাথরটাকে পাল্লার কব্জায় ঢুকিয়ে দেবে যেন দরজাটা বন্ধ হতে না পারে। ব্যস, তা

BanglaBook.org

হলেই হবে।'

রাত এলে অপেক্ষা করতে লাগলাম চাঁদ ওঠার। যখন ভাবলাম সময় হয়েছে, রোমিলেউকে তখন বগলদাবা করে নিয়ে গেলাম দেয়ালের ছিদ্রটার পাশে। থরথর করে কাঁপছিল ও, জোরে ঝাঁকি মারতেই চিৎকার আরম্ভ করল, 'ইয়াসি ক'মুতি।'

জেগে উঠল বুনাম-এর সহচর, মশাল হাতে নিয়ে দরজা খুলে নারী-সৈনিকদের ডাকতে লাগল ও।

মেঝেতে শুয়ে পড়লাম আমি। রোমিলেউকে বললাম, 'দরজার পাশে যাও। পাথর নিয়ে তৈরি থাকো।'

ধীরে ধীরে দরজা খুলল একজন নারী-সৈনিক। 'পাথর,' চিৎকার করে উঠলাম আমি। কব্জার ফাঁকে পাথরটা ঢুকিয়ে দিল রোমিলেউ। দেখলাম, অপর নারী-সৈনিকটি ওর চোয়ালের নীচে বাড়িয়ে দিয়েছে চকচকে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা।

আমার দিকে পিছিয়ে আসছে রোমিলেউ। ওর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে বর্শা হাতে নারী-সৈনিকটি। আমি ওর পা ধরে টান মারতেই উল্টে পড়ল নারী-সৈনিক, বর্শার ফলক আঘাত হানল দেয়ালের বুকে। মেয়েটির মাথা তুলে পাথরে ঠুকে দিলাম আমি।

মশাল ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল বুনাম-এর সহচর এবং প্রথম নারী-সৈনিক। ভেতর থেকে ঠেলতে থাকলাম আমি। কব্জায় পাথরটা থাকার জন্যে অবশেষে জয় হলো আমার, খুলে গেল দরজা।

প্রথমেই আমি কমাণ্ডো কায়দায় ধরাশায়ী করলাম নারী-সৈনিকটিকে। রীতিমত পঙ্গু হয়ে গেল ও। এরপর ছুটলাম শয়তানটার পিছনে। পালানোর চেষ্টা করছিল ও। ওর চুলের ঝুঁটি ধরলাম আমি। তারপর টিপে ধরলাম ওর টুঁটি।

'না, সাহেব, না,' চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল রোমিলেউ।

BanglaBook.org

'আমি ওকে টুঁটি চিপে মারব।'

'সাহেব, ওকে মারবেন না।'

'আমাকে বাধা দিয়ো না,' গর্জন করে উঠলাম আমি। এবং শয়তানটার চুল ধরে আবার ঝাঁকাতে লাগলাম জোরে জোরে। 'এই হারামজাদাই খুনি। এর জন্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে রাজার।' মাথা দিয়ে ওর পেটে গুঁতো মারলাম আমি।

'ওকে মারবেন না, সাহেব,' অনুনয় করে বলল রোমিলেউ। 'তা হলে বুনাম আমাদের পিছন ছাড়বে না।'

'রোমিলেউ, আমার মধ্যে আজ হত্যার তৃষ্ণা।'

'সাহেব, আমি তো আপনার বন্ধু।'

'তা হলে ওর কয়েকটা হাড় ভেঙে দিই। ঠিক আছে হাড় ভাঙব না, কিন্তু মনের সুখে পিটুনি দেব।'

না, ওকে পিটুনিও দিইনি, ছুঁড়ে মারলাম আমাদের ঘরে, নারী-সৈনিক দু'জনও থাকল ওখানে। ওদের বর্শাগুলো নিল রোমিলেউ।

দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে ঢুকলাম আমরা। রোমিলেউ তুলে নিল আলুর ঝুড়ি, আমি এগোলাম রাজার দিকে। চামড়ার আচ্ছাদন খুলে দেখলাম রাজার মুখ। ফুলে ফেঁপে পিণ্ডের মত হয়ে গেছে, অসহ্য দুর্গন্ধ ছুটছে।

'বিদায়, রাজা, বিদায়।'

কিন্তু ফেরার জন্যে পা বাড়াতেই এক অদ্ভুত অনুভূতি আক্রমণ করল আমাকে। মনে হলো, সিংহশাবকটি থু থু ছিটাচ্ছে আমার শরীরে। আমি তুলে নিলাম ওকে।

'সাহেব, এ কী করছেন আপনি?

'ও-ও যাবে আমাদের সঙ্গে।'

BanglaBook.org

তেইশ

রোমিলেউ প্রতিবাদ করল কিন্তু আমি সিংহশাবকটিকে ছাড়লাম না। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে দিগন্ত। পাহাড়ের মাথা থেকে আমাদের ওপর ঠিকরে পড়ছে কিরণ। সামনে বিস্তৃত হয়ে আছে তিরিশ মাইলের মত বিশাল ভূখণ্ড, আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে ওটা।

চাঁদের আলোয় খাদের উঁচু পাড় ধরে পথ চলতে আরম্ভ করলাম আমরা। পিছনে পড়ে থাকল খেদা, শহর। আমাদের লক্ষ্য বাভেনতাই। রোমিলেউ চলছে আগে আগে।

বাভেনতাই পৌঁছুতে আমাদের লাগল দশ দিন। রোমিলেউ না থাকলে আমি দুদিনও টিকতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কোথায় পানি পাওয়া যাবে, কোন্ গাছের শিকড় কিংবা কোন্ পোকা-মাকড় খাওয়া যাবে, সেগুলো খুব ভালভাবে জানত ও। আমি পোকাগুলো দিয়ে মণ্ড তৈরি করে সিংহশাবকটিকে খাওয়াতাম। দিনের বেলা আমার হেলমেটের প্রয়োজন হত, তখন ওকে বগলদাবা করে হাঁটতাম, অন্যসময় হেলমেটের মধ্যেই ঘুমুত ও।

রোমিলেউ যেত খাবারের খোঁজে, আমি বসে থাকতাম আর খেলা করতাম সিংহশাবকটির সঙ্গে। ওর নাম রেখেছি দাহ্ফু। কখনও হামাগুড়ি দিতাম, আর ও শুয়ে থাকত আমার বুকের ছায়ায়। ওর সঙ্গে খেলা করতে করতে গলা ছেড়ে গান গাইতাম আমি। এভাবে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুতা। ও আমার

BanglaBook.org

পায়ের ফাঁকে গড়াগড়ি করত, কখনও কাটত আঁচড়।

দশম দিনে আমরা পৌঁছলাম বাভেনতাই। শহরের দেয়াল ডিমের মত সাদা। কিন্তু ইতোমধ্যে রোদে এবং পথ হাঁটায় আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে, নেতিয়ে পড়ছিল শরীর। এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম আমরা।

কয়েক সপ্তাহ লাগল আমার আরোগ্যলাভ করতে। তখনও সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইনি, একদিন রোমিলেউকে ডেকে বললাম, 'শোনো, দাহ্‌ফু ছোট থাকতে থাকতেই আমার রওয়ানা দেওয়া উচিত, ও যদি আর অর্ধেকটাও বড় হয় তা হলে ওকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে অসুবিধায় পড়ব।'

'না, না, সাহেব, আপনি এখনও দুর্বল।'

'তা ঠিক, তবে এ ধাক্কা আমি সামলাতে পারব।'

প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও রোমিলেউকে রাজি করলাম আমাকে বাকতালেতে নিয়ে যেতে। ওখানে কিনলাম দুটো প্যান্ট, এক মিশনারীর কাছ থেকে নিলাম আমাশয়ের ওষুধ। কয়েকদিন কাটানোর পর রোমিলেউ আমাকে নিয়ে এল ইথিওপিয়ার হারার-এ। জীপ চালাচ্ছিল ও, আমি কম্বল পেতে দাহ্‌ফুকে পাশে নিয়ে শুয়ে থাকলাম। ছয় দিন কাটল পথে। হারার-এ পৌঁছে ওকে কয়েক শো ডলারের উপহার কিনে দিলাম, জীপটা ভরে গেল।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম পুরনো মেনে লিক্স-এর প্রাসাদ। তারপর রোমিলেউ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠলাম বিমানে। ওটা যাচ্ছিল খার্তুম। বাঁশের ঝুড়িতে রেখেছি দাহ্‌ফুকে।

বিমান বন্দরের রেলিং-এর পাশে জীপ রেখে হুইল ধরে বসে ছিল রোমিলেউ; দেখলাম, আমার নিরাপদযাত্রার জন্যে প্রার্থনা করছে ও।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'রোমিলেউ।' আমার মুখের দিকে চোখ ফেরানোর আগেই ঢুকে পড়লাম খার্তুম ফ্লাইটে। সিটে

BanglaBook.org

বসে ঝুড়ি থেকে দাহ্‌ফুকে বের করে কোলে রাখলাম আমি।

খার্তুম থেকে এলাম কায়রোয়। সেদিন বুধবার। টেলিফোন করে লিলিকে জানালাম, 'রোববারে বাড়ি আসছি। ডোনোভানকে আসতে বোলো।' বৃদ্ধ ডোনোভান আইনজীবী, আমার বাবার সম্পত্তির ট্রাস্টি। সিংহশাবক দাহ্‌ফুর ব্যাপারে ওর আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

বৃহস্পতিবারে পৌঁছলাম এথেন্স। সেখান থেকে শুক্রবারে রোমে। ওখানে কিনলাম একটা হ্যাট, একটা শার্ট, আর একটা জাঙ্গিয়া। শনিবারে শুরু হলো যাত্রা—প্যারিস, লণ্ডন হয়ে।

অন্য যাত্রীরা পড়াশোনা করছিল। প্লেনে বসে এ কাজটা আমার একদম ভাল লাগে না। আমি কয়েকবার উঠে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করলাম, দাহ্‌ফুর জন্যে চাইলাম ছুপ, দুধ। বিমানবালা মেয়েটি আমার উত্তেজনা লক্ষ করেছে, ও আমাকে একটা ম্যাগাজিন দিতে চাইল।

ওকে বললাম, 'এক প্রিয় বন্ধুর উপহার, আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।'

মেয়েটি চালাক, সুন্দরী। চুলগুলো কোঁকড়ানো, সোনালি। দাঁতগুলো দুধের মত সাদা, সুবিন্যস্ত। উরু দুটো আর নিতম্ব বেশ পুষ্ট। আঙুলগুলো কোমল, যেন এক মুঠো কাঁচা সোনা। বাড়ি ইলিনয়-এর রকফোর্ড-এ।

ওকে বললাম, 'তোমাকে দেখে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। কয়েক মাস হলো ওকে দেখি না।'

'তাই নাকি? কয় মাস হবে?'

'এটা কি সেপ্টেম্বর চলছে?'

'সত্যি বলছেন? এটা কী মাস আপনি জানেন না? আগামী সপ্তাহে থ্যাঙ্কস গিভিং।'

'এত দেরি হয়ে গেছে। আফ্রিকায় আমি অসুস্থ হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিলাম, মাথাটাও গেছে। তাই সব ভুলে গেছি। জীবনকে জানার জন্যে একটু ঝুঁকি নিয়েছিলাম খুকুমণি।'

খুকুমণি বলায় খুব মজা পেল ও। বলল, 'বিমানে একটা শিশু আছে। ও হয়তো সিংহশাবকটিকে পছন্দ করবে। শিশুটি খুব নিঃসঙ্গ।'

'শিশুটি কে?'

'ওর বাবা-মা যুক্তরাষ্ট্রে ছিল। ওর গলায় একটি চিঠি ঝোলানো আছে, সেটা থেকেই তথ্যগুলো জানা গেছে। ও ইংরেজি বলতে পারে না, শুধু ফারসি জানে।'

'বলতে থাকো।'

'ওর বাবা পারস্যের এক তেল কোম্পানিতে চাকরি করত। ও মানুষ হয়েছে পার্শিয়ান চাকরদের হাতে। এখন ও এতিম, যাচ্ছে নেভাদায়। ওখানে ওর আত্মীয় আছে।'

'হতভাগা! ওকে নিয়ে এসো না, সিংহটাকে দেখাই।'

শিশুটিকে নিয়ে এল ও। ভীষণ ফর্সা। পরনে হাফপ্যান্ট, সবুজ রঙের সোয়েটার। চুল কালো। ওকে দেখে আবেগ জাগল আমার মধ্যে।

ওর হাত ধরার জন্যে আমার হাত বাড়িয়ে ডাকলাম, 'খোকামণি, কাছে এসো।' মেয়েটিকে বললাম, 'ওকে এভাবে একা একা ছেড়ে দেওয়া অন্যায়।' আমি দাহ্‌ফুকে ঝুড়ি থেকে বের করে তুলে দিলাম ওর হাতে।

দাহ্‌ফুকে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ও। হারিয়ে গেল ওর মুখের মলিনতা। আমরা ওদেরকে ইচ্ছেমত খেলতে দিলাম।

আমি আমার পাশে বসালাম শিশুটিকে। সন্ধ্যায় খাওয়ালাম, রাতে শোয়ালাম আমার কোলে। মেয়েটিকে বললাম দাহ্‌ফুর ওপর নজর রাখতে।

আমার কোলে শুয়ে জানালা দিয়ে মেঘ দেখছিল ও। আমিও

BanglaBook.org

ওর সঙ্গে দৃষ্টি মেলালাম।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নামছি,' বলল মেয়েটি।

'এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম। আমি তো সন্ধ্যায় লিলিকে আসতে বলেছি।'

'না, নিউ ইয়র্ক নয়, তেলের জন্যে নামছি নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে। ভোর হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন।'

'শোনো, একটা কম্বল দিয়ো বাচ্চাটার জন্যে। ওকেও একটু ঘুরিয়ে আনব।'

একটু একটু করে নীচে নামছি আমরা। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। সারা আকাশে একটা তীব্র লাল আভা। আরও নীচে নামলাম আমরা। ধূসর হয়ে উঠছে আভা। বরফে ঢাকা সমুদ্রের সবুজ পানি। আমরা আরও নীচে, সাদা মানচিত্রে নেমে এলাম।

কম্বলে জড়িয়ে তুলে নিলাম বাচ্চাটাকে। 'আরে, আপনার কোট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিমানবালা মেয়েটি।

'এই সিংহশাবক ছাড়া আমার কোনো মালপত্তর নেই। ভয় নেই, এ দেশে আমার জন্ম, শীত সহ্য করার তেজ আর শক্তি দুটোই আছে।'

বেরিয়ে পড়লাম আমরা, আমি আর এই শিশুটি। হাঁটছি তীব্র ঠাণ্ডা বরফের ওপর। শ্বাস নিচ্ছি প্রাণ ভরে। ভেতরটা অপার নির্মল সুখে শীতল হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে মনের সব অসুখ সেরে গেছে আমার। শিশুটি যেন ওষুধ, সমস্ত যন্ত্রণার উপশম। আর সিংহ? হ্যাঁ, সিংহটাও তাই।

***

BanglaBook.org